সবর
মুমিনের সাফল্যের সোপান
শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম
হাসান মাসরুর
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

জীবন কখনো আনন্দে কাটে, কখনো হয়ে ওঠে বিষাদময়। সুখ যেমন লাগাতার স্থায়ী হয় না, তেমনই জীবনের আদি-অন্ত পুরোটা সময় কষ্টের ওপর অতিবাহিত হয় না। ঘুরেফিরে পরস্পর বিপরীত এ দুই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় সবাইকে। বস্তুত, সুখ-দুঃখের এ ক্রমাগত আবর্তন মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। সুখের সময় শোকর আর বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসিবতে সবর—এতেই মুমিনের সাফল্য। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, সুখের সময়টাকেই আমরা কেবল সাফল্য মনে করি! বিপদাপদ ও কষ্ট-মুসিবতকে মনে করি জীবনের চরম ব্যর্থতা! আসলে কি তা-ই? নাহ! এ যে ভুল চিন্তা। বিপদাপদ ও মুসিবতের সময়গুলোতে যদি আমরা সবর করতে পারি, তবে আমাদের জন্য রয়েছে অমিত প্রতিদান।

প্রিয় পাঠক, সবরের মাহাত্ম্য সম্পর্কেই যদি না জানা থাকে, তাহলে এ প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে জাগবে! তাই তো আমাদের জানতে হবে সবরের মাহাত্ম্য ও এর প্রতিদান সম্পর্কে। জানতে হবে জীবনের প্রতিকূল মুহূর্তগুলো কীভাবে কাটিয়েছেন আমাদের মহান সালাফে সালিহিন। ইনশাআল্লাহ, সবর সম্পর্কে জানতে—নিজেকে এ অনুপম গুণে গুণান্বিত করতে শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের (اصبر واحتسب) গ্রন্থের সরল অনুবাদ 'সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান' বইটি হবে দারুণ এক নির্দেশনা।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি ধৈর্যকে বানিয়েছেন এমন তেজি ঘোড়া, যা হোঁচট খায় না; এমন তলোয়ার, যা ভোঁতা হয় না এবং এমন প্রাচীর, যা ধসে পড়ে না। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সবরকারী, সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ ও সর্বাধিক প্রশংসাকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

পার্থিব এ জীবনে বিপদের সমাগম স্বাভাবিক এবং পরীক্ষা অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আমরা এমন এক ভুবনে অবস্থান করছি, যেখানে রয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট। রয়েছে কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু অলসতা ও দুর্বলতা আমাদের অধিকাংশকে নিরাশার দিকে ধাবিত করছে এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে হতাশার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রকৃত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও প্রশংসাকারীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প।

সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত, যার পরিবর্তন ঘটবে না এবং বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর ফয়সালা চূড়ান্ত, যার মাঝে বিবর্তন আসবে না।

কিন্তু নতুন নতুন বিপদের সমাগম ও ক্রমাগত বিপর্যয়ের করাঘাতে মানুষের মাঝে চারটি বিষয়ের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে :

এক. অসন্তুষ্টি, ধৈর্যহীনতা ও প্রতিদানের ব্যাপারে নৈরাশ্য। বরং অনেক মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় এসবের ব্যাপারে অসতর্ক থাকে।

দুই. অস্থিরতা ও অসন্তোষ। এরা মনে করে, দুনিয়াকে শুধু বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

তিন. মৃত্যু বা এ ধরনের বড় বড় বিপদ ব্যতীত অন্যান্য বিপদে প্রতিদানের আশা না রাখা। তারা ভুলে যায় যে, প্রতিটি বিপদেই বান্দার জন্য প্রতিদান রয়েছে, যদিও তা পায়ে কাঁটা বিঁধার মতো সামান্য বিপদ হোক।

চার. অনেকে মনে করে, বিপদাপদ ও পরীক্ষা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এবং যে নিয়ামত ও সচ্ছলতা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সাহায্য করে না, সে নিয়ামত ও সচ্ছলতাকে তারা বিপদ বা পরীক্ষা মনে করে না।

বক্ষ্যমাণ বইটি (أين نحن من هؤلاء؟) **'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা'** সিরিজের চতুর্থ উপহার। এটি সালাফের সবর, শোকর ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনাসমৃদ্ধ চমৎকার একটি বই। এতে তুলে ধরা হয়েছে সালাফের ওপর আপতিত বিপদাপদের কথা, যা আমাদের বিপদাপদের চেয়েও শতগুণ বেশি ছিল।

এই বইটিতে রয়েছে বিপদগ্রস্তের জন্য সমবেদনা এবং দুর্দশাগ্রস্তের জন্য সান্ত্বনা। পাশাপাশি এটি ধৈর্যের গুণ অর্জন করতে সহায়তা করবে এবং বান্দার সাওয়াবের প্রত্যাশাকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই সকল ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত করুন, কিয়ামতের দিন যাদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হবে—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, যেহেতু তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে, কাজেই কত ভালো এই পরিণাম-গৃহ!'[১]

وصلى الله على نبينا محمد

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

১. সুরা আর-রাদ : ২৪

সবর

বান্দার পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে নানাবিধ পরিবর্তন। পরিবর্তন হয় অবস্থার। এ পরিবর্তন দুই প্রকার।

এক. অপ্রিয় বস্তু দূর হয়ে প্রিয় বস্তু অর্জিত হবে। এ সময়ে তার করণীয় হলো, শোকর করা এবং এ কথা স্বীকার করা যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ তাকে প্রদান করা হয়েছে। মনে মনে তা স্বীকার করবে এবং মুখেও সে ব্যাপারে আলোচনা করবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ওপর সাহায্য কামনা করবে। তবেই সে হবে প্রকৃত শাকির বা কৃতজ্ঞ বান্দা।

দুই. প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হবে এবং অপ্রিয় বস্তু অর্জিত হবে। ফলে বান্দার মাঝে দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্ন দুশ্চিন্তার সঞ্চার হবে। এ অবস্থায় তার করণীয় হলো, সে সবর করবে—কোনো প্রকার অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করবে না এবং এ বিপদের ব্যাপারে মানুষের কাছে অভিযোগ করবে না। বরং তার সকল অভিযোগ হবে শুধু স্রষ্টার সমীপে। যার জীবন বিপদে সবরকারী এবং সুখে কৃতজ্ঞ, তার পুরো জীবনটাই কল্যাণকর। সে এর মাধ্যমে অর্জন করবে বিশাল প্রতিদান ও ঈর্ষনীয় সুনাম-সুখ্যাতি।[২]

---

২. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৫

সবরের স্বরূপ ও প্রকৃতি

বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত :

১. নিজের সত্তার ওপর বিপদ।

২. সম্পদের ওপর বিপদ।

৩. ইজ্জত-আবরুর ওপর বিপদ।

৪. পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের ওপর বিপদ।

বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। বরং অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকি মুমিন সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাস্তবতা তা-ই বলে।[৩] বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মনে হয়, দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদাপদের ওপর রাখা হয়েছে—এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়। তারা মনে হয় জানেই না যে, দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে; যুবক অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে, কখন তার অস্তিত্ব বিলীন হবে।

বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর, ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

---

৩. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ১২

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।'[৪]

অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'[৫]

তিনি আরও বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।'[৬]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নব্বইয়ের অধিক স্থানে 'সবর' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সবরকে অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সবরকে এগুলোর পূর্বশর্ত অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য রাখেননি। ইরশাদ করেন :

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[৭]

---

৪. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫
৫. সুরা আজ-জুমার : ১০
৬. সুরা মুহাম্মাদ : ৩১
৭. সুরা আল-বাকারা : ১৫৭

অর্থাৎ সবরকারীদের জন্য একসাথে হিদায়াত, রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে।[৮]

আল্লাহ তাআলা সালাতের সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।'[৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।'[১০]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন।'[১১]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তাঁর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য।

অন্য হাদিসে রাসুল ﷺ আমাদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

---

৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৮

৯. সুরা আল-বাকারা : ৪৫

১০. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৯/১০

১১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪৫

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'[১২]

অন্যান্য মানুষের ন্যায় নবি-রাসুলগণ ﷺ-এর ওপরও একের পর এক বিপদের ঝড় এসেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তাঁরা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন কারা?" তিনি বললেন, "নবিগণ।" আমি বললাম, "অতঃপর কারা?" তিনি বললেন :

ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

"তারপর নেককার লোকেরা। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষপর্যন্ত তার কাছে পরিধানের জুব্বাটি ছাড়া কিছুই থাকে না, যা সে তালি দিয়ে পরিধান করে। তবে এরূপ কঠিন বিপদেও সে এমন আনন্দিত হয়, যেমন তোমরা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে আনন্দিত হও।"'[১৩]

প্রিয় ভাই, 'সবর' দ্বীনি মর্যাদাসমূহের একটি এবং 'সালিকদের' (আধ্যাত্মিক সাধনাকারী) একটি মনজিল।[১৪]

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'ইমানের সর্বোচ্চ চূড়া হলো, ফয়সালার ব্যাপারে সবর এবং তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্টি।'[১৫]

---

১২. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪১
১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০২৪
১৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৬৫
১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৫৬

নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

'ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়।'[১৬]

হাসান ﷺ বলেন, 'সবর হলো কল্যাণের একটি রত্নভান্ডার। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেই তা দান করেন, যে তাঁর নিকট সম্মানিত।'[১৭]

রাসুল ﷺ বলেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَشَكَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ فَصَبَرَ كَانَ لَهُ خَيْرٌ

'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। কারণ, তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কারও জন্য এমনটা নয়। যখন সে সুখে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে; ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সবর করে; ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[১৮]

শাকিরিন বা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অর্জিত কল্যাণ হলো 'জিয়াদাহ' বা অতিরিক্ত পাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'আর স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ঘোষণা করলেন, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেবো।'[১৯]

---

১৬. শুআবুল ইমান : ৪০
১৭. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৫
১৮. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৩৮৪৯
১৯. সুরা ইবরাহিম : ৭

আর সবরকারীদের অর্জিত কল্যাণ হলো, সাওয়াব, প্রতিদান, ক্ষমা ও রহমত।[২০]

ফুজাইল ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বিপদের মাধ্যমে দেখাশোনা করেন, যেমন কোনো লোক তার পরিবারকে কল্যাণের সাথে দেখাশোনা করে।'[২১]

তিনি আরও বলেন, 'বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে মুসিবত মনে করবে। এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের প্রশংসা অপছন্দ করবে।'[২২]

এক লোক ইমাম শাফিয়ি ﵀-কে প্রশ্ন করল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, কারও জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম নাকি পরীক্ষিত হওয়া উত্তম?' তিনি বললেন, 'পরীক্ষা ছাড়া কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা ও মুহাম্মাদ—সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাইন—কে পরীক্ষা করেছেন। যখন তাঁরা সবর করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং কেউ যেন বিপদ থেকে একদম মুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা না করে।'[২৩]

আল্লাহ তাআলা সবর ও ইয়াকিনকে ধর্মীয় নেতার যোগ্যতা স্থির করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা সবর করেছিল। আর তারা আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।'[২৪]

---

২০. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৫
২১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৩৯
২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৪৩৪
২৩. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ২৬৯
২৪. সুরা আস-সাজদা : ২৪

প্রিয় ভাই, বিপদ বিভিন্ন ধরনের। তবে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, দ্বীনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় বিপদ। এটি ক্ষতির চূড়ান্ত সীমা, যেখানে লাভের আশা করা যায় না এবং এমন বঞ্চনা, যেখানে লোভ করা যায় না।[২৫]

কবি বলেন :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه *** فما فاته منها فليس بضائر

'দুনিয়া যখন কারও মাঝে তার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখে, তখন দুনিয়ার সকল বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

---

২৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪

'সবর' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

'সবর' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা প্রদান করা, আটকে রাখা। মনকে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা থেকে দূরে রাখা। জিহ্বাকে অভিযোগ প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত রাখা। গাল চাপড়ানো ও জামা-কাপড় ছেঁড়া বা এ জাতীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখাই হলো সবর।[২৬]

মানুষের আত্মিক গুণাবলির মাঝে একটি উত্তম গুণ হলো সবর। এর মাধ্যমে অনর্থক ও অসুন্দর কার্যক্রম থেকে মানুষ বিরত থাকে। এটি আধ্যাত্মিক একটি শক্তি, যার মাধ্যমে নফস পরিশুদ্ধ হয় এবং সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে।

জুনাইদ বিন মুহাম্মাদ ﵀-কে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, 'ভ্রুকুটি না করে তিক্ততা ও মুসিবত সহ্য করার নাম সবর।'

জুন্নুন ﵀ বলেন, 'বিরোধিতা না করা, বিপদ ও মুসিবতের ভিড়ে অবিচল থাকা এবং জীবিকার অঙ্গনে চরম দৈন্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছলতা প্রকাশ করাই সবর।'

কারও মতে, 'বিপদাপন্ন হয়েও সহজ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই সবর।'[২৭]

প্রিয় ভাই আমার, মানুষকে কষ্ট দানকারী বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এক স্থানে বলেছেন, অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করা হবে। আর এই পরীক্ষা সুখে কিংবা দুঃখে যেকোনো সময়ই হতে পারে। মানুষকে আনন্দদায়ক বিষয় ও কষ্টদায়ক বিষয়—উভয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তার জন্য এসব অবস্থায় অবশ্যই সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

> 'আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।'[২৮]

---

২৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ২৭
২৭. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ২৯
২৮. সুরা আল-কাহফ : ৭

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দের মাধ্যমে, যাতে তারা ফিরে আসে।'[২৯-৩০]

মানুষ পার্শ্ববর্তী লোকদের মাঝে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তাদেরকে দুটি অবস্থার যেকোনো একটিতে পাবে—হয়তো সুখে, না হয় দুঃখে। কিন্তু মানুষ সুখের সময়ের পরীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং দুঃখের সময়ের পরীক্ষাকেই পরীক্ষা মনে করে। কারণ, দুঃখের ক্ষেত্রে মানবিক অভিযোগ সুস্পষ্ট। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যার কিছু ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানি বা বড় ধরনের কোনো মুসিবত নেই। এ ধরায় এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিনটি দুঃখ-দুদর্শা বা কষ্টহীন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

'নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।'[৩১]

এই আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে যে, মানুষ পার্থিব ও পরকালীন—উভয় বিষয়ে কষ্ট সহ্য করে।[৩২]

আব্দুল মালিক বিন আবহার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষই হয়তো সুখের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়, যাতে তার শোকরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়, যাতে তার সবরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়।'[৩৩]

বিপদের নিয়ামতে সবরের প্রয়োজনীয়তা তো স্পষ্ট। তবে সুখের নিয়ামতে সবর প্রয়োজন হয় সুখের সময়েও ইবাদতে অটল থাকার জন্য। কারণ, সুখের পরীক্ষাটা দুঃখের পরীক্ষার চেয়ে কঠিন।[৩৪]

---

২৯. সুরা আল-আরাফ : ১৬৮
৩০. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ২৭১
৩১. সুরা আল-বালাদ : ৪
৩২. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৫১৩
৩৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৮৫
৩৪. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৪/৩০৫

দারিদ্র্যের সময় অনেক মানুষই ঠিক পথে থাকলেও ধনাঢ্যতার সময় খুব কম মানুষই সঠিক পথে থাকে। এ কারণেই জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী মিসকিন হবে। কারণ, দারিদ্র্যের পরীক্ষাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে উভয়টির ক্ষেত্রেই সবর ও শোকর আবশ্যক। কিন্তু সুখের ক্ষেত্রে যেহেতু আনন্দের উপস্থিতি থাকে এবং দুঃখের ক্ষেত্রে বেদনা, তাই সুখের জন্য 'শোকর' এবং দুঃখের জন্য 'সবর' শব্দটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে।[৩৫]

وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت * ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

'কখনো এমন হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ হিসেবে বান্দাকে বিপদ দিয়ে থাকেন। যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হয়। আবার কখনো অনেক লোককে নিয়ামত দান করেন বিপদ হিসেবে।'[৩৬]

প্রিয় ভাই, বিপদাপদ যখন তোমাকে ব্যথিত করে তোলে, চিন্তা ও পেরেশানির পাহাড় তোমার ওপর চেপে বসে, সকল পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং জগতের অবধারিত দুর্যোগের কবলে যখন তোমার জীবন অন্ধকারে ছেয়ে যায়—তখন তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কারণ, এটিই হলো প্রথম মনজিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

'আপনি বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা-ই আমাদের কাছে পৌঁছবে।'[৩৭]

আর দ্বিতীয় মনজিল হলো, বিপদে সবর করা। এটি সেই ব্যক্তির জন্য যে নিজের ব্যাপারে অবধারিত ফয়সালাতে সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম নয়। সুতরাং মুমিনের জন্য সন্তুষ্টির পর্যায়টি হলো মুসতাহাব; আর সবর হলো ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় বিধান।

---

৩৫. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৪/৩০৫
৩৬. মাওয়ারিদুজ জামআন : ২/৭৫
৩৭. সুরা আত-তাওবা : ৫১

সন্তুষ্টি ও সবরের মাঝে পার্থক্য

'সবর' হলো বিপদ-মুসিবত থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সংবরণ করা, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিপদ কেটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাজনিত কোনো কর্ম থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযত রাখা।

'রিজা' বা সন্তুষ্টি হলো, ফয়সালার ব্যাপারে হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত রাখা এবং বিপদ কেটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা; যদিও তা অনুভূত হয়, কিন্তু রিজা সেই বিপদকে হালকা করে দেয় এবং ইলম ও ইয়াকিনের স্বচ্ছতা তাকে সরাসরি হৃদয়ে আঘাত হানতে বারণ করে। আর যদি রিজা শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে বিপদের অনুভব সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়।[৩৮]

সবরের প্রকারভেদ

সবর কয়েক প্রকার : ওয়াজিব, মুসতাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।

ওয়াজিব সবর তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : হারাম বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা।

দ্বিতীয় প্রকার : আবশ্যকীয় বিধানসমূহ আদায়ে সবর করা।

তৃতীয় প্রকার : বিপদ-মুসিবতের ওপর সবর করা, যাতে বান্দার কোনো হাত নেই। যেমন : রোগব্যাধি ও দারিদ্র্য ইত্যাদি।

মুসতাহাব সবর : ব্যথা ও বেদনায় সবর, মুসতাহাব আমলসমূহ আদায়ের কষ্টে সবর, অপরাধীর প্রতিশোধ না নিয়ে সবর ইত্যাদি মুসতাহাব সবরের পর্যায়ে পড়ে।[৩৯]

নন্দিত সবর কয়েক প্রকার। যেমন : আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সবর করা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বাঁচার মাধ্যমে সবর করা এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে সবর করা।[৪০]

---

৩৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম বি-ইখতিসার, পৃষ্ঠা নং ১৯৪
৩৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৫০
৪০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম বি-ইখতিসার, পৃষ্ঠা নং ২৬৬

আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, যেহেতু তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে, কাজেই কত ভালো এই পরিণাম-গৃহ!'[৪১]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'তারা আদিষ্ট বিষয় পালনে সবর করেছে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করেছে।'[৪২]

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সবর তিন প্রকার : মুসিবতে সবর, ইবাদতে সবর ও নাফরমানি ত্যাগে সবর। যে ব্যক্তি মুসিবতে সবর করে নিজেকে প্রবোধ দেয় এবং সুন্দরভাবে কষ্টের দিনগুলো পার করে, আল্লাহ তাকে তিনশ মর্যাদা দান করেন। যে ব্যক্তি ইবাদতের কষ্টে সবর করে, তার আমলনামায় সাতশ মর্যাদা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যে বান্দা নাফরমানি পরিত্যাগের কষ্টে সবর করে, তার জন্য নয়শ মর্যাদা লেখা হয়।'[৪৩]

মাইমুন বিন মিহরান বলেন, 'বিপদ-মুসিবতে সবর উত্তম, তবে গুনাহের ওপর সবর করা তার চেয়েও উত্তম।'[৪৪]

কষ্ট সহ্য করাও সবর, তবে এটি খুবই কঠিন। এটি সিদ্দিকিনের সামান এবং নেককারদের নিদর্শন। মুসলিম আল্লাহ তাআলার জন্য কষ্টের সম্মুখীন হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সবর করবে, কষ্ট সহ্য করে নেবে, মন্দের প্রত্যুত্তর শুধু ভালোর মাধ্যমেই দেবে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না।[৪৫]

আল্লাহ তাআলা তাকে সবরের প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

---

৪১. সুরা আর-রাদ : ২৪
৪২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৩
৪৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৭
৪৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৩
৪৫. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ১৯

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'[৪৬]

প্রিয় মুসলিম ভাই, একজন প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম যতক্ষণ পর্যন্ত মুকাল্লাফ অর্থাৎ শরয়ি বিধানে আদিষ্ট থাকে এবং জারি থাকে তার আমলনামার কলম, কোনোভাবেই সে সবর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। কারণ, আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা আবশ্যক এবং এ ক্ষেত্রে কাজ-কর্ম ও কথাবার্তায় সবর করাও জরুরি। আর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে বিরত থাকাও অপরিহার্য এবং এ ক্ষেত্রেও সবর আবশ্যক। তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদিরের ব্যাপারে। সবর ও শোকর করতে হবে সচ্ছলতার সময়। একজন মুসলিম এ সকল অবস্থা থেকে কখনোই মুক্ত নয়। সুতরাং মৃত্যু অবধি তাকে সবর করে যেতে হবে।

৪৬. সুরা আজ-জুমার : ১০

সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ

আল্লাহ তাআলা যখন সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা অবলম্বন করার উপায়-উপকরণও বাতলে দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে সবর করতে সাহায্য করবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে আত্মস্থ করাবে যে, প্রতিটি মুসিবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে এবং এটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদির। আল্লাহ তাআলা এটি না তাকে ধ্বংস করার জন্য দিয়েছেন, আর না শাস্তি দানের জন্য। বরং তা দিয়েছেন বান্দার সবর, রিজা, আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ করা এবং অনুনয়-বিনয় করে দুআ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য। যদি এ সকল বিষয় তাকে দেওয়া হয়, তখনই তার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত প্রতিদান নিশ্চিত। আর যদি সে এসব থেকে বঞ্চিত হয়, তবে এটা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।

উপাদানসমূহ

এক. দুনিয়া পেরেশানি ও পরীক্ষার জায়গা, যেখানে শান্তির আশা করা যায় না—এটা জানা।

দুই. মুসিবত আসাটা স্বাভাবিক—এটা জানা।

তিন. উপস্থিত বিপদের চেয়ে বড় বড় বিপদ আসতে পারত—এটা মনে করে স্বস্তি অনুভব করা।

চার. এ ধরনের বিপদে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের প্রতি লক্ষ করা। কারণ, অন্যের মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করাও অনেক বড় প্রশান্তি।

পাঁচ. নিজের বিপদের চেয়ে বড় বিপদে আক্রান্ত লোকদের প্রতি লক্ষ করা, তাহলে নিজের বিপদটি হালকা মনে হবে।

ছয়. বিপদের পরে সুখের আগমন ঘটে—এটার আশা রাখা। যেমন : মায়ের (প্রসববেদনার) কষ্টের পর সন্তানের আগমন ঘটে।

সাত. সবরের মাধ্যমে সবরকারীদের যে সাওয়াব ও মর্যাদা এবং সবরে তাদের যে আনন্দ রয়েছে, তার আশা করা। কারণ, রিজার পর্যায়ে উন্নত

হওয়াই শেষ লক্ষ্য।

আট. বান্দা মনে করবে যে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত।

নয়. বিপদের আধিক্য শ্রেষ্ঠ বান্দাদের জন্যই হয়ে থাকে—এমন জ্ঞান করা।

দশ. নিজেকে একজন গোলাম মনে করতে হবে। আর গোলামের জন্য নিজের ব্যাপারে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

এগারো. বর্তমান মুসিবতটি তার মালিকের ইচ্ছায়ই আপতিত হয়েছে। সুতরাং গোলামের জন্য মালিকের সন্তুষ্ট বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

বারো. অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার সময় নিজেকে তিরস্কৃত করা যে, বিপদের বিষয়টি তো আবশ্যক। আর আবশ্যকীয় বিষয়ে অধৈর্য হওয়ার কী আছে?

তেরো. বিপদ হলো সীমিত সময়ের জন্য, যেন তা ঘটেইনি।[৪৭]

প্রিয় ভাই, যখন তোমার ধন-সম্পদ, দেহ বা প্রিয়জন বিপদাপদের শিকার হয়, তখন মনে কোরো, যিনি তা নির্ধারণ করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান; তিনি অনর্থক ও অযথা কোনো কাজ করবেন না এবং অহেতুক কোনো বিষয় নির্ধারণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা দয়াশীল, যার দয়া বান্দার জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তিনি বান্দার প্রতি দয়া করে দান করেন। অতঃপর দয়া করে শোকরের তাওফিক দেন। তিনি দয়া করে বিপদে ফেলেন। অতঃপর দয়া করে সবরের তাওফিক দেন। সুখ-দুঃখের চেষ্টাসমূহের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত অগ্রগামী এবং এগুলো আল্লাহ তাআলার রহমতের পশ্চাতে। তিনি আরও দয়া করেছেন, বিপদকে গুনাহ ও পাপ বিমোচনকারী এবং নেক ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানিয়ে।[৪৮]

---

৪৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৯

৪৮. আস-সবরু ওয়া আসারুহু, পৃষ্ঠা নং ৮

বিপদের কথা গোপন রাখা

মুসিবত ও বিপদাপদের কথা গোপন রাখা এবং এ ব্যাপারে অন্যদের অবহিত না করার ব্যাপারে সুন্দর একটি নববি নির্দেশনা রয়েছে। রাসুল ﷺ বলেন :

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ، وَالصَّدَقَةِ

'বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও সদাকার কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।'[৪৯]

মুসিবত গোপন রাখা সম্ভব হলে তা গোপন রাখা আল্লাহ তাআলার গোপন নিয়ামতের একটি। এটি রিজা বা সন্তুষ্টির গোপন রহস্য এবং উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা না থাকার প্রমাণ।

আহনাফ ﷺ বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি প্রায় চল্লিশ বছর হলো, কিন্তু আমি কারও সাথে তা আলোচনা করিনি।'[৫০]

আতা ﷺ-এর এক চোখে পানি জমেছে প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু তার পরিবারের কেউ তা জানতে পারেনি।[৫১]

আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। মুসিবতের ব্যাপারে আমাদের এতসব অভিযোগ যদি তিনি শুনতেন, তাহলে খুবই অবাক হতেন। বরং আমাদের কিছু লোক আছে, যাদেরকে সাধারণ অবস্থা ও সুস্থতার ব্যাপারে জানতে চাইলেও বিভিন্ন অভিযোগ তোলা শুরু করে এবং নিজেদের অবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। নিজের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এবং সন্তান ও পরিবারের বিষয়ও আলোচনা করতে থাকে। তার কথা শুনে মনে হবে, লোকটি জীবনেও কোনো কল্যাণ, নিয়ামত কিংবা সুখ দেখেনি। আল্লাহর শপথ, যদি রিজা বা সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে নিজের জীবনের প্রতি সে দৃষ্টি দিত, তবে সর্বক্ষেত্রেই নিজের চারদিকে সে কল্যাণের পরিবেষ্টন দেখতে পেত। দেখতে পেত তাকে সীমাহীন ও অগণিত নিয়ামত বেষ্টন করে রেখেছে।

---

৪৯. শুআবুল ইমান : ৯৫৭৪
৫০. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৯
৫১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৬

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَالْأَمْرَاضِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ بَثَّ فَلَمْ يَصْبِرْ

'বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধির কথা গোপন রাখা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করল না।'[৫২]

ইউনুস বিন জাইদ ﷺ রাবিয়া বিন আবু আব্দুর রহমান ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও বিপদমুক্ত অবস্থা একই হওয়া।'[৫৩]

বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুজানি ﷺ বলেন, 'সালাফে সালিহিনের যুগে বলা হতো, 'মুসিবতগ্রস্ত হওয়ার পর ঘরে বসে থাকাও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।'[৫৪]

খালিদ বিন আবু উসমান বলেন, 'সাইদ বিন জুবাইর ﷺ আমার সন্তানের মৃত্যুতে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসলেন। তিনি আমাকে দেখলেন, আমি মাথা ঢেকে তাওয়াফ করছি। তিনি বললেন, "এভাবে বিনয়ী হয়ে পড়া ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক।"'

প্রিয় ভাই, চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরা কিংবা অন্তরে দুঃখ পাওয়া ধৈর্যহীনতার পরিচয় নয়। ধৈর্যহীনতা হলো, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা।[৫৫]

---

৫২. শুআবুল ইমান : ৯৫৭৪

৫৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসয়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৪

৫৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৬

৫৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৬

সবরের আদব

সবরের একটি আদব হলো, বিপদের শুরুলগ্নেই সবর করা এবং দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সাথে সাথেই ধৈর্যধারণ করা। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

'সবর মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয়।'[৫৬]

আরেকটি আদব হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসংযত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, তবে ক্রন্দন করা বৈধ।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।'

নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত ক্রন্দন করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন :

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগবশত, যদিও তিনি সংবরণকারী ছিলেন।'[৫৭]

কাতাদাহ ﷺ বলেন, তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন। ফলে ভালো বৈ কোনো কথা তিনি বলেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ইয়াকুব ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ

---

৫৬. সহিহুল বুখারি : ১২৮৩

৫৭. সুরা ইউসুফ : ৮৪

'আমার অসহনীয় দুঃখ ও আমার বেদনা নিবেদন করছি আল্লাহরই কাছে।'[৫৮]

এ ছাড়াও কুরআনে তাঁর সবরকে 'সবরে জামিল' বা উত্তম সবর বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়।'

হাদিসে মারফুতে বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ بَثَّ فَلَمْ يَصْبِرْ

'যে বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে সবর করেনি।'[৫৯]

ইয়াকুব ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর এই দুঃখ ও ক্রন্দন সবর পরিপন্থী ছিল না। কারণ, তিনি নিজের অভিযোগ ও পেরেশানি কোনো মাখলুকের সামনে প্রকাশ করেননি। বরং শুধু আল্লাহ তাআলার কাছেই নিজের দুঃখ ও বেদনা নিবেদন করেছিলেন।[৬০]

বর্ণিত আছে যে, শুরাইহ ﷺ বলেন, 'যখন আমি বিপদাপন্ন হই, তখন চার বার আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কারণ, প্রথমত, আল্লাহ তাআলা চাইলে এর চেয়ে বড় বিপদ দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। দ্বিতীয়ত, বিপদে ধৈর্য ধরার তাওফিক দিয়েছেন। তৃতীয়ত, ইন্না লিল্লাহ পড়ার তাওফিক পেয়েছি, যার কারণে আমি সাওয়াবের আশা করতে পারছি। চতুর্থত, বিপদটি আমার দ্বীনের ওপর আসেনি।'[৬১]

সরব পরিপন্থী কাজ হলো, বিপদের কারণে কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, চেহারায় আঘাত করা, এক হাতের ওপর অপর হাত মারা, মাথা মুণ্ডানো এবং ধ্বংস কামনা করা।[৬২]

---

৫৮. সুরা ইউসুফ : ৮৬
৫৯. শুআবুল ইমান : ৯৫৭৪
৬০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৩
৬১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৯০
৬২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৫

সহিহ মুসলিমে উম্মে সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, "কোন বিপদাপন্ন মুমিন যদি আল্লাহর নির্দেশিত নিম্নের দুআটি পড়ে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বদলা দান করবেন :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন।"'[৬৩]

আল্লাহ তাআলা ইসতিরজা তথা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়াকে বিপদগ্রস্ত লোকের আশ্রয় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার মন্ত্র বানিয়েছেন।[৬৪]

বিপদাপন্ন ব্যক্তির জানা থাকতে হবে যে, ধৈর্যহীনতা মুসিবতকে প্রতিরোধ করতে পারে না; বরং তা দ্বিগুণ করে তোলে। বাস্তবতাও তাই বলে যে, ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা বিপদ বাড়িয়ে দেয়। স্মরণ রাখতে হবে, অস্থিরতার ফলে শত্রু আনন্দিত হয়, বন্ধু কষ্ট পায়, প্রতিপালক রাগান্বিত হন, শয়তানের মনোরঞ্জন হয়, প্রতিদান বিনষ্ট হয় এবং মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সবর করে প্রতিদানের আশা রাখলে শয়তান লাঞ্ছিত হয়, প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন, বন্ধু আনন্দিত হয়, শত্রু কষ্ট পায়, ভাইদের বোঝা হালকা হয় এবং তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আগেই সে অন্যদের সান্ত্বনা দিতে পারে। আর এটিই হচ্ছে, দ্বীনের ক্ষেত্রে অবিচলতা, যার দুআ রাসুল ﷺ করতেন। বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে (দ্বীনের) বিষয়ে অবিচলতা কামনা করছি।'[৬৫]

---

৬৩. সহিহ মুসলিম : ৯১৮
৬৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৬
৬৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪০৭

আর এটিই হচ্ছে সবরের পূর্ণতা। চেহারায় আঘাত করা, জামা ছেঁড়া, ধ্বংস ও অধঃপতন ডাকা কিংবা তাকদিরের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা সবরের পরিপন্থী।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তি বিপদে পড়ার প্রথম দিনেই তা (সবর) করে, যা অজ্ঞরা বহুদিন পরে করে। যে ব্যক্তি সম্মানিত লোকদের ন্যায় সবর করে না, সে বিপদ কেটে যাওয়ার পর চতুষ্পদ জন্তুদের মতো স্বস্তি অনুভব করা ছাড়া কোনো প্রতিদান পায় না।'[৬৬]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ বলেন, 'একলোক ইয়াজিদ বিন ইয়াজিদের নিকট আসলো। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন এবং তাঁর ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। লোকটি বলল, "আপনার ছেলে মারা যাচ্ছে, আর আপনি সালাত আদায় করছেন!?" তিনি বললেন, "যখন কেউ নিয়মিত কোনো আমলে অভ্যস্ত হয়, তবে তা কোনোদিন ছুটে গেলে তার আমলের ক্ষতি হয়।"'[৬৭]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ এক সন্তানহারা মাকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর নিকট প্রতিদানের আশা রাখুন এবং ধৈর্যধারণ করুন।' তখন মহিলা বলল, 'সন্তানের বিপদের চেয়ে আমার কাছে বড় বিপদ হলো, ধৈর্যহীন হয়ে তার বিনিময় নষ্ট করে ফেলা।'[৬৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'সকল ইমামের ঐকমত্যে বিপদের সময় সবর করা ওয়াজিব, তবে রিজা বা বিপদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য রয়েছে।'[৬৯]

সবর ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী কতিপয় বিষয় হলো : বিপদ প্রকাশ করা, বন্ধুদের সাথে বা অন্য কারও সাথে বিপদের ব্যাপারে আলোচনা করা ইত্যাদি। তবে প্রিয় কেউ মারা গেলে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া যাবে। কারণ, এর মাধ্যমে বিপদ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় না; বরং

---

৬৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৭

৬৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৪

৬৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৪

৬৯. মাজমূউল ফাতাওয়া : ১১/২৬০

তার জন্য দুআ করা ও জানাজায় শরিক হওয়ার প্রতি আহ্বান করা হয়, যা ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এতে বরং ওই ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হবে।[৭০]

শাকিক আল-বলখি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বিপদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও কাছে অভিযোগ করে, সে কখনো হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারে না।'[৭১]

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষ যে কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তা আত্মার জন্য হাপরের ন্যায় এবং ইমানের জন্য কষ্টিপাথরের মতো। এর মাধ্যমেই সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> 'আর এদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের আমি ইতিপূর্বে অবশ্যই পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন, কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'[৭২]

বিপদ মানুষকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, মুমিন ও মুনাফিক এবং ভালো ও মন্দের কাতারে ভাগ করে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বিপদের সময় সবর করবে, তার জন্য তা রহমত হয়ে যাবে এবং সে এর মাধ্যমে এর চেয়েও বড় বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সবর করবে না, সে এর চেয়েও ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবে।[৭৩]

সাবিত ﵀ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন মুতরিক কোনো বিপদে পতিত হলে তাকে অসংলগ্ন কিছু করতে দেখা যায়নি।'[৭৪]

---

৭০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৬
৭১. মিনহাজুল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ৩০১
৭২. সুরা আল-আনকাবুত : ৩
৭৩. ইগাসাতুল লাহফান : ২/১৬২
৭৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৪

আলি বিন আবি তালিব ﵁ বলতেন, 'আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও তাঁর হক চেনার লক্ষণ হলো, তুমি স্বীয় ব্যথার ব্যাপারে অভিযোগ করবে না এবং নিজের বিপদের কথা আলোচনা করবে না।'[৭৫]

এক লোক ইমাম আহমাদ ﵀-কে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেমন অনুভব করছেন, হে আবু আব্দুল্লাহ?' তিনি বললেন, 'ভালো ও সুস্থ অনুভব করছি।' সে বলল, 'গতরাতে না আপনি জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে "সুস্থ আছি" বললাম, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমাকে অপছন্দনীয় বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ো না।'[৭৬]

এখানে লক্ষ করো, আহমাদ ﵀ অসুস্থতার ব্যাপারে আলোচনা করা কিংবা তা প্রকাশ করা অপছন্দ করলেন। কারণ, তিনি অসুস্থতার ব্যাপারটি গোপন রাখতে চাইতেন। কীভাবে একজন বান্দা তার মতো আরেকটি মাখলুকের কাছে নিজের রবের ফয়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে? অবশ্য কেউ যদি বিপদ থেকে মুক্তিলাভের দিক-নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপত্র নেওয়ার জন্য কারও নিকট নিজের বিপদের কথা প্রকাশ করে, তা সবরের পরিপন্থী হবে না।

উমর বিন খাত্তাব ﵁ আবু মুসা আশআরি ﵁-এর নিকট চিঠি লিখলেন, 'তোমার জন্য সবর আবশ্যক। জেনে রেখো, সবর দুই প্রকার, যার একটি অপরটির চেয়ে উত্তম। বিপদের সময় সবর করা উত্তম। আর আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, তা থেকে সবর করা সর্বোত্তম।'[৭৭]

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের যেসব বিপদ দিয়ে থাকেন, সেগুলোর দিকে গভীরভাবে তাকালে একটি সূক্ষ্ম বিষয় তুমি দেখতে পাবে। সেটি হলো, বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে এমন মর্যাদা ও সম্মানের দিকে নিয়ে যান, বিপদাপদ ও পরীক্ষার পুল পাড়ি দেওয়া ব্যতীত যাতে পৌঁছা সম্ভব নয়। যেমন পুলসিরাত অতিক্রম করা ব্যতীত জান্নাতে পৌঁছা সম্ভব নয়, তেমনই বিপদাপদ ও পরীক্ষার পুল অতিক্রম করা ছাড়া সেই

---

৭৫. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৯
৭৬. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৯
৭৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৬৫

বিশেষ মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেসব বিপদাপদের আমরা সম্মুখীন হই, সেগুলো বাহ্যিকভাবে বিপদ মনে হলেও আসলে সেগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত। এভাবেই আল্লাহর অনেক নিয়ামত ও অনুগ্রহ আমাদের কাছে বিপদ ও পরীক্ষার আকৃতিতে আসে।[৭৮]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, 'মৌলিক নিয়ামত তিনটি : ১. ইসলাম, যা ব্যতীত কোনো নিয়ামতই পূর্ণতা লাভ করে না। ২. সুস্থতা ও নিরাপত্তা, যা ব্যতীত জীবন সুখময় হয় না। ৩. সচ্ছলতা, যা ব্যতীত জীবনমান পূর্ণতা লাভ করে না।'[৭৯]

যদি তুমি নিজের প্রতি ও নিজের পার্শ্ববর্তী লোকদের প্রতি তাকাও, তখন তোমার ভেতর বাহ্যিক (সুখ-সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা ইত্যাদি) ও অভ্যন্তরীণ (বিপদাপদ) আল্লাহ তাআলার অনেক নিয়ামত দেখতে পাবে। ফলে তুমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য হবে।

আব্দুল মালিক বিন ইসহাক ﵀ এমন এক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, সে অবস্থা থেকে আমাদের কেউই বাইরে নয়। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষ হয়তো সুখের মাধ্যমে পরীক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ তার শোকরের পরীক্ষা হচ্ছে। নয়তো বিপদে আছে। অর্থাৎ তার সবর কেমন তা দেখা হচ্ছে।'[৮০]

বিপদ ও মুসিবত মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট কিছু দিন এবং কিছু মুহূর্তের জন্য আসে। অতঃপর তা কেটে যায়।

মুহাম্মাদ বিন শুবরুমা ﵀ যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত হতেন, তখন বলতেন, 'এ যে গ্রীষ্মকালীন মেঘ, কিছুক্ষণ পরেই চলে যাবে।'[৮১]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। কারণ তিনি আমাদের অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন এবং আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা করেছেন। ইবনে আবিদ্দুনিয়া ﵀ উল্লেখ করেন যে, দাউদ ﵇ বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার

---

৭৮. মিফতাহু দারিস সাআদাহ, পৃষ্ঠা নং ২৯৯
৭৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৮১
৮০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭২
৮১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫

ওপর আপনার সবচেয়ে ছোট নিয়ামতের ব্যাপারে আমাকে জানান।' আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, 'হে দাউদ, একটি নিশ্বাসের পর আরেকটি নিশ্বাস নিতে পারা তোমার প্রতি আমার সবচেয়ে ছোট নিয়ামত।'[৮২]

নিয়ামত ও দানের পূর্ণতার ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِنَّ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَوْزٌ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ

'নিয়ামতের পূর্ণতা হলো, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা এবং জান্নাতে প্রবেশ করা।'[৮৩]

ইবনে আবিল হাওয়ারি বলেন, 'আমি আবু মুআবিয়া ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহর কোন নিয়ামতটি সর্বশ্রেষ্ঠ, যাতে আমরা এর স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি?" তিনি বললেন, "অনুগ্রহকারীর উচিত অনুগৃহীতের ওপর স্বীয় অনুগ্রহকে পূর্ণতা দান করা। আর আল্লাহ তাআলা এই কাজের অধিক হকদার যে, তিনি আমাদের ওপর তাঁর নিয়ামতগুলোকে পরিপূর্ণ করবেন এবং এমন আমলের তাওফিক দেবেন, যা তিনি কবুল করবেন।"'[৮৪]

হিলাল বিন ইয়াসাফ ﷺ বলেন, 'একদা আমরা আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। সেখানে বালা-মুসিবত সম্পর্কে আলোচনা উঠল। জনৈক গ্রাম্য লোক বলল, "আমি জীবনে কখনো অসুস্থ হইনি।" তার কথা শুনে আম্মার ﷺ বললেন, "তুমি তো তাহলে আমাদের মধ্য থেকে নও। কারণ, মুসলিমদের তো বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয় এবং এতে তার দেহ থেকে গুনাহগুলো গাছের পাতা ঝরার মতো করে ঝরে পড়ে। তদুপরি, কাফিররা রোগে আক্রান্ত হয়। তবে তারা উটের মতো—ছেড়ে দিলেও জানে না, কেন ছাড়া হলো; বেঁধে রাখলেও বুঝতে পারে না, কেন বেঁধে রাখা হলো।"'[৮৫]

আল্লাহ তাআলার এই অশেষ রহমত ও অনুগ্রহের জন্য শোকর আদায় করছি। যে রহমতের কথা আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেছেন :

---

৮২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৬
৮৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২০৫৬
৮৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
৮৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৪

إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها

‘জ্বরের কারণে গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমনভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।’[৮৬]

আয়িশা ﵂-থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَطَايَاهُ كُلِّهَا بِحُمَّى لَيْلَةٍ

‘আল্লাহ তাআলা একরাতের জ্বরের কারণে মুমিনের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন।’[৮৭]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ﵀ বলেন, ‘সাহাবিগণ একরাতের জ্বরের বিনিময়ে অতীতের সকল গুনাহ মাফের আশা রাখতেন।’[৮৮]

প্রিয় ভাই, আমরা বিপদকে অপছন্দ করি এবং তার আগমনে কষ্ট অনুভব করি। অথচ বিপদ এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে বিচারকদের বিচারক ও মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

মারুফ কারখি ﵀ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা বান্দাকে রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করেন। সে যখন বন্ধুবান্ধবদের তার অভিযোগ করে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম, আমি তোমাকে রোগ-যন্ত্রণায় শুধু এ জন্য আপতিত করেছি যে, তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে তুলব। অতএব তুমি অভিযোগ করো না।”’[৮৯]

কাব ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়লে দামেশকের কিছু লোক তাঁকে দেখতে এল। তারা জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন বোধ করছেন, হে আবু ইসহাক?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ভালো। শরীরকে গুনাহে ধরেছে, এখন শরীরের মালিক চাইলে আজাব

---

৮৬. হাদিসটি এ ইবারতে আমি পাইনি; তবে এর সমর্থনে অনেক হাদিস আছে। –সম্পাদক
৮৭. শুআবুল ইমান : ৯৪০০
৮৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৬
৮৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২২

দেবেন, চাইলে রহমত করবেন। আর যদি চান, পাপমুক্ত করে নতুনভাবে শরীরটাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেটাও তিনি করতে পারেন।'[৯০]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﵀ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত মুসিবতকে নিয়ামত জ্ঞান করতে পারবে না এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মুসিবত জ্ঞান করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ফকিহ হতে পারবে না। কারণ, মুসিবতের পর সুখের আগমন ঘটে এবং সুখের পর মুসিবতের আগমন ঘটে।'[৯১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

'তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক, তোমাদের সবরের কারণে।'

ফুজাইল ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেছেন, তা মানার মাধ্যমে সবর করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করেছেন।'[৯২]

বকর বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'আমি আমার এক ভাইকে বললাম, "আমাকে নসিহত করুন।" তিনি বললেন, "জানি না আমি কী বলব, তবে বান্দার উচিত আল্লাহর হামদ ও ইসতিগফারে শিথিলতা না করা। কারণ, বান্দা সব সময় নিয়ামত ও গুনাহের মাঝে ডুবে থাকে। নিয়ামতের জন্য চাই হামদ ও শোকর আর গুনাহের জন্য চাই তাওবা ও ইসতিগফার।"'[৯৩]

আদম-সন্তান নিয়ামত ও গুনাহের মাঝে অবস্থান করছে। আর হামদ ও শোকর ব্যতীত নিয়ামত ঠিক থাকে না এবং তাওবা ও ইসতিগফার ব্যতীত গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ হয় না। অনেকের ধারণা মুসিবত বলতে শুধু প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলা কিংবা কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুকেই বোঝায়। এবং অনেক সময় বড় ধরনের কোনো রোগ কিংবা ভীতিকর কোনো দুর্ঘটনাকেও বিপদ মনে করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিয়ামত প্রতিটি বস্তুর ওপরই ছেয়ে আছে।

---

৯০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৮
৯১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২২
৯২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৭
৯৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৭

এমনকি মুমিনের শরীরে বিদ্ধ হওয়া একটি কাঁটাতেও তার জন্য সাওয়াবের অংশ রয়েছে।

সহিহাইনে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'[৯৪]

হে ভাই, তোমার বিপদে সবর করার মাধ্যমে প্রতিদান অন্বেষণ করো। সুতরাং যখন সামান্য কষ্টও পাও, তখন বলো, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এবং আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করো, যিনি আমাদের এই ফজিলত ও অনুগ্রহ (সামান্য বিপদেও বিনিময় দেওয়া) দান করলেন।

শুমাইত বিন আজলান ﵀ বলতেন, 'সুস্থতা ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণির লোকের মূল চরিত্রকে ঢেকে রাখে। যখন বিপদ আসে, তখন উভয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। প্রকৃত মুমিনের নিকট যখন বিপদ এসে তার সম্পদ, সেবক ও বাহনের অনিষ্ট সাধন করে; ফলে সে পরিতৃপ্তির পর ক্ষুধার্ত হয়ে যায়, বাহনে চড়ার পর হেঁটে চলে এবং সেবা গ্রহণের পর নিজেই সেবক হয়ে যায়—তখন সে সবর করে এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পরীক্ষা করেন। আর আমার কাছে কিয়ামতের দিনের হিসাবের চেয়ে এ পরীক্ষা অনেক সহজ। আর যখন পাপীর নিকট বিপদ এসে তার ধন-সম্পদ, সেবক ও বাহন বিনষ্ট করে, তখন সে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়ে এবং বলে, "আমি ধৈর্য ধরার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।" এ জন্য বিপদে ধৈর্য ধরার ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। জীবনের মিষ্টতা, তিক্ততা; সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা—সবকিছু মেনে চলার ওপর নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।'[৯৫]

---

৯৪. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪১, সহিহু মুসলিম : ২৫৭২

৯৫. সিফাতুস সাফওয়া : ৩/৩৪৬

জনৈক মুহাজির সাহাবি এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তাকে বললেন, 'রোগীর জন্য চারটি পুরস্কার রয়েছে : ক. তার থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়। খ. সুস্থাবস্থায় যে আমল সে করত, তা রোগের সময়েও আমলনামায় যোগ হতে থাকে। গ. রোগ-ব্যাধি তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে গুনাহসমূহ মুছে ফেলে। ঘ. অসুখ থেকে সেরে উঠলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জীবনযাপন করে; আর মৃত্যুবরণ করলে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে কবরে যায়।' এ শুনে অসুস্থ লোকটি বলে উঠল, 'হে আল্লাহ, আমি যদি রোগশয্যা থেকে কখনো না উঠতাম!' [৯৬]

বসরায় একজন ইবাদাতগুজার মহিলা ছিল, যে বিপদাক্রান্ত হলে অধৈর্য হতো না। লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'যখনই আমি কোনো বিপদে পতিত হই, তখন জাহান্নামকে স্মরণ করি; ফলে আমার চোখে বিপদটি মাছির চেয়েও হালকা মনে হয়।'[৯৭]

আহমাদ বিন হাতিম বলেন, 'আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, উরওয়া বিন জুবাইর ﵀-এর এক পা কেটে ফেলার পর তিনি বলতেন, "তোমার (পা কে উদ্দেশ্য করে) ব্যাপারে আমার মনে যে বিষয়টি সান্ত্বনা দান করে তা হলো, আমি কখনো তোমাকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় ব্যবহার করিনি।"'[৯৮]

একদা দাউদ আত-তায়ি ﵀-এর শয্যাগৃহে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে দেখল, তিনি বিছানায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন; উঠে বসতে পারছেন না। সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। তিনি বললেন, 'থামো! এ ব্যাপারে কাউকে বলবে না। চার মাস হয়ে গেল আমি এভাবে পড়ে আছি। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি।'[৯৯]

---

৯৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৩

৯৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪০

৯৮. আল-ওয়ারা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া : ৯৬

৯৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৭

মুসলিম ভাই আমার,

অজ্ঞরা মানুষের কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু এটি অভিযোগকারী এবং তা শ্রবণকারীর চরম মূর্খতা। কারণ, যদি সে তার রবকে চিনত, তবে তাঁর কৃত ফয়সালার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করত না; আর যদি মানুষকে চিনত, তবে তাদের নিকটও অভিযোগ করত না।[১০০]

জনৈক সালাফ বলেন, 'আমি অধিকাংশ মানুষকে দেখি যে, বিপদ আসায় তারা এতটাই বিরক্ত বোধ করে, যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। কেমন যেন তারা জানেই না যে, দুনিয়াকে বিপদাপদের ওপরই রাখা হয়েছে। এখানে সুস্থ লোক তো অসুস্থতারই অপেক্ষা করে। যুবক বার্ধক্যের অপেক্ষা করে এবং অস্তিত্ববান বস্তু তার অস্তিত্বহীনতারই প্রহর গোনে।'

কবি বলেন :

على ذا مضى الناس اجتماعٌ وفرقةٌ * وميتٌ ومولودٌ وبشرٌ وأحزانُ

'মানুষের জীবন চলছে মিলন ও বিচ্ছেদ, জন্ম ও মৃত্যু, সুসংবাদ ও বেদনার ওপর দিয়ে।'

অতঃপর তিনি বলেন, 'আমার জীবনের মালিকের শপথ, বিরক্তিকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি মরণ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতিই আকৃষ্ট। তবে এতে বাড়াবাড়ি করা, যেমন : কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মুখ চাপড়ানো এবং তাকদিরের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে ছুটে যাওয়া জিনিস ফিরে আসবে না। কিন্তু এটি লোকের ধৈর্যহীনতার পরিচয় বহন করে এবং মন্দ পরিণাম ডেকে আনে।'[১০১]

ইবনে আবু নুজাইহ ﵀ কোনো এক খলিফাকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লিখে পাঠান, 'আল্লাহকে যে যথাযথভাবে চিনে, সে আল্লাহর কাছেই এমন অনুগ্রহ ও নিয়ামতের আশা রাখে, যা স্থায়ী। আর জেনে রাখুন, বিগত সময়ে আপনার

১০০. আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং ১১৪
১০১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৩

ওপর দিয়ে যা বয়ে গেছে, তার প্রতিদান আপনার জন্য বাকি থাকবে। আরও জেনে রাখুন, বিপদের সময় সবর করার বিনিময়ে সবরকারী যে প্রতিদান পাবে, তা বিপদমুক্ত থাকার নিয়ামতের চেয়ে হাজারগুণ বেশি উত্তম।'[১০২]

কুরআনের বাণী (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) এর ব্যাখ্যায় হিব্বান বিন আবু জাবালা ﵀ বলেন, 'আয়াতে "সবরে জামিল" বা উৎকৃষ্ট সবর বলতে এমন সবর বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের অভিযোগ করা হয়নি।'[১০৩]

---

১০২. আল-ইহইয়া : ৪/৭৭

১০৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৭

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা

সবরের মর্যাদা অনেক এবং এর স্থান বহু উর্ধ্বে। আলি বিন আবি তালিব ﷺ বলেন, 'মনে রেখো, ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়। যদি মাথা কেটে যায়, তবে দেহ অকেজো হয়ে পড়ে।' অতঃপর তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'জেনে রেখো, যার সবর নেই, তার ইমান নেই।'[১০৪]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'আমরা জীবনের সুখ পেয়েছি সবরের মাধ্যমে।'[১০৫]

সালমান আল-ফারসি ﷺ বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তা হারাতে শুরু করল। তখন সে আল্লাহর শোকর আদায়ে আত্মনিয়োগ করল। এভাবে একদিন সে সবকিছু হারিয়ে বসল। এমনকি অবশেষে একটি চাটাই ছাড়া তার কিছুই রইল না। তারপরেও সে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। এদিকে অপর এক ব্যক্তিও প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করল। সে প্রথম ব্যক্তিকে বলল, "তুমি কীসের কারণে আল্লাহর প্রশংসা করছ?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল, "আমি সেই নিয়ামতের প্রশংসা করছি, যা কখনো কেউ হারানোর কথা চিন্তাও করে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, "কী সেই নিয়ামত?" প্রথমজন বলল, "চোখ, জিহ্বা, হাত-পা ইত্যাদি।"'[১০৬]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ একদা এক অন্ধ লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে অন্ধত্বের সাথে সাথে কুষ্ঠরোগী ও বিকলাঙ্গও ছিল, তবে তার চেহারায় সন্তুষ্টির উজ্জ্বলতা ঝিলিক মারছিল। সে বলছিল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে নিয়ামত দান করেছেন।' তখন ওয়াহাব ﷺ-এর সাথে থাকা এক লোক তাকে বলল, 'তোমার ওপর আল্লাহর এমন কোন নিয়ামতটি আছে, যার কারণে তুমি আল্লাহর প্রশংসা করছ?' তখন লোকটি বলল, 'নগরবাসীর দিকে তোমার দৃষ্টি ফেরাও। দেখো, কত মানুষ বাস করে এখানে। তাদের অনেকেই আল্লাহকে চিনে না। তো আমি কি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করব না যে, আমি আল্লাহকে চিনি, অথচ অধিক সংখ্যক মানুষ তাঁকে চিনে না?'[১০৭]

---

১০৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
১০৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
১০৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ২৯৪
১০৭. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৮১

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'যে অনুসন্ধান করে, সে পায়। আর যে কঠিন সময়ে সবর করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে না রাখে, সে বিপদের সময় সবর করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।'[১০৮]

প্রিয় ভাই, জেনে রেখো, যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন এবং আরোগ্য দানের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সবর করো। সবর করা একটু কঠিন ও কষ্টকর হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

স্মরণ রাখতে হবে, যদি দুনিয়াতে বিপদাপদ ও পরীক্ষা না থাকত, তবে মানুষ আত্মগরিমা, অহমিকা, অহংকার এবং হৃদয়ের কাঠিন্য ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে যেত, যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হতো। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার রহমতের দাবি ছিল, তিনি বান্দাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবেন। যেন এই বিপদগুলো উপরোক্ত ব্যাধিসমূহ নির্মূলের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহকারী হয়, তাদের ইবাদত হয় নিষ্ঠাপূর্ণ এবং মুক্ত থাকতে পারে ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো থেকে। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার, যিনি বিপদের মাধ্যমে দয়া করেন এবং নিয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। যেমন বলা হয় :

قد يُنعمالله بالبلوى وإن عظمت * ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

'কখনো এমন হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ হিসেবে বান্দাকে বিপদ দিয়ে থাকেন। যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হয়। আবার কখনো অনেক লোককে নিয়ামত দান করেন বিপদ হিসেবে।'[১০৯]

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে চিকিৎসা না করতেন, তবে জমিন অবাধ্যতা, নাফরমানি, হঠকারিতা এবং জোর-জুলুমে ছেয়ে যেত এবং ফাসাদে ভরে যেত। মানুষের স্বভাবগত চাহিদা হলো, যখন তার জন্য আদেশ-নিষেধ, সুস্থতা ও অবসর থাকবে এবং

---

১০৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১৮১

১০৯. মাওয়ারিদুজ জামআন : ২/৭৫

ভীতিপ্রদর্শন ব্যতীত কোনো শরয়ি বিধান দেওয়া হবে, তখন পূর্ববর্তী জাতির সাথে কী হয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও তারা জমিনে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। এর সাথে যদি তাদের কোনো বিপদাপদ ছাড়াই রেখে দেওয়া হয়, তবে তাদের অবস্থা কেমন হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করেন এবং বিপদের ওষুধ সেবন করিয়ে ধ্বংসাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত করেন। অবশেষে তাকে স্বচ্ছ এবং পূত-পবিত্র করে দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা 'উবুদিয়্যাত' বা গোলামির উপযুক্ত করে তোলেন এবং দান করেন আখিরাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা তথা আল্লাহ তাআলার দিদার।[১১০]

আবু দারদা ﷺ আমাদের তিনটি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন, যা দুর্বল করে দেয় মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিকে এবং সহায়তা করে স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে। তিনি বলেন, 'আমি এমন তিনটি জিনিসকে ভালোবাসি, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ অপছন্দ করে : দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি এবং মৃত্যু। দারিদ্র্যকে ভালোবাসি, কারণ তা রবের সামনে বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। মৃত্যুকে ভালোবাসি, কারণ, রবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মৃত্যুই একমাত্র পন্থা। এবং রোগ-ব্যাধিকে ভালোবাসি, কারণ রোগ-ব্যাধি পাপরাশি মুছে দেয়।'[১১১]

জনৈক সালাফ বলেন, 'তিনটি জিনিসের মাধ্যমে মানুষের বিবেকের পরীক্ষা করা হয় : অধিক সম্পদ, বিপদাপদ ও ক্ষমতা।'[১১২]

ইয়াজিদ বিন মাইসারা ﷺ বলেন, 'বান্দা রোগে আক্রান্ত হলো। এদিকে আল্লাহর কাছে তার কোনো উত্তম আমল নেই। তখন আল্লাহ তাকে অতীতের কোনো গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে মাছির মাথা পরিমাণ হলেও অশ্রু বের হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুস্থ করলে সে গুনাহ থেকে পবিত্র অবস্থায় সুস্থ হয় কিংবা মৃত্যু দান করলে গুনাহ থেকে পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।'[১১৩]

---

১১০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৪
১১১. আস-সিয়ার : ২০/১৪৯
১১২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭
১১৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৫০

বান্দা নিজের গুনাহের কারণেই বিপদে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

'আর তোমাদের কাছে যে বিপদ পৌঁছায়, তা তোমাদের হাতেরই কামাই এবং তিনি অনেক কিছু (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।'[১১৪]

মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﵀-এর ওপর যখন ঋণের বোঝা চেপে বসল, তখন তিনি পেরেশান হয়ে বললেন, 'এটি আমার সেই গুনাহের ফল, যা আমি চল্লিশ বছর পূর্বে করেছি।'[১১৫]

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অন্যথায় যদি আমাদের সকল গুনাহের কারণে বিপদ দিতেন, তখন মুসিবতের পরিমাণ অনেক বেশি হতো।

প্রিয় মুসলিম ভাই, দুনিয়ার এ জীবনে আসা বিভিন্ন বিপদাপদে বান্দার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত নয়। দলিল ও বুদ্ধির বিচারে বোঝা যায়, দুনিয়া বিপদাপদের একটি হাসপাতাল। দুনিয়াতে স্বাদ-উপভোগের কিছুই নেই আসলে। যা দেখা যায়, তা ভেজালমিশ্রিত। দুনিয়ার যা কিছুকে পানীয় মনে করা হয়, তা মূলত মরীচিকা। তার ভবনগুলো যদিও দেখতে সুন্দর, তবে তা ধ্বংসশীল। দুনিয়াতে যা সঞ্চয় করা হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। যে দুনিয়ার প্লাবনে ডুব দেয়, সে যেমন ভিজে যাওয়া থেকে মুক্ত নয়, তেমনই যে পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেও ভয়মুক্ত নয়। সুতরাং বিস্ময় ওই ব্যক্তির জন্য, যার হাত সাপের ঝুড়িতে কিন্তু সে দংশন অস্বীকার করছে। এর চেয়েও বেশি বিস্ময় ওই ব্যক্তির জন্য, যে অনিষ্টের ব্যাপারে সীল মারা ব্যক্তির কাছে কল্যাণ অন্বেষণ করছে।

প্রিয় ভাই,

طُبعت على كدرٍ وأنت تريدها * صفواً من الأقذاء والأكدار

---

১১৪. সুরা আশ-শুরা : ৩০

১১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৭১

'দুনিয়ার প্রকৃতিই হলো নোংরা, তবুও তুমি তাকে পেতে চাও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন।'

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'যদি দুনিয়া পরীক্ষার হল না হতো, তবে রোগ-ব্যাধি ও পঙ্কিলতার লেশমাত্রও থাকত না এবং সংকীর্ণতার মাঝেও কাটত না নবি-রাসুল ও নেককারদের জীবন। কিন্তু পরীক্ষা সহ্য করে দুনিয়াতে এসেছেন আদম ﷺ, তিনশ বছর যাবৎ ক্রন্দন করেছেন নুহ ﷺ, ইবরাহিম ﷺ আগুনে নিক্ষেপিত হয়েছেন এবং নিজ হাতে সন্তান জবাইয়ের পরীক্ষা দিয়েছেন, ক্রন্দন করতে করতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন ইয়াকুব ﷺ, মুসা ﷺ ফিরআওনের অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং নিজ কওমের পক্ষ থেকে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। ইসা ﷺ-এর কষ্টকর এ জীবনে বনাঞ্চলই ছিল আশ্রয়স্থল। মুহাম্মাদ ﷺ দারিদ্র্যকে সহ্য করেছেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চাচা হামজা ﷺ নিহত হয়েছেন এবং স্বজাতি তাঁর থেকে দূরে সরে গেছে। এ ছাড়াও আরও অনেক নবি-রাসুল ও আল্লাহর অলিগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, যাঁদের আলোচনার জন্য দীর্ঘ কলেবর দরকার। যদি দুনিয়াকে ভোগবিলাসের জন্যই সৃষ্টি করা হতো, তবে মুমিনদের জীবনে এত কষ্ট থাকত না।'[১১৬]

শাকিক আল-বালখি ﷺ বলেন, 'আব্দুল আজিজ বিন উবাইয়ের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার বিশ বছর পর্যন্ত তার পরিবার ও সন্তানদের কেউ সে ব্যাপারে জানত না। একদিন তার ছেলের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো, সে বলল, "বাবা, আপনার দৃষ্টিশক্তি কি নষ্ট হয়ে গেছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বিশ বছর আগেই আল্লাহ তাআলা তোমার বাবার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে গেছেন, তবে তাঁর এ ফয়সালার ওপর আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট।"'[১১৭]

আলি বিন হাসান ﷺ বলেন, 'জনৈক ব্যক্তির শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং বাকি অংশেও রুহ ব্যতীত কিছু বাকি ছিল না। এভাবে অসহায় অবস্থায় সে একটি ছিদ্রযুক্ত খাটের ওপর শুয়ে থাকত। একদিন এক ব্যক্তি তার নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল, "হে আবু মুহাম্মাদ, তোমার সকাল

---

১১৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩১
১১৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৯১

কীভাবে কাটল?" সে বলল, (সকাল কীভাবে কাটল, তা নিয়ে আমার তেমন কিছু যায় আসে না। কারণ,) "মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর কাছে আমি শুধু এটুকু চাই যে, তিনি আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দেবেন।"'[১১৮]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

মূল্যবান একটি পুণ্য হলো, মুসিবত এমনভাবে গোপন রাখা, যাতে অন্যদের ধারণা হয় যে, তুমি কখনো বিপদগ্রস্ত হওনি। আমরা আল্লাহর কাছে এর উত্তম তাওফিক কামনা করছি। তাওফিকপ্রাপ্ত মুমিন হলো সে, যে মুসিবতকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নেয় এবং মনে করে যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, অন্য কোনো সৃষ্টির পক্ষ থেকে নয় এবং সে এটি যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করে।[১১৯]

ধৈর্যের পূর্ণতা হলো, রোগব্যাধিসহ সকল মুসিবত গোপন রাখা, তবে নেকের রত্নভান্ডার হলো, মুসিবত, ব্যথা-বেদনা ও সদাকা গোপন রাখা।[১২০]

হাসান বিন আরাফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বিপদাক্রান্ত হওয়ার পর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আমি (বিপদের ক্ষেত্রে) নবিগণের স্তরে উপনীত হয়েছি।" তিনি বললেন, "চুপ করো, কারণ, আমি লোকদেরকে তাদের দ্বীন বিক্রি করতে দেখেছি এবং আমার সাথে থাকা আলিমদেরকে (কুরআন মাখলুক কি না এ ব্যাপারে) প্রথমে সঠিক মত ব্যক্ত করে পরে (ভুল মতের প্রতি) ঝুঁকে পড়তে দেখেছি।" আমি বললাম, "তবে আমি কে এবং আমি কীসের ওপর আছি? এবং আগামীকাল যখন আমি আমার রবের সামনে দণ্ডায়মান হবো, তখন আমি কী বলব?" তিনি বললেন, "অন্যদের ন্যায় তুমিও তোমার দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছ।" এরপর তিনি বলেন, "আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে তরবারি ও বেতের আঘাতকেই গ্রহণ করে নিয়েছি। যদি মরে যাই, তবে আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাব এবং তাঁকে বলব, "আমাকে আপনার একটি সিফাত

---

১১৮. সিফাতুস সাফওয়া : ৪/২৮৭

১১৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪

১২০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৭৮

বা গুণকে সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলিনি। এখন চূড়ান্ত ফয়সালা আপনারই হাতে, যদি চান শাস্তি দেবেন, অন্যথায় দয়া করবেন।" আমি বললাম, "আপনি কি তাদের বেত্রাঘাতে যন্ত্রণা অনুভব করেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি বিশটি পর্যন্ত অবিচল ছিলাম, কিন্তু তারপর কি হয়েছে জানি না। যখন আমার হুঁশ ফিরে এল, তখন কেমন যেন মনে হচ্ছিল, আমি কোনো ব্যথাই পাইনি এবং আমি জোহরের সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করেছি।" হাসান ﷺ বলেন, "আমি কাঁদতে শুরু করলে তিনি বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" আমি বললাম, "আপনার ওপর কীরূপ কঠিন বিপদ আপতিত হয়েছে, তা ভেবে কাঁদছি।" তিনি বললেন, "বিপদ যত কঠিনই হোক, আমি তো আর সত্যকে অস্বীকার করতে পারি না। এতে আমার মৃত্যুই এসে যাক, তা আমি পরোয়া করি না।"'[১২১]

আহমাদ ﷺ-এর ব্যাপারে শাবিক আত-তায়িব ﷺ বলেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-কে এমন জোরে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল যে, যদি তা একটি হাতির ওপর করা হতো, হাতিটি নির্ঘাত মারা পড়ত।'[১২২]

এই ছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ, যিনি সবরের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছেন। তিনি এমনই ছিলেন, যেমনটা বলেছেন আওন বিন আব্দুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেন, 'যে কল্যাণের সাথে অকল্যাণের কোনোরূপ মিশ্রণ নেই, তা হলো সুস্থতা ও নিরাপত্তার সময় শোকর করা এবং মুসিবতের সময় সবর করা।'[১২৩]

অথচ এখনকার সময়ে প্রথমটি হারিয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টি হয়ে গেছে দুর্বল। বর্তমানে অনেক মানুষই কাজ-কর্ম ও কথাবার্তায় শোকর আদায় ভুলে গেছে এবং অনেক মানুষই বিপদ আসলে এতটা বিরক্ত হয় যে, মনে হয় এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নয়। অথচ আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা বিপদ ও পরীক্ষার ওপর সবর করা অপরিহার্য।

---

১২১. তাবাকাতুল হানাবিলা : ১/১৪০
১২২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১১/২৯৫
১২৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪

উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, 'সবর ও শোকর এমন দুটি উটের মতো, যার উভয়টিতে উঠতে আমি দ্বিধা করি না।'[১২৪]

সাইদ আল-জারিরি ﵀ হজ থেকে ফিরে এসে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের সফরে এই এই অনুগ্রহ করেছেন। অতঃপর বললেন, 'নিয়ামত গণনা করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত।'[১২৫]

উমারা বিন সাইদ বিন ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সালমান ﵁-এর সাথে তাঁর কিন্দাগোত্রীয় এক বন্ধুকে অসুস্থতার সময় দেখতে গেলাম। সালমান ﵁ তাকে বললেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করে তাকে কষ্টে ফেলেন; ফলে এটি তার পূর্বের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, আর পরবর্তী জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার কারণ হয়। আর কাফিরকে তিনি বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করে কষ্ট দেন। কিন্তু তার দৃষ্টান্ত হলো উটের মতো, যাকে বেঁধে রাখা হলেও বুঝতে পারে না, কেন বেঁধে রাখা হয়েছে; আর ছেড়ে দেওয়া হলেও বুঝতে পারে না, কেন ছাড়া হয়েছে।"'[১২৬]

বিশিষ্ট ইবাদতগুজার মহিলা উম্মে ইবরাহিম যখন বাহনের পিঠ থেকে পড়ে পা ভেঙে ফেললেন, লোকজন তাকে সান্ত্বনা দিতে আসলো। তিনি বললেন, 'যদি দুনিয়ার বিপদাপদ না থাকত, তবে আমরা দেউলিয়া হয়ে যেতাম।'[১২৭]

কবি বলেন :

لئن ساءني دهر سرني دهر * وإن مسني عسر فقد مسني يسر

لكل من الأيام عندي عادةٌ * فإن ساءني صبرٌ وإن سرني شكر

'একটি সময় আমাকে কষ্ট দিলেও আরেকটি সময় আমাকে আনন্দ দেয়। দুরবস্থা আমাকে স্পর্শ করলেও অচিরে সচ্ছলতা আমার নাগালে আসবে। সময়ের ব্যবধানে আমার স্বতন্ত্র অভ্যাস রয়েছে।

১২৪. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, পৃষ্ঠা নং ২৭৬
১২৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৮১
১২৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২০৬
১২৭. সিফাতুস সাফওয়া : ৪/৩৮

সুতরাং যদি বিপদের মুহূর্ত হয়, সবর করি; আর যদি সুখের সময় হয়, তবে শোকর করি।'[১২৮]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ বলেন, 'যে সবর করে, তাকে অল্প সময়ই সবরের কষ্ট সহ্য করতে হয়। আর যে অস্থিরতা প্রকাশ করে, সে খুব সময়ই উপভোগ করতে পারে।'[১২৯]

সাইদ আল-হাজজার ﷺ-এর কথাটি নিয়ে চিন্তা করো। তিনি বলেন, 'সুস্থতা ও নিরাপত্তা নেককার ও বদকার—সবাইকে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু বিপদের সময় উভয়ের চেহারা প্রকাশিত হয়ে যায়।'[১৩০]

বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও বিশাল অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে দেখো। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে নিয়ামত দেওয়ার পর তা ছিনিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে সবরের তাওফিক দান করা ছিনিয়ে নেওয়া নিয়ামত থেকেও উত্তম।'[১৩১]

মুমিন বান্দার জন্য সুখ ও সচ্ছলতার সময় শোকরকারী এবং দুঃখ ও বিপদের সময় সবরকারী হওয়া আবশ্যক। এবং উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয় প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

'তুমি আল্লাহ তাআলার হিফাজত করো (অর্থাৎ, তাঁর বিধিবিধানের হিফাজত করো), আল্লাহ তাআলা তোমার হিফাজত করবেন এবং তুমি তাঁকে তোমার পাশে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চিনে রাখো, দুঃখের সময় আল্লাহ তোমাকে চিনবেন।'[১৩২]

---

১২৮. দিওয়ানুল ইমাম আলি, পৃষ্ঠা নং ৮৭
১২৯. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ১৯৫
১৩০. সিফাতুস সাফওয়া : ২/৪৩৮
১৩১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ২৪
১৩২. মুসনাদু আহমাদ : ২৮০৩

সুতরাং যে ব্যক্তি সুখ ও সচ্ছলতার সময় আল্লাহ তাআলাকে চিনবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদাপদ ও অসুস্থতার সময় চিনবেন এবং হিফাজত করবেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা এমনই, যা কবি চিত্রিত করেছেন :

نحن ندعو الإله في كل كرب * ثم ننساه عند كشف الكروب

'আমরা দুঃখের সময় প্রভুকে ডাকি, কিন্তু যখন দুঃখ চলে যায়, তখন তাঁকে ভুলে যাই।'

সালমান আল-ফারসি ﷺ বলেন, 'সুখের সময় আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী বান্দা যখন বিপদে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহকে ডাকে, তখন ফেরেশতারা আওয়াজটি চিনতে পারেন, ফলে তাঁরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে থাকেন। আর যারা সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে না, কিন্তু বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকে, তখন ফেরেশতারা তার আওয়াজ চিনতে পারেন না। ফলে তাঁরা তার জন্য সুপারিশও করেন না।'

এক লোক আবু দারদা ﷺ-কে বলল, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি সুখের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো, দুঃখের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন।'[১৩৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং সুস্থতার সময় তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ তাআলা তাকে অসুস্থতার সময় হিফাজত করবেন এবং যে ভয়াবহ অবস্থায় তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কাজ-কর্মে তার প্রতি খেয়াল রাখবেন।[১৩৪]

জনৈক সালাফ বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তোমাদের জরুরত ও প্রয়োজনীয়তা আসলে তোমাদের জন্য বরকত, কারণ ওই সময় তোমরা আল্লাহর দরবারে অধিকহারে ধরনা দাও।'[১৩৫]

---

১৩৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ১৮৯
১৩৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৮
১৩৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭৫

আবু দারদা ؓ বলেন, 'সুখের সময় আল্লাহ তাআলাকে ডাকো, আশা করা যায়, দুঃখের সময় তিনি তোমার ডাকে সাড়া দেবেন। তবে দুনিয়াতে বান্দার ওপর সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পর এর চেয়েও বড় বিপদ হলো, দুনিয়ার বিপদে সবর না করার কারণে পরিণাম ভালো না হওয়া।'[১৩৬]

প্রিয় ভাই, সফলতার মূলকেন্দ্র হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত। তাঁর সাথে চুক্তি ও লেনদেন করলে শতভাগ লাভের গ্যারান্টি আছে। বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশার উৎস হলো, তাঁর অবাধ্যতা। সুতরাং বান্দার জন্য শোকর ও তাওবার চেয়ে উপকারী কিছু নেই। নিশ্চয় আমাদের রব অতি ক্ষমাশীল ও অত্যধিক বিনিময় দানকারী, যিনি নিজ সৃষ্টির ওপর নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করেন এবং নিজের জন্য রহমতকে আবশ্যক করে নিয়েছেন।

তিনি এমন এক সত্তা, যাঁর আনুগত্য করা হলে প্রতিদান দেন। অথচ আনুগত্য তাঁর তাওফিক ও অনুগ্রহের কারণেই হয়। আর অবাধ্যতা করা হলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা সহ্য করেন। অথচ অবাধ্যতা বান্দার জুলুম ও মূর্খতা থেকেই আসে। তিনি এমন মহান সত্তা, যাঁর কাছে বান্দা লজ্জিত হয়ে ফিরে আসলে ক্ষমা করে দেন। একটি নেকিকে তিনি দশটির সমান করে দেন। ইচ্ছা করলে এর চেয়ে অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু একটি পাপকর্ম তাঁর নিকট একটি পাপকর্ম হিসাবেই পরিগণিত হয় এবং চাইলে সেটিকেও ক্ষমা করে দেন। আর তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীর শেষ অবধি তাওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি মহান ক্ষমাশীল ও অত্যধিক বিনিময় দানকারী। তাঁর উদার দরবার আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে এবং আমাদের পাপের বোঝা হালকা করে দেয়। তাঁর দানের আকাশ কখনো মেঘশূন্য হয় না; বরং সব সময় মুষলধারে বারি বর্ষণ করে যায়। তাঁর হাত সবসময় পূর্ণ; দিন-রাতের অফুরন্ত দান তাঁকে রিক্তহস্ত করে দেয় না। তাঁর ওয়াদাকৃত প্রতিদান কেবল সবরকারীরাই পায়। এবং তাঁর দানের যথাযথ উপভোগ কেবল শোকরকারীরাই করতে পারে। যারা ধ্বংসের পথে চলে, কেবল তারাই ধ্বংসশীল হয়। এবং তাঁর আজাব কেবল তাদের ওপরই পতিত হয়, যারা তাঁর প্রতি চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে।

---

১৩৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ২৩১

যারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করে, তিনি তাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। যারা তাঁর স্মরণ করে, তিনিও তাদের স্মরণ করেন। যারা তাঁর ইবাদত করে, তিনি তাদের সম্মান করেন। আর যারা তাঁর অবাধ্যতা করে, তাদেরও তিনি নিজের রহমত থেকে নিরাশ করেন না।[১৩৭]

সম্মানিত ভাই, নিজেকে সচ্ছলতার সময় শোকরে এবং মুসিবতের সময় সবরে অভ্যস্ত করে নাও। কারণ, দুনিয়া দুটি জিনিস থেকে মুক্ত নয় : মিষ্টতা ও তিক্ততা, সফলতা ও ব্যর্থতা এবং স্বচ্ছতা ও পঙ্কিলতা।

কবি বলেন :

لا بد للمرء من ضيق ومن سعة * ومن سرور يوافيه ومن حزن

والله يطلب منه شكر نعمته * ما دام فيها ويبغي الصبر في المحن

فما على شدة يبقى الزمان يكن * ولا على نعمة تبقى على الزمن

'মানুষের জীবনে সচ্ছলতা ও সংকীর্ণতা উভয়ই অনিবার্য। জীবন কখনো আনন্দে কাটে, আর কখনো হয়ে ওঠে বিষাদময়। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া কামনা করেন যতক্ষণ মানুষ নিয়ামতের মাঝে থাকে। এবং সবর কামনা করেন যতক্ষণ সে কষ্টে থাকে। মনে রাখবে, জীবনের আদি-অন্ত পুরোটা কষ্টের ওপর অতিবাহিত হয় না। একইভাবে শুধু নিয়ামত ও ভোগবিলাসেও পার্থিব জীবন কাটে না।'[১৩৮]

সুফইয়ান আস-সাওরি ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, তিনি দুনিয়াতে কাউকে নিয়ামত দিয়ে আখিরাতে লাঞ্ছিত করবেন। কারণ, অনুগ্রহকারীর হক হলো, তিনি যার ওপর অনুগ্রহ করবেন, তা তার ওপর পূর্ণরূপে করবেন।'[১৩৯]

---

১৩৭. উদ্দাতুস সাবিরিন থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা নং ৩৩৯
১৩৮. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/৮৩
১৩৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৫

আবু ইয়াহইয়া সুহাইব বিন সিনান ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত কারও জন্য এমনটা হয় না। যদি সে সুখে থাকে, তবে শোকর করে। ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি দুঃখে থাকে, তখন সবর করে। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[১৪০]

আমরা জীবনের নিরাপত্তা, আর্থিক প্রশস্ততা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার সহজতা ইত্যাদি যেসব নিয়ামত পেয়েছি, তা অগণিত ও অসংখ্য। এ ছাড়াও আরও অনেক নিয়ামত পেয়েছি, যার হিসাব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না; এগুলো সবই বিপদের কারণ হবে, যদি এগুলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের কারণ না হয় এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যম না হয়।

সালামা বিন দিনার বলেন, 'যে নিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হয় না, তা বিপদ বৈ কিছু নয়।'[১৪১]

এই নিয়ামতগুলো থেকে উপকৃত হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। নিয়ামতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া, মানুষের মাঝে ইলমের প্রচার ও প্রসার করা, আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্য লাভের আমল করা ইত্যাদি।

ইউনুস বিন মুহাম্মাদ আল-মাক্কি ﷺ বলেন, 'তায়িফের এক লোক চাষাবাদ করল। যখন তা পরিপক্ক হলো, একটি দুর্যোগ এসে সব ভস্ম করে দিল। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম। কিন্তু সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর সে বলল, "আমি এগুলো নষ্ট হওয়ায় কাঁদছি না; বরং আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী অনুধাবন করে কাঁদছি—

---

১৪০. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯
১৪১. সিফাতুস সাফওয়া : ২/১৫৭

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

"তার উপমা হচ্ছে সেই বাতাসের মতো, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডা, যা পৌঁছে এমন কওমের শস্যখেতে, যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে।"[১৪২]

সুতরাং আমি ভয় করছি যে, আমি এই লোকদের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং এই অনুভবই আমাকে কাঁদাচ্ছে।"'[১৪৩]

কবি বলেন :

احمد الله على كل حال * إنما الدنيا كفيء الظلال

إنما الدنيا مناخٌ لراكب * يسرع الحث بشد الرحال

ربَّ مغترٍ بها قد رأينا * نفسه فوق رقاب الرجال

'সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার স্তুতি গাও। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এক ছায়ার মতো। দুনিয়া অশ্বারোহীর গায়ে লাগা ঝাপটা বাতাসের ন্যায়, দ্রুতবেগে ছুটে চললেই যার অনুভব প্রখর হয়। কিন্তু অনেক প্রবঞ্চিতকে দেখা যায়, যারা ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার সুখের জন্য মানুষের গোলামি করে।'[১৪৪]

সাবিত আল-বুনানি ﷺ বলেন, 'আমরা হাসান ﷺ-এর সাথে সফওয়ান বিন মুহরিজ ﷺ-এর অসুস্থতায় তাকে দেখতে গেলাম। তার ছেলে বের হয়ে বলল, "তিনি পেটের অসুখে ভুগছেন, আপনারা দেখা করতে পারবেন না।" হাসান ﷺ বললেন, "তোমার বাপের রক্ত-মাংস অসুখে ক্ষয় হওয়া এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাওয়া অনেক ভালো তাকে কবরে মাটিতে খাওয়ার চেয়ে।"'[১৪৫]

---

১৪২. সুরা আলি ইমরান : ১১৭
১৪৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৫৮
১৪৪. আবুল আতিয়াহ, পৃষ্ঠা নং ৩৬১
১৪৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২০

বিপদগ্রস্ত লোককে স্মরণ রাখতে হবে যে, ধৈর্য ও সহনশীলতার ফলে সে যে সুখ ও আনন্দ পাবে, তা আক্রান্ত বিপদের চেয়েও বহুগুণে বেশি। এটিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও বিপদে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করার কারণে 'বাইতুল হামদ' বা প্রশংসাগৃহ নামে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। সুতরাং তার খেয়াল করা উচিত যে, কোন বিপদটি বড়? তার বর্তমান ক্ষণস্থায়ী মুসিবত, যা প্রিয় জিনিস হারানোর কারণে এসেছে নাকি চিরস্থায়ী জান্নাতে 'বাইতুল হামদ' হারানোর মুসিবত?

নবিজি ﷺ বলেন :

يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعَايِنُونَ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ

'কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্ত লোকেরা তাদের প্রতিদান দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়াগুলো কাঁচি দ্বারা কেটে নেওয়া হতো।'[১৪৬]

ধৈর্যহীন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির এ বিষয়টি জানা থাকা দরকার যে, যদি সে অস্থিরতার শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যায়, তবুও সবর করা ছাড়া তার কোনো গতি নেই। কিন্তু সেই সবরে না প্রশংসা পাবে আর না প্রতিদান। কারণ, সে স্বেচ্ছায় সবর অবলম্বন করেনি। উপায়ান্তর না দেখে সবরের আশ্রয় নিয়েছে মাত্র।'[১৪৭]

আলি বিন আবু তালিব রা. একদা আদি বিন হাতিম রা.-কে বিষণ্ন দেখে বললেন, 'হে আদি, তোমার কী হয়েছে? তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?' তিনি বললেন, 'আমার সন্তানরা মারা গেছে; আর কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ অশ্রুশূন্য হয়ে পড়েছে—এমন অবস্থায় বিষণ্ন না হই কীভাবে?' আলি রা. বললেন, 'হে আদি, যে আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে; আর যে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।'[১৪৮]

১৪৬.আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৮৭৭৭
১৪৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১২০
১৪৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২০৫

একবার উরওয়া বিন জুবাইর ﵁ তার ছেলে মুহাম্মাদকে নিয়ে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমন্ত্রণে তার মেহমান হলেন। মুহাম্মাদ দেখতে বেশ সুদর্শন ছিল। একদিন সে কারুকর্মখচিত জামা গায়ে খলিফার দরবারে প্রবেশ করল। তাকে দেখে তিনি বললেন, 'কুরাইশের যুবকরা এমনই হয়ে থাকে।' এ কথায় সে খুব কষ্ট পেল। এরপর সে দরবার থেকে বের হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করল এবং ঘোড়ার পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে অবশেষে মারা গেল।

এদিকে উরওয়াহ ﵁-এর এক পায়ে ক্যান্সার ধরা পড়ল। ওয়ালিদ দ্রুত ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। তারা পরামর্শ দিলেন, যদি এই পা কেটে ফেলা না হয়, তবে পুরো শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়বে এবং পরিণামে রোগী মারা যাবে। সব শুনে উরওয়াহ ﵁ সম্মত হলেন। ডাক্তাররা ছুরি দিয়ে পা কাটতে লেগে গেলেন। ছুরি হাড় স্পর্শ করলে তার মাথা দুলে পড়ল। সহসা তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে আসলো। তার কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরতে লাগল। আর তিনি বারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলতে লাগলেন। তারপর তিনি নিজের সদ্য কর্তিত পা হাতে নেন এবং সেটিকে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, 'সে সত্তার কসম! যিনি তোমার ওপর আমার ভার চাপিয়ে ছিলেন, তিনি ভালোভাবেই জানেন, আমি তোমার ওপর ভর দিয়ে হেঁটে কখনো কোনো হারামের দিকে অগ্রসর হইনি, কোনো গুনাহের পেছনে ছুটিনি এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলিনি।' তারপর তার নির্দেশে সেটি ধুয়ে, আতর লাগিয়ে, কাফন পরিয়ে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করিয়ে দেওয়া হলো।

ওয়ালিদের কাছ থেকে উরওয়াহ ﵁ মদিনার দিকে ফিরে এলে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা তার প্রতি সমবেদনা জানাতে আসলো। তিনি বললেন, 'এই সফরে আমি অনেক মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছি।' এর অতিরিক্ত এ ব্যাপারে তিনি একটি বাক্যও বলেননি। তারপর বললেন, 'আমি মদিনায় প্রবেশ করব না। কেননা, আমার বিপদে দুশমনরা আনন্দিত হবে আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে হিংসুকরা হিংসা করবে।' এই বলে তিনি উকাইক নামক জায়গায় অবস্থিত তার প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। মহলে প্রবেশ করতেই ইসা বিন তালহা ﵁ তাকে বলেন, 'আপনার মুসিবত দূরীভূত হোক! আপনি আমাদেরকে সেই ক্ষতটি দেখান।' উরওয়াহ ﵁ পায়ের কাপড় সরালেন।

সব দেখে ইসা ﵀ বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে কুস্তিগির মনে করি না। আপনার সবকিছুই তো আল্লাহ হিফাজত করেছেন—আকল, জিহ্বা, কান, চোখ, দুই হাত এবং এক পা।' উরওয়াহ ﵀ বলেন, 'তোমার মতো সান্ত্বনা আমাকে কেউ দেয়নি।'

ডাক্তাররা পা কাটার প্রস্তুতির সময় উরওয়াহ ﵀-কে বলেছিলেন, 'আমরা কি আপনাকে (নেশাজাতীয়) কিছু খাওয়াব, যাতে আপনি কাটার সময় ব্যথা অনুভব না করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আরে, আল্লাহ আমার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব নাকি?'[১৪৯]

মাসলামা বিন মুহারিব ﵀ বলেন, 'উরওয়া বিন জুবাইর ﵀-এর এক পায়ে ক্যান্সার ধরা পড়লে তা কেটে ফেলা হয়। কাটার সময় তিনি চিৎকার করেননি এবং তাকে ধরার প্রয়োজনও পড়েনি।'[১৫০]

আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন! সালাফের পথ ছেড়ে আমরা কোন পথে?

উবাইদুল্লাহ বিন আবু নুহ ﵀ বলেন, 'একবার উপকূলীয় এক অঞ্চলে জনৈক লোক আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জীবনে কতবার আল্লাহর সঙ্গে তাঁর অপছন্দনীয় আচরণ করেছ, কিন্তু তিনি তোমার সাথে তোমার পছন্দনীয় আচরণ করেছেন?" আমি বললাম, "অসংখ্যবার এমন হয়েছে, যা গুনে শেষ করা যাবে না।" সে আবার বলল, "কখনো কি এমন হয়েছে, তুমি কোনো মুসিবতে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছ আর তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন?" আমি উত্তর দিলাম, "নাহ, আল্লাহর শপথ! কখনো এমন হয়নি; বরং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে সাহায্য করেছেন।" সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি তাঁর কাছে কোনো কিছু চেয়েছ, অথচ তিনি তা দেননি—এমন ঘটনা কখনো ঘটেছে কি?" আমি বললাম, "আমার চাওয়া কোন জিনিসটি তিনি দেননি? যখনই চেয়েছি, যা-ই চেয়েছি, তিনি দিয়েছেন। যখনই তাঁর সাহায্য চেয়েছি, সাড়া দিয়েছেন।" এবার সে বলল, "আচ্ছা বলো তো, কোনো মানুষ যদি উক্ত আচরণগুলোর একটিও তোমার সঙ্গে করে,

---

১৪৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫
১৫০. সিফাতুস সাফওয়া : ২/৮৬

তাকে তুমি কী প্রতিদান দেবে?" আমি উত্তর দিলাম, "তার প্রতিদান দেওয়ার শক্তি আমার কোথায়?" তখন সে বলল, "তোমার উচিত সর্বদা আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকা। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ সর্বক্ষণ তোমাকে ঘিরে আছে। মানুষের অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার চেয়ে আল্লাহর নিয়ামতের বিনিময় দেওয়া অনেক সহজ। কেননা, আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁর হামদ ও প্রশংসা করলেই সন্তুষ্ট হয়ে যান।""[১৫১]

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ-কে জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'অনুগ্রহ করা হলে শোকর আদায় করে এবং বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে সবর করে। এটিই হলো জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা।'[১৫২]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

> 'আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দিই, তোমাদের মধ্যের জিহাদকারীদের ও সবরকারীদের, আর যাতে তোমাদের কর্মকাণ্ড যাচাই করে নিতে পারি।'[১৫৩]

তখন তিনি খুব ক্রন্দন করতেন এবং বারবার তিলাওয়াত করতেন আর বলতেন, 'যদি আপনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন, তবে আমরা লাঞ্ছিত হবো এবং আমাদের দোষ-ত্রুটির পর্দা উন্মোচিত হয়ে যাবে।'[১৫৪]

হে আল্লাহ, আপনি নিজ রহমতে আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিজ ফয়সালায় আমাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করুন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি রহম করুন এবং আমাদের ঘাটতিগুলো পূর্ণ করে দিন।

---

১৫১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৪
১৫২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৮/৪৬৮
১৫৩. সুরা মুহাম্মাদ : ৩১
১৫৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৩৮৪

ভাই আমার, আমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ওপর বিপদাপদ আপতিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ সন্তুষ্টি এবং বিপদের সময় তাদের সবর ও আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশার ঘটনা যখন আমরা শুনি, তখন তাদের ও আমাদের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচের ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে শুনি, তারপর আমাদের বিপদের সাথে তার তুলনা করে দেখি। এটাই একমাত্র ঘটনা নয়। এমন আরও হাজারো ঘটনা আছে। এটা বরং বিশাল সমুদ্রের এক বিন্দু পানির মতো, কিংবা অঝোর ধারায় বর্ষিত একটি বৃষ্টিফোঁটার মতো।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'আমি রিবাতের (মুসলিম ভূখণ্ড প্রহরা দেওয়ার) দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শহরের সৈন্যশিবিরের পাশে হাঁটছিলাম, তখন এমন এক ব্যক্তির ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো, যার দৃষ্টিশক্তি ও চলনশক্তি দুটোই শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও সে আরও নানা রকমের বিপদাপদে আক্রান্ত। কিন্তু সে বলছে, "আল্লাহ তাআলার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছ এবং তোমার অন্যান্য মাখলুকের ওপর আমাকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছ, তার কারণে তোমার সৃষ্টির যাবতীয় প্রশংসার সমান তোমার প্রশংসা করছি।" আমি ভাবলাম, দেখি তো, বাস্তবেই কি সে কোনো নিয়ামতের মালিক হয়েছে, না আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো ইলহাম করছেন? আমি তাকে বললাম, "তুমি আল্লাহ তাআলার কোন নিয়ামতের কারণে তাঁর প্রশংসা করছ? এমন কোন মর্যাদায় তিনি তোমাকে ভূষিত করেছেন, যার কারণে তুমি তাঁর শোকর আদায় করছ? আল্লাহর কসম! আমি তো এমন কোনো বিপদ দেখতে পাচ্ছি না, যা তোমার সাথে নেই।" সে বলল, "তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি কীরূপ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহর কসম! তিনি চাইলে আকাশ থেকে আগুন বর্ষণ করে আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারতেন। তিনি যদি পাহাড়কে নির্দেশ দিতেন, তাহলে পাহাড় আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত। আর যদি সাগরকে আদেশ করতেন, তবে সে আমাকে ডুবিয়ে মারত। কিন্তু তার কোনোটাই তিনি করেননি। এই সব অনুগ্রহের অনুধাবনই আমার মধ্যে তাঁর হামদ ও শোকর বৃদ্ধি করে চলেছে।" এরপর লোকটি বলল, "তোমার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে। তা হচ্ছে, আমার মেয়ে আমার সেবা করে এবং ইফতারের সময় আমার খোঁজখবর নেয়। সময় হয়ে এল, কিন্তু এখনও সে

এল না। তুমি তার আসার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ?" আমি মনে মনে বললাম, "এই নেককার বান্দার প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারব।" তাই আমি মেয়েটির সন্ধানে মরু অঞ্চলে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মেয়েটিকে একটি হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে। আমি বললাম, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখন আমি কোন মুখ নিয়ে ওই নেককার বান্দার কাছে যাব? কীভাবে তাকে মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ দেবো?" তবে শেষমেষ আমি তার কাছে এসে বললাম, "আল্লাহর কাছে তুমি শ্রেষ্ঠ নাকি আইয়ুব ﵇ শ্রেষ্ঠ—আল্লাহ তাআলা যাঁর ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি ও দেহের পরীক্ষা নিয়েছিলেন?" সে বলল, "আইয়ুব ﵇-ই শ্রেষ্ঠ।" আমি বললাম, "আমাকে তোমার যে মেয়েকে খুঁজতে বলেছিলে, তাকে হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলেছে।" তখন সে বলল, "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি আমাকে মেয়ের চিন্তা মাথায় নিয়ে দুনিয়া থেকে বের করেননি।" অতঃপর দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।'[১৫৫]

ভাই আমার, জেনে রেখো, উত্তম তাওফিক ও সৌভাগ্যের নিদর্শন হলো, বিপর্যয়ে সবর করা এবং বিপদ আসাকে অপছন্দ না করা।

কবি বলেন :

تَنَكَّرَ لِي دَهْرِي وَلَمْ يَدْرِ أَنَّنِي * أَعِزُّ وَأَحْدَاثُ الزَّمَانِ تَهُونُ

وظل يريني الدهر كيف اغترارہ * وَبِتُّ أُرِيهِ الصَّبْرَ كَيْفَ يَكُونُ

'সময় আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সে জানে না, আমি কতটা কষ্ট সহনশীল। সে জানে না, তার দেওয়া দুঃখ-দুর্দশাগুলো আমার কাছে কতটা তুচ্ছ। সময় আমার সাথে তার দুর্ব্যবহার ও প্রতারণা অবিরত রেখেছে। আমিও কম যাই না—প্রতিনিয়ত তাকে বুঝিয়ে দিই, সবর কী, তা কত প্রকার ও কী কী।'[১৫৬]

---

১৫৫. সিফাতুস সাফওয়া : ৪/৩৩৪
১৫৬. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১১/১৯০

নবি-রাসুলদের আগমনে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল নবি-রাসুলের কথার ওপর ইমান আনয়ন করে। আরেকদল ইমান আনে না; বরং তারা নিজেদের পাপাচারের ওপর অবিচল থাকে। যারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দিয়ে তাদের পরীক্ষা করেন, যাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যারা ইমান আনেনি, তারা নিজেদের শক্তি ও অভিজ্ঞতা বলে আল্লাহকে হারাতে পারবে না। অর্থাৎ তারাও বিপদের সম্মুখীন হবে। কারণ আল্লাহকে হারানোর সাধ্য কারও নেই। আল্লাহ তাআলার নীতি হলো, তিনি মাখলুকের প্রতি নবি-রাসুল প্রেরণ করেন, আর তারা নবি-রাসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁদের কষ্ট দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

'আর এরূপে প্রত্যেক নবির জন্যই আমি মানুষ ও জিন শয়তানদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছি।'[১৫৭]

অন্য আয়াতে বলেন :

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

'এমনিভাবে ইতিপূর্বে তাদের নিকট যে রাসুলই আগমন করেছে, তারা বলেছে, সে জাদুকর কিংবা পাগল।'[১৫৮]

অন্যত্র বলেন :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

'আপনাকে তাই বলা হচ্ছে, যা বলা হয়েছে আপনার পূর্ববর্তী রাসুলদের।'[১৫৯]

যারা রাসুলদের প্রতি ইমান আনে এবং তাঁদের আনুগত্য করে, তাদের সাথে কাফিররা শত্রুতা করে এবং তাদের কষ্ট দেয়। নানা ধরনের বিপদাপদে তারা আক্রান্ত হয়। আর যারা ইমান আনে না, তারাও বিপদের সম্মুখীন হয়।

---

১৫৭. সুরা আল-আনআম : ১১২
১৫৮. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫২
১৫৯. সুরা ফুসসিলাত : ৪৩

তাদের দেওয়া হয় কঠিন ও চিরস্থায়ী আজাব। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। চাই সে ইমান আনয়ন করুক অথবা কুফরি করুক। তবে পার্থক্য হলো, ইমান আনয়নকারী দুনিয়াতে শুরুর দিকে কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু তার দুনিয়া ও আখিরাতের শেষ পরিণাম ভালো হয়। আর কাফির শুরুর দিকে নিয়ামত ও আরাম-আয়েশ ভোগ করে, কিন্তু শেষে গিয়ে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সম্মুখীন হয়।[১৬০]

প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুই শুধু মুসিবত নয়। রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির মাঝেও মুসিবত সীমাবদ্ধ নয়। বরং যা কিছুই তোমাকে কষ্ট দেয়—চাই তা তুচ্ছ কোনো বস্তুই হোক, তাও একটি মুসিবত এবং তার জন্যও আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা যায়।

একদা উমর ﷺ-এর জুতোর ফিতা ছিঁড়ে গেলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং বললেন, 'যা কিছু তোমাকে কষ্ট দেয়, তা-ই মুসিবত।'[১৬১]

হায়! যদি আমরা প্রতিটি মুসিবতে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করতাম, তবে আল্লাহ তাআলা হয়তো আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করতেন।

বান্দার এও স্মরণ রাখা উচিত যে, যত বিপদই তার কাছে আসে, সবই তার গুনাহের ফল। আল্লাহ তাআলা অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন বলেই বিপদের পরিমাণ কম হয়।

আব্দুল্লাহ বিন সিররি ﷺ বর্ণনা করেন, ইবনে সিরিন ﷺ আমাকে বলেন, 'আমি সেই গুনাহকে চিনি, যে গুনাহের কারণে আমি ঋণগ্রস্ত হয়েছি। তা হলো, চল্লিশ বছর পূর্বে আমি এক ব্যক্তিকে "হে মুফলিস (রিক্তহস্ত)" বলে সম্বোধন করেছিলাম।'[১৬২]

আবু সুলাইমান আদ-দারানি ﷺ বলেন, 'তাদের (সালাফের) গুনাহ স্বল্প হওয়ায় তারা বুঝতে পারতেন, বিপদটি কোন গুনাহের ফলে এসেছে। কিন্তু আমাদের গুনাহ বেশি, তাই আমরা টেরই পাই না যে, বিপদটি কোন গুনাহের ফল।'[১৬৩]

---

১৬০. আল-ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম : ২৬৯
১৬১. তারিখু উমর, পৃষ্ঠা নং ২১২
১৬২. সিফাতুস সাফওয়া : ৩/২৪৬
১৬৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৭২

আহনাফ বিন কাইসের এক ভাতিজা তার দাঁতব্যথার অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে চল্লিশ বছর হলো, আমি তা কাউকে বলিনি।'[১৬৪]

নবিজি ﷺ-এর এই নির্দেশনার প্রতি আমাদের খুব খেয়াল দেওয়া দরকার। তিনি বলেন :

إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمٌّ أَوْ لَأْوَاءُ فَلْيَقُلْ: اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

'যখন তোমাদের কেউ কোনো পেরেশানি বা দুঃখে নিপতিত হয়, সে যেন বলে, "আল্লাহ-ই আমার প্রভু। তাঁর সাথে আমি কাউকে শরিক করি না।"'[১৬৫]

আরেক হাদিসে ইরশাদ করেন :

الْمَصَائِبُ وَالْأَمْرَاضُ وَالْأَحْزَانُ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ

'দুনিয়ার বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দুর্দশা—(আখিরাতে) প্রত্যেকটির প্রতিদান রয়েছে।'[১৬৬]

যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জানে এবং এ কথাও জানে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য যা ভালো তা-ই করেন, সে ব্যক্তি বিপদের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে দয়ালু ও সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ।

উমর رضي الله عنه বলেন, 'আমি সচ্ছলতা কিংবা অসচ্ছলতা—কোন অবস্থায় প্রভাতে উপনীত হয়েছি, তার পরোয়া করি না। কারণ, আমি জানি না কোনটি আমার জন্য কল্যাণকর।'[১৬৭]

হাদিসে বর্ণিত আছে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম-সন্তান, বিপদাপদ আমাকে ও তোমাকে একত্র করে; আর সুখ-শান্তি তোমাকে ও তোমার প্রবৃত্তিকে একত্র করে।'[১৬৮]

---

১৬৪. কিতাবুজ জুহদ, পৃষ্ঠা নং ৩৩৭
১৬৫. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৫২৯০
১৬৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১১৯
১৬৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/৩৩৬
১৬৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৩৭

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে বিপদে ফেলেন তার অনুনয়-বিনয়, দুআ ও কান্নাকাটি এবং তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে সবর ও সন্তুষ্টির অবস্থা দেখার জন্য। বিপদাপদসহ অন্যান্য পরীক্ষা বান্দার ওপর আপতিত হলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি চোখের গোপন চাহনি ও অন্তরের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কেও জানেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক বান্দাকে তার ইচ্ছা ও নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান দেন।

যারা বিপদের সময় আল্লাহ তাআলার কাছে অনুনয়-বিনয় করে না এবং তাঁর কাছে আশ্রয় খোঁজে না, আল্লাহ তাদের তিরস্কার করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে আজাবে পাকড়াও করেছি, কিন্তু তারা তাদের রবের সামনে নত হয়নি এবং অনুনয়-বিনয় করেনি।'[১৬৯_১৭০]

প্রিয় ভাই,

عليك بالصبر إن نابتك نائبة * من الزمان ولا تركن إلى الجزع

وإن تعرضت الدنيا بزينتها * فالصبر عنها دليل الخير والورع

'যদি কোনো সময় বিপর্যয় তোমায় পেয়ে বসে, তখন তোমার জন্য আবশ্যক হলো সবর করা। অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় পতিত না হওয়া। আর যদি দুনিয়া তার সকল রূপ নিয়ে তোমার সামনে এসে পড়ে, তখন কল্যাণ ও তাকওয়ার প্রমাণ হলো, সবর করে দুনিয়া থেকে দূরে থাকা।'[১৭১]

হাসান ﷺ বলেন, 'দুটি বিষয় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় : উদ্বিগ্ন, দুঃখভারাক্রান্ত ও মুসিবতগ্রস্ত বান্দার সংযম ও সবর এবং সহনশীলতার সাথে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা।'[১৭২]

---

১৬৯. সুরা আল-মুমিনুন : ৭৬

১৭০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২২৯

১৭১. মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা নং ১৩২

১৭২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৭

জনৈক সালাফ বলেন, 'মুসিবতের ওপর সাওয়াব অর্জন করতে না পারা মুসিবত অপেক্ষা বড় ক্ষতি।'[১৭৩]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার পেরেশানি বাড়িয়ে দেন; আর যখন কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন তাকে দুনিয়ার প্রশস্ততা দান করেন।'[১৭৪]

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশান্তি লাভের একটি উপায় হলো, দুটি বিলাসিতা ও দুটি স্বাদের মাঝে তুলনা করবে। দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতা ও আখিরাতের চিরস্থায়ী বিলাসিতার মাঝে তুলনা করবে। বিপদের সময় ইসতিরজা (ইন্না লিল্লাহ বলা) ও সবরের বিনিময়ে যে স্বাদ পাওয়া যায়, তার সাথে বিপদ একদম না আসার স্বাদের সাথে তুলনা করবে। তার কাছে অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে যাবে, আখিরাতের বিলাসিতা ও সবরের স্বাদ প্রাধান্যপ্রাপ্ত। সুতরাং তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং এর ওপর তাওফিক দানের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি সবদিক দিয়ে বিপরীত দিককে প্রাধান্য দেয়, তবে সে যেন জেনে নেয় যে, তার বিবেক, বুদ্ধি ও দ্বীনের মুসিবত দুনিয়াতে তার ওপর আপতিত মুসিবত অপেক্ষা মারাত্মক।[১৭৫]

সুফইয়ান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে মুসিবত মনে করে না, সে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়।'[১৭৬]

এটি আমাদের বর্তমানকালের চিন্তাধারার বিপরীত। বর্তমানে আমরা সচ্ছলতাকে নিয়ামত মনে করি এবং অসচ্ছলতাকে মুসিবত মনে করি। আর এটা আমাদের ইলমের দুর্বলতা, বোধশক্তির ত্রুটি, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভালোবাসা ও আরাম-আয়েশের প্রতি আসক্তির ফল।

---

১৭৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭৩
১৭৪. সাজারাতুজ জাহাব : ১/৩১৮
১৭৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৮
১৭৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/৬৬

সুফইয়ান ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক পরিমাণে অনুনয়-বিনয় করে, তার জন্য বিপদটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নিয়ামত।'[১৭৭]

বর্তমান যুগে বিপদ আসার আগ পর্যন্ত মানুষ দুআর কথা ভুলে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা দুআকারী বান্দাকে ভালোবাসেন। সুতরাং হে ভাই, তোমার জন্য সুখ ও সমৃদ্ধির সময় আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পরিমাণে দুআ করা উচিত। আর যখন মানুষ বিপদে পতিত হয়, তখন আরও অধিক পরিমাণে দুআ করা আবশ্যক, যেন তার পেরেশানি দূর হয় এবং বিপদ কেটে যায়।

রাবি বিন আবু রাশিদ ﵀ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি হঠাৎ বসে পড়লেন এবং কান্নাভরা কণ্ঠে আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করতে লাগলেন। এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনার কান্নার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমি জান্নাতি ও জাহান্নামিদের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে জান্নাতিদের উপমা দিয়েছিলাম নিরাপদ মানুষদের সাথে আর জাহান্নামিদের উপমা দিয়েছিলাম বিপদগ্রস্ত লোকদের সাথে। এটাই আমার কান্নার কারণ।'[১৭৮]

আবু দারদা ﵁ আমাদের বর্তমান অবস্থা যেন স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেই বলেন, 'তোমরা মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করেছ এবং ধ্বংস হওয়ার জন্য জীবনযাপন করছ। তোমরা নশ্বর বস্তুর প্রতি লালায়িত হয়ে অবিনশ্বর বস্তু পরিত্যাগ করছ। চমৎকার তিনটি অপছন্দনীয় জিনিস হলো : মৃত্যু, ব্যাধি ও দারিদ্র্য।'[১৭৯]

বর্তমানে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু ভাই, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জিনিসকে ভালোবাসে, সে যেন বিপদের জন্য হৃদয়কে সবরকারী এবং জিহ্বাকে শোকর ও জিকিরকারী হিসেবে তৈরি করে নেয়।

একদা আহমাদ বিন সালিহ ﵀ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর নিকট আসলেন। আহমাদ ﵀ একটি কাপড়ের টুকরা ভিজিয়ে নিজের মাথার ওপর রাখলেন। আহমাদ বিন সালিহ ﵀ বললেন, 'দাদাজান, আপনার কি

---

১৭৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭২

১৭৮. আশ-শোকর, পৃষ্ঠা নং ২৯

১৭৯. শারহুস সুদুর, পৃষ্ঠা নং ১৫

জ্বর হয়েছে?' আবু আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার জ্বর আসবে কোথা হতে?' আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি অসুস্থতায় অস্থিরতা প্রকাশ করেননি এবং নিজের অসুস্থতার ব্যাপারে কাউকে খবরও দেননি এবং কারও কাছে অভিযোগও করেননি।

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

বর্তমানে তুমি অনেককেই দেখবে, তাকে জিজ্ঞেস করার আগেই তোমাকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখাবে। সে বলবে, 'গতরাতে আমি একদম ঘুমোতে পারিনি, খানা খেতে পারিনি এবং পানি পান করতে পারিনি...।' এভাবে তার অসুস্থতার ফিরিস্তি তুলে ধরবে তোমার সামনে। অতঃপর সে ক্রয় করা ওষুধগুলো গণনা করবে এবং কথার মাঝে ডাক্তারদের মান ও হসপিটালের সার্ভিসের ব্যাপারেও আলোচনা করবে। সে অমুক ও তমুককেও তিরস্কার করতে ভুলবে না, যারা তাকে দেখতে আসেনি।

তার দীর্ঘ আলোচনায় সবর ও সন্তুষ্টির আলোচনা থাকবে না মোটেও।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার রোগের অভিযোগ করতে শুনে ফুজাইল ﷺ তাকে বললেন, 'হে ব্যক্তি, তোমার প্রতি যিনি দয়া করবেন, তাঁর কাছেই অভিযোগ করো। যে তোমার প্রতি দয়া করতে পারবে না, তার কাছে অভিযোগ করে কী লাভ?'[১৮০]

কবি বলেন :

تلذ له الشكوى وإن لم يجد بها * صلاحاً كما يتلذ بالحكّ أجربُ

'মানুষের কাছে অভিযোগ করলে স্বাদ পাওয়া যায় বটে, যদিও এর মাধ্যমে সমাধান পাওয়া যায় না। এ যেন চর্মরোগের মতো—যা চুলকালে মজা লাগে, কিন্তু চুলকানি সারে না।'[১৮১]

কিন্তু সালাফের অবস্থা দেখো। দেখো, তারা অসুস্থ হলে সাক্ষাৎ করতে আসা লোকদের সাথে কীভাবে কথা বলতেন।

---

১৮০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৪৩৯
১৮১. মাওয়ারিদুজ জামআন : ২/৪৭

আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ ﷺ বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' ﷺ-এর হাতে একটি ফোড়া দেখতে পেলাম। আমার চেহারাদৃষ্টে তিনি বুঝতে পারলেন, তার ফোড়াটি দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। তখন তিনি বললেন, "তুমি কি জানো, এই ফোড়াটি আমার ওপর আল্লাহ তাআলার কত বড় নিয়ামত? ইচ্ছা করলে তিনি এটি চোখের মণিতে দিতে পারতেন; দিতে পারতেন জিহ্বায় কিংবা যৌনাঙ্গে।" এভাবে তিনি ফোড়ার বিপদটিকে হালকা করে নিলেন।'[১৮২]

প্রিয় ভাই, মুমিন সে নয়, যে বাহ্যিকভাবে ফরজসমূহ আদায় করে, নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং এতটুকুতেই ক্ষান্ত করে। বরং পরিপূর্ণ মুমিন হলো সে, যার হৃদয়ে (তাকদিরের প্রতি) সামান্য পরিমাণও আপত্তি থাকে না এবং সংঘটিত বিষয়ে তার মনে কোনো প্ররোচনা স্থান পায় না। যখনই বিপদ বেড়ে যায়, তার ইমানের প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ শক্তিশালী হয়। অনেক সময় সে দুআ করে, কিন্তু দুআ কবুলের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তখনও সে তার মনের অবস্থা পরিবর্তন করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে, সে একজন গোলাম এবং তার মালিক যখন যা ইচ্ছা তার সাথে করতে পারেন। যদি তার হৃদয়ে সামান্য আপত্তিও দেখা দেয়, তবে নিরঙ্কুশ 'উবুদিয়্যাত' বা গোলামির স্তর থেকে বিতর্কের স্তরে চলে যাবে। যেমন হয়েছিল ইবলিসের ব্যাপারে। মনে রাখবে, প্রচণ্ড বিপদের সময়েই শক্তিশালী ইমানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮৩]

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

'মুমিনের শরীরে যদি কোনো কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায়, এর বিনিময়ে তার মর্যাদা একধাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

---

১৮২. সিফাতুস সাফওয়া : ৩/২৬৮
১৮৩. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৩৬০

অন্য বর্ণনায় এসেছে—

إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

'আল্লাহ তাআলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কিংবা একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'[১৮৪]

ইমাম নববি ﷺ সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'এই হাদিসটিতে মুসলিমদের জন্য বিশাল সুসংবাদ রয়েছে। কারণ প্রায় সকল মানুষই প্রতিটি মুহূর্তে এ ধরনের ছোটখাটো কোনো না কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া এই হাদিসে আরও আছে, রোগ-ব্যাধি, দুনিয়ার বিপদাপদ ও দুঃখ-পেরেশানির মাধ্যমে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়; যদিও এসবের কষ্ট কম হয়।'[১৮৫]

বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত নাজিল হলো—

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

'যে মন্দ কর্ম সম্পাদন করবে, সে তার প্রতিদান পাবে।'

তখন আবু বকর ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর আনন্দ করার তো কোনো উপায়ই থাকে না।' জবাবে রাসুল ﷺ বললেন :

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ

'হে আবু বকর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি কি অসুস্থ হও না? তুমি কি কষ্ট পাও না? তুমি কি চিন্তিত হও না? তুমি কি দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হও না?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'অবশ্যই হই।' রাসুল ﷺ বললেন, 'এগুলোই তোমার মন্দ কাজের বদলা।'[১৮৬]

---

১৮৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৭২
১৮৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৯২
১৮৬. মুসনাদু আহমাদ : ৬৮

অর্থাৎ তোমার প্রতিটি বিপদই তোমার গুনাহের জন্য কাফফারা।

জেনে রেখো, কোনো বান্দা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করা ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-কে সবরের আদেশ করে বলেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'সবর করুন, যেমন সবর করেছেন দৃঢ়প্রত্যয়ী রাসুলগণ।'

মুয়াত্তা মালিকে আতা বিন ইয়াসার ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فيَقولونَ: انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟ فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللهَ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

'যখন কোনো বান্দা রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং বলেন, "রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসা লোকদের কী বলে দেখে আসো।" যদি সে আগন্তুকদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন ফেরেশতাদ্বয় সেই প্রশংসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হন। (অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করেন, "সে কি বলেছে?") অথচ তিনি সে ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। অতঃপর (যখন ফেরেশতাদ্বয় সেই প্রশংসার কথা বলেন, তখন) আল্লাহ বলেন, "যদি আমি আমার এই রোগাক্রান্ত বান্দাকে (এই রোগের মাধ্যমে) মৃত্যু দান করি, তবে আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যদি সুস্থ করে দিই, তবে আগের চেয়ে উত্তম গোশত ও রক্ত দান করব (অর্থাৎ ভালো স্বাস্থ্য দান করব) এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবো।"'[১৮৭]

---

১৮৭. মুয়াত্তা মালিক : ১৯৭৬

আবু বকর ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহাবিগণ তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আপনার জন্য ডাক্তার ডাকব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ডাক্তার দেখিয়েছি।' তাঁরা বললেন, 'তো, ডাক্তার কী বললেন আপনাকে?" তিনি বললেন, 'ডাক্তার আমাকে বলেছেন, "অমি যা ইচ্ছা, তা-ই করার ক্ষমতা রাখি।"'[১৮৮]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'যখন মুসলিম বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন ডান দিকের ফেরেশতাকে ডেকে বলা হয়, "আমার বান্দা সুস্থ থাকাকালীন যে আমল করত, তার সাওয়াব লেখা অব্যাহত রাখো।" আর বাম দিকের ফেরেশতাকে বলা হয়, "আমার বান্দার গুনাহ কমিয়ে দিতে থাকো, যতক্ষণ সে আমার বন্ধনে থাকে।"' তখন এক ব্যক্তি আবু হুরাইরা ﷺ-এর সামনে বলল, 'হায়, যদি আমি কখনো রোগশয্যা থেকে না উঠতাম!' আবু হুরাইরা ﷺ বললেন, 'লোকটি তার গুনাহকে অপছন্দ করেছে।'[১৮৯]

ইবনে উমর ﷺ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِقًا

'যখন বান্দা উত্তমভাবে ইবাদত করতে থাকে, অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে বলা হয়, সুস্থ অবস্থায় যেভাবে তার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হতো, এখনো সেভাবে সাওয়াব লিখে যাও।'[১৯০]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আদম-সন্তানের আমল না করা সত্ত্বেও তার জন্য প্রতিদান লেখা অব্যাহত রাখেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি দয়াশীল, করুণাময় ও মহা দানশীল রব।

---

১৮৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৩
১৮৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৪
১৯০. মুসনাদু আহমাদ : ৬৮৯৫, সুনানু বাইহাকি : ৬৫৪৬

ইলমহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তি বিপদের সময় অস্থিরতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটায়। তা দেখে তার ব্যাপারে জানাশোনা লোকেরা তাকদিরের ওপর আপত্তি করতে শুরু করে—এমন ভালো ও ইবাদতগুজার বান্দার ওপর আল্লাহ এত বড় মুসিবত কেন দিলেন। এ ছাড়াও অনেক দ্বীনদার ও ভালো মানুষদের দেখা যায়, প্রিয় মানুষের মৃত্যুতে এমন সব কাণ্ড করে বসে, যা বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কেউ জামা ছিঁড়ে ফেলে, কেউ মুখ চাপড়ায় এবং কেউ কেউ তাকদির ও ফয়সালার ব্যাপারেও আপত্তি তুলে বসে।[১৯১]

এ জন্যই ইলমের প্রয়োজন। আসলে ইলমের চেয়ে উপকারী কোনো বিষয় নেই। কারণ, একজন আলিম যদি বিপদের চরম সীমায়ও পৌঁছে যান, তিনি মনে করেন, এটি তার কোনো স্খলনের কারণে হয়েছে। তাই কোনো ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ করেন না। বরং শরয়ি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু অজ্ঞ ইবাদতগুজার ব্যক্তি এর বিপরীত। কারণ এ ধরনের মানুষ যত নিচে নেমে যায়, তত মনে করে, সে ওপরে আরোহণ করছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বিপদে পতিত হয়, সে যেন শরয়ি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১৯২]

হে ভাই, তুমি কি জানো না, বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী? তুমি কি জানো না, সুস্থতার পর অসুস্থতা এবং নৈকট্যের পর দূরত্ব অপরিহার্য? এ-ই তো দুনিয়ার অবস্থা!

কবি বলেন :

لَنْ تَسْتَطِيْعَ لأَمْرِ اللهِ تَعْقِيْبَا • فَاسْتَنْجِدِ الصَّبْرَ أَوْ فَاسْتَشْعِرِ الحُوْبَا

وَافْزَعْ إِلَى كَنَفِ التَّسْلِيمِ وَارْضَ بِمَا • قَضَى المُهَيْمِنُ مَكْرُوْهًا وَمَحْبُوْبَا

'আল্লাহর ফয়সালা পরিবর্তন করার সাধ্য তোমার নেই। তাই অস্থিরতা প্রকাশ না করে সবর করাই শ্রেয়। নিজের পাপসমূহ অনুভব করে নিজেকে মহা নিয়ন্ত্রণকারীর ফয়সালার ওপর সঁপে

১৯১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৪
১৯২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৪

দাও। তিনি যা-ই ফয়সালা করেছেন—পছন্দ হোক বা না হোক, তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করার মাঝেই তোমার সফলতা নিহিত।'[১৯৩]

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'জিবরাইল ﷺ বলেন :

يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ

"হে মুহাম্মাদ, আপনি যেভাবে ইচ্ছা জীবনযাপন করুন, তবে একসময় আপনাকে মরতে হবে; যা ইচ্ছা আমল করুন, তবে প্রত্যেক আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন, তবে একসময় অবশ্যই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।"'[১৯৪]

জীবনের পর মৃত্যুর আগমন এবং সুস্থতার পর অসুস্থতার আগমন সত্য। যাদের আমরা ভালোবাসি, তাদের থেকে একদিন অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। যাদের আমরা সম্মান করি, তাদেরও একদিন বিদায় জানাতে হবে। এ দুনিয়া কারও জন্যই স্থায়ী নয়।

মোটকথা, পৃথিবীতে বিপদ একদম স্বাভাবিক একটা বিষয়। সুতরাং আমরা বিপদের সময় ধৈর্যহীনতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি এবং ধৈর্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকার প্রার্থনা করছি। কারণ, যারা তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং আপত্তি উত্থাপন করে, তাদের পরিণাম মন্দ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন এবং আমাদের পরিণাম ভালো ও কল্যাণময় করুন।

আব্দুল আলা তাইমি ﷺ বলতেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে অধিক হারে নিরাপত্তা কামনা করো। কেননা, বিপদের আশঙ্কা যাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়, তার দুআ করার প্রয়োজনীয়তা বিপদগ্রস্ত লোকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আজকে যে ব্যক্তি মুসিবতের শিকার হয়ে হাঁস-ফাঁস করছে, কিছুদিন

---

১৯৩. আস-সিয়ার : ১৪/২৮০

১৯৪. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৪২৭৮

পূর্বেও সে পরম স্বস্তি ও শান্তিতে দিন গুজরান করছিল। অনাগত দিনগুলোতে যার জন্য ওত পেতে আছে সমূহ বিপদ, আজ হয়তো সে দিনাতিপাত করছে পরম সুখ ও সমৃদ্ধিতে। যদিও মুসিবত অনেক সময় কল্যাণ ডেকে আনে, তবুও আমরা মুসিবত চাই না। কেননা, অনেক বিপদ দুনিয়াতে মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে এবং লাঞ্ছিত করে আখিরাতেও। যে ব্যক্তি জীবনের একটা বড় সময় নাফরমানিতে কাটিয়ে দিয়েছে, হয়তো তার বাকি জীবনও এভাবে অতিবাহিত হবে মুসিবতের মাঝে, যা বিষিয়ে তুলবে দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতেও ডেকে আনবে অপমান আর লাঞ্ছনা।'[১৯৫]

মাইমুন বিন মিহরান ﵀ বলেন, 'কল্যাণভান্ডারের কোনো অংশ কেউ সবর ব্যতীত লাভ করতে পারেনি।'[১৯৬]

জনৈক সালাফ বলেন, 'বিপদে মুমিন ও কাফির সকলেই সবর করে, কিন্তু সুখের সময় শুধু সিদ্দিকগণই (বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত লোক) সবর করেন।'[১৯৭]

অনুগ্রহ ও দয়াকারীর জিকির ও শোকরের ব্যাপারে আপনার জিহ্বাকে ইচ্ছাধিকার দেবেন না (অর্থাৎ অবশ্যই তার জিকির ও শোকর করতে হবে) এবং মুসিবতের সময় 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করতে কিছুতেই ভুলবেন না। বিপদগ্রস্তদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বাক্যটি ওষুধের ন্যায়।

কারণ, এই বাক্যটি বিপদগ্রস্তদের জন্য কার্যকরী প্রতিষেধক এবং বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য অত্যন্ত উপকারী। কেননা, এটি বড় দুটি মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে, যখন বান্দা এগুলো চিনতে পারবে, বিপদে প্রশান্তি অনুভব করবে।

প্রথম মূলনীতি : বান্দা নিজের, নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির প্রকৃত মালিক মনে করবে আল্লাহ তাআলাকে। সে মনে করবে,

---

১৯৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৮
১৯৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
১৯৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৮

আল্লাহ এগুলো তাকে ধার দিয়েছেন। যখন তিনি তার থেকে এগুলো নিয়ে যাবেন, তখন কেমন যেন ধারদাতা গ্রহীতা থেকে নিজের ধার দেওয়া জিনিসই নিয়ে যাবেন। এ ছাড়াও এগুলো তার অস্তিত্বের পূর্বে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ছিল এবং তার মৃত্যুর পরেও আল্লাহ তাআলার কাছেই সংরক্ষিত থাকবে। তার কাছে কিছুদিনের জন্যই এগুলো ধার হিসেবে ছিল।

আরেকটি বিষয়, বান্দা নিজে এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেনি যে, এগুলোর প্রকৃত মালিক সে হবে। আবার এগুলো অস্তিত্বে আসার পর বিভিন্ন দুর্যোগ থেকেও সে রক্ষা করেনি এবং তার অস্তিত্বের ওপর এগুলোর অস্তিত্বও নির্ভর করে না। সুতরাং এগুলোর ওপর তার কোনো প্রভাব নেই এবং প্রকৃত মালিকানাও নেই।

এ ছাড়াও সে এদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে মূল মালিকের অনুমতির ভিত্তিতে। সে আদেশ-নিষেধ করার অনুমতিপ্রাপ্ত একজন গোলামের মতো কর্তৃত্ব করে; মূল মালিকের মতো কর্তৃত্ব করতে পারে না। এ কারণেই সে শুধু ওইসব কর্তৃত্বই করতে পারবে, যেগুলো তার প্রকৃত মালিকের ইচ্ছার অনুগামী।

দ্বিতীয় মূলনীতি : বান্দা অবশ্যই তার প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে। একদিন অবশ্যই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। কিয়ামতের দিন একাকী নিজ রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে, যেমনটি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ পরিবার, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়স্বজন ছাড়াই তাকে রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার সাথে থাকবে কেবল ভালো ও খারাপ আমলসমূহ। এ-ই যখন বান্দার শুরু ও শেষ পরিণতি, তখন কীভাবে সে সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি পার্থিব জিনিসে আনন্দিত হতে পারে? অথবা কীভাবে হারিয়ে যাওয়া বিষয়ের ওপর আফসোস করতে পারে? সুতরাং জীবনের শুরু ও শেষ নিয়ে ফিকির করা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অনেক বড় ওষুধ।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য আরেকটি সান্ত্বনাদায়ক ওষুধ হলো, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তার কাছে যেসব বিপদাপদ এসেছে, সেগুলো তার জন্য ক্ষতিকর নয়। যদি ক্ষতিকর হতো, সেগুলো তার কাছে আসত না।[১১৮]

---

১১৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭

কোনো মুমিন বান্দার জন্য রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যুতে বিরক্ত হওয়া সমীচীন নয়। যদিও মানুষের স্বভাব এগুলো চায় না, কিন্তু তার জন্য যথাসম্ভব সবরের অনুশীলন করা উচিত। কষ্টের বিনিময়ে প্রতিদান লাভের জন্য এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটানোর জন্য সবরের বিকল্প নেই। তা ছাড়া বিপদ শুধু কিছু সময়ের জন্যই আসে, কিছুদিন পর তা কেটে যায়।

রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়া ব্যক্তি যেন অসুস্থতার সময় কাটানো মুহূর্তগুলো নিয়ে চিন্তা করে। সে অনুভব করবে, সুস্থতার সময় সে কষ্টকর মুহূর্তগুলো একেবারেই নেই হয়ে গেল। বিপদ চলে গেল, অথচ তার সাওয়াব বাকি আছে। যেভাবে হারামের স্বাদ চলে যাওয়ার পরেও পাপের বোঝা রয়ে যায় এবং তাকদিরের প্রতি অসন্তুষ্টির সময় পার হওয়ার পরেও তিরস্কার বাকি থাকে।

মৃত্যু কতগুলো যন্ত্রণার সমষ্টি বৈ কিছু নয়, যা প্রাণ বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বিধায় দেহ থেকে বের হয়ে চলে যায়। অসুস্থ ব্যক্তি যেন প্রাণের প্রস্থানের পর প্রশান্তির চিন্তা কল্পনা করে। তাহলে তার বিপদটা হালকা মনে হবে, যেমন : তিক্ত ওষুধ সেবনের পর সুস্থতার কল্পনা করা হয়। বিপদের কথা উল্লেখ করে অধৈর্য হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এটি বাহনের ন্যায়, যার আরোহী হয়তো জান্নাতে যাবে নয়তো জাহান্নামে।

তবে বিপদ আসার আগেই মর্যাদাবৃদ্ধির সকল উপকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকার। কারণ ভাগ্যবান সে, যে সুস্থতাকে গনিমত মনে করে। অতঃপর এই সুস্থতার সময়েই ক্রমান্বয়ে ভালো ও উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করে নেয়।

এটিও মনে রাখতে হবে যে, জান্নাতের মর্যাদা বাড়বে দুনিয়ার ফজিলতপূর্ণ কর্মের আধিক্যের মাধ্যমে। জীবন খুবই স্বল্প, কিন্তু ফজিলতপূর্ণ বিষয় অনেক বেশি। সুতরাং হে ক্লান্তির ফলে দীর্ঘ শান্তি এবং দুঃখ ও পেরেশানির বিনিময়ে স্থায়ী আনন্দ-অন্বেষী, পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ফজিলতপূর্ণ বিষয়গুলো অর্জন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো।

দুঃখ ভোলার ও কষ্টের মাঝে সুখ খুঁজে নেওয়ার আরেকটি কার্যকরী উপায় হলো, বান্দা জান্নাতের স্থায়ী শান্তি ও আনন্দের কল্পনা করবে। এতে তার কাছে সকল বিপদাপদ সহজ মনে হবে।[১৯৯]

---

১৯৯. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৩৬৮

কবি বলেন :

رضيت بالله في عسري وفي يسري * فلست أسلك إلا أوضح الطرق

'আমি সুখে-দুঃখে আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। ফলে সবচেয়ে সহজ-সরল পথেই আমি পরিচালিত হয়েছি।'[২০০]

কা'ব ﷺ বলেন, 'যে মৃত্যুকে ভালোভাবে জানে, তার কাছে দুনিয়ার সকল মুসিবত ও পেরেশানি অতি তুচ্ছ।'[২০১]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যে ফয়সালাই করেছেন, আমি তার ওপর সন্তুষ্ট থেকেছি। কখনো এর বিপরীত হওয়ার কামনা করিনি। আর আমার ইচ্ছা ও চাহিদা সর্বদা তাকদিরের গণ্ডির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।'[২০২]

এক লোক ইউনুস বিন উবাইদের কাছে এসে নিজের অবস্থার সংকীর্ণতা ও পেরেশানির অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'তুমি কি এক লক্ষ টাকায় তোমার চোখ বিক্রি করতে রাজি হবে?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তবে তোমার কান বিক্রি করতে রাজি হবে?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তোমার জিহ্বা বিক্রি করবে?' সে বলল, 'না।' অতঃপর ইউনুস ﷺ বলেন, 'আমি দেখছি, তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস রয়েছে, আর তুমি কি না অভাবের অভিযোগ করছ!'[২০৩]

---

২০০. তারিখু বাগদাদ : ৭/৭৬
২০১. শারহুস সুদুর, পৃষ্ঠা নং ২২০
২০২. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/৩৩৬
২০৩. আস-সিয়ার : ৬/২৯২

সালাফের অসুস্থকালীন প্রার্থনা

সালাফের অবস্থার প্রতি নজর দাও। দেখো, তারা অসুস্থ অবস্থায় কী কামনা করতেন।

হাসান ﷺ বলেন, 'রাতে জ্বর আসলে সাহাবিগণ সে জ্বরের বিনিময়ে বিগত গুনাহসমূহের কাফফারা কামনা করতেন।'

ইবরাহিম আন-নাখয়ি ﷺ বলেন, 'সাহাবিগণ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় কষ্ট পাওয়া পছন্দ করতেন।'[২০৪]

সাহাবিগণ বলতেন, 'মুমিনের সর্বশেষ কষ্ট হলো মৃত্যুর যন্ত্রণা।'[২০৫]

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ-এর ব্যাপারে খ্যাতি ছিল যে, তাঁর দুআ কবুল হয়। তো তাঁর চোখে রোগ দেখা দিলে লোকজন তাঁকে বলল, 'আপনি যদি নিজের চোখের সুস্থতা চেয়ে দুআ করতেন!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার চোখের চেয়ে অধিক প্রিয়।'[২০৬]

আল্লাহ তাআলার যথাযথ শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। সুলাইমান আত-তাইমি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেন তাঁর সক্ষমতা অনুযায়ী এবং বান্দার জন্য শোকর আবশ্যক করেন বান্দার সক্ষমতা অনুযায়ী।'[২০৭]

বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা লাভের আরেকটি উপায় হলো, সে গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়ার যা বিস্বাদ, তা-ই আখিরাতে স্বাদ-আহ্লাদে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা এটিকে পরিবর্তন করে দেবেন। আর দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ আখিরাতে বিস্বাদে পরিণত হবে। আর কিছু সময়ের বিস্বাদের তুলনায় স্থায়ী স্বাদ-আহ্লাদ উত্তম। যদি এরপরেও বিষয়টি অস্পষ্ট লাগে, তবে সত্যবাদী নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদিসটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো—

২০৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৭
২০৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৯৮
২০৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ৪৪৮
২০৭. কিতাবুশ শোকর, পৃষ্ঠা নং ১১

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

'জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে আর জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে।'[২০৮]

প্রশান্তি লাভের আরেকটি উপায় হলো, বিপদগ্রস্ত লোকটি সবর করবে, প্রতিদান কামনা করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকবে। এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তার মুসিবতের বিনিময় দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে ব্যর্থ করবেন না; বরং তাকে বিনিময় দান করবেন। কারণ একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুরই বিনিময় রয়েছে। যেমন বলা হয়—

من كل شيء إذا ضيعته عوضُ * وما من الله إن ضيعته عوضُ

'যেকোনো জিনিস তুমি বিনষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা নিয়ামত, যা তুমি বিনষ্ট করেছ, তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।'

বরং তাকে মনে করতে হবে যে, মুসিবতের এ অংশটি আল্লাহ তাআলা তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি; আর যে এতে অসন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। সুতরাং তুমি নিজের জন্য ভালো কিংবা মন্দ, যা ইচ্ছা গ্রহণ করো। যদি তুমি অসন্তুষ্টির অংশ গ্রহণ করো, তবে ধ্বংসশীলদের কাতারে দাঁড়িয়ে আছ। যদি অধৈর্য হও কিংবা ওয়াজিব আদায় ও হারাম বর্জনের ক্ষেত্রে শিথিলতা করো, তবে সীমালঙ্ঘনকারীদের কাতারে অবস্থান করছ। যদি তোমার মাঝে অভিযোগ, অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, তবে তুমি প্রবঞ্চিতদের কাতারে রয়েছ। যদি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আপত্তি কিংবা তার হিকমতের ব্যাপারে অসংলগ্ন আলোচনা অথবা তাকদিরের ব্যাপারে বিতর্ক করো, তবে তুমি ধর্মহীনতার দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করেছ। সুতরাং আল্লাহ তাআলার আজাবের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, যা তোমাকে গ্রাস করবে। কারণ, আল্লাহর বিরুদ্ধাচারীর জন্য তা ওত পেতে আছে।

---

২০৮. সহিহ মুসলিম : ২৮২২

আর যদি তোমার মাঝে সবর ও আল্লাহর ব্যাপারে দৃঢ়তা থাকে, তবে তুমি সবরকারীদের মাঝে আছ; যদি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে পরিতুষ্টি থাকে, তবে সন্তুষ্ট বান্দারের কাতারে আছ। যদি তোমার মাঝে হামদ ও শোকর থাকে, তবে তুমি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত; যদি আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ থাকে, তবে আল্লাহপ্রেমী ও একনিষ্ঠ বান্দাদের কাতারে আছ।[২০৯]

নবিজি ﷺ বলেন :

وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের বিপদে আক্রান্ত করেন। তাদের মধ্যে যারা বিপদে পড়ে (আল্লাহর ফয়সালার প্রতি) সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি এবং যারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।'[২১০]

বিপদগ্রস্ত লোকের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার ওষুধ হলো, তার জন্য প্রভু যে বিষয়টি পছন্দ করেছেন এবং তার জন্য যে বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা-ই খুশিমনে মেনে নেওয়া। কারণ, ভালোবাসার দাবি হলো, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের চাহিদার অভিন্নতা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তার পছন্দকে অপছন্দ করে এবং অপছন্দকে পছন্দ করে, সে নিজেই নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং প্রেমাস্পদকে তার ওপর রাগিয়ে তুলছে।

কাতাদা ﵀ বলেন, 'লুকমান ﵇-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "কোন বস্তুটি উত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন, "এমন সবর, যার পরে অনিষ্ট নেই।" লোকটি বলল, "কোন ব্যক্তি উত্তম?" তিনি বললেন, "যে অল্পে তুষ্ট থাকে।" সে আবার জিজ্ঞেস করল, "লোকদের মাঝে অধিক জ্ঞানী কে?" তিনি উত্তর

---

২০৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪১
২১০. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৬

দিলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানভান্ডার থেকে নির্দ্বিধায় ইলম গ্রহণ করে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, "ধনভান্ডার উত্তম নাকি জ্ঞানভান্ডার উত্তম?" তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ! (অবশ্যই জ্ঞানভান্ডার উত্তম) কারণ জ্ঞানী মুমিনের কাছে কল্যাণের প্রত্যাশা করলে তা পাওয়া যায়। আর যদি সে উপকার করতে না পারে, তাহলে অন্তত কারও অপকার করে না। আর মুমিনের জন্য উপকার করতে না পারলে অপকার থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট।"'[২১১]

নেককার বান্দারা বিপদে আনন্দিত হয়। কারণ এতে সাওয়াব রয়েছে।[২১২]

আল্লাহ তাআলার শোকর হলো, জিহ্বা ও কর্মের মাধ্যমে শোকর করা। যে ব্যক্তি শুধু জিহ্বার মাধ্যমে শোকর আদায় করল, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শোকর আদায় করল না, তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যে জামার এক প্রান্ত হাতে ধরল, কিন্তু পরিধান করল না; ফলে সে ঠান্ডা, গরম, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি থেকে বাঁচতে পারল না।[২১৩]

প্রিয় ভাই, বিপদের সময় মুমিন বান্দার ইমান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সে প্রচুর পরিমাণ দুআ করতে থাকে। কবুলের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও তার আশা-প্রত্যাশার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। আর যদি নিরাশার উপকরণগুলো শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে সে মনে করে, আল্লাহ তাআলাই কল্যাণের ব্যাপারে অধিক অবগত। অথবা মনে করে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার থেকে সবর ও ইমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা অনুগত হৃদয় থেকে আত্মসমর্পণ দেখতে চান, যাতে তাদের সবরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তাদের দুআ ও আশ্রয় ভিক্ষা করার অবস্থা দেখতে পারেন।

এমন মুহূর্তে যে ব্যক্তি দ্রুত দুআ কবুল হওয়ার প্রত্যাশা করে এবং দ্রুত কবুল না হলে অভিযোগ করতে শুরু করে, সে দুর্বল ইমানের অধিকারী। সে মনে করে, দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে। যেন সে আল্লাহর নিকট তার কাজের (দুআর) পারিশ্রমিক (কবুল হওয়া) দাবি করছে। তুমি কি

---

২১১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৬
২১২. তাম্বিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
২১৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭২

ইয়াকুব ﷺ-এর কাহিনী শোননি? তিনি আশি বছর বিপদগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর আশার মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন আসেনি।

সুতরাং হে ভাই, বিপদ যতই দীর্ঘ হোক, তুমি একনাগাড়ে আল্লাহর নিকট দুআ করতে থেকো। এতে কোনোরূপ বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ কোরো না। কারণ, বিপদ তোমার সবর ও দুআর পরীক্ষা। বিপদ যতই দীর্ঘ হোক, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য প্রকাশ্য করে এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হোয়ো না।[২১৪]

ইবনুস সাম্মাক ﷺ এক লোককে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তুমি সবর করো। কারণ, প্রতিদান-প্রত্যাশী ব্যক্তি সবর করে এবং ধৈর্যহীন ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত সবর করতে বাধ্য হয়।'[২১৫]

তোমার সাথে মানুষের অত্যধিক কথাবার্তা এবং বিনাপ্রয়োজনে তোমার পেছনে ঘুরঘুর করাও একটি বিপদ। আবু মুআবিয়া আল-আসওয়াদের নিকট এক লোক দীর্ঘ কথা শুরু করল। আরেক ব্যক্তি তাকে বলল, 'এবার একটু থামবে?' আবু মুআবিয়া বললেন, 'তার মন ভরা পর্যন্ত তাকে কথা বলতে দাও।' অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার সেই গুনাহটি ক্ষমা করে দিন, যে গুনাহের কারণে লোকটিকে আপনি আমার ওপর চেপে দিয়েছিলেন।'

আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার জন্য বিপদাপদ সহজ হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রহর গুনছে, সে কল্যাণের প্রতি ছুটে চলেছে।'[২১৬]

আহনাফ বিন কাইসের এক ভাতিজা তার দাঁতব্যথার অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে চল্লিশ বছর হলো, আমি তা কাউকে বলিনি।'[২১৭]

---

২১৪. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৫৫২
২১৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৯
২১৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪৫
২১৭. কিতাবুজ জুহদ, পৃষ্ঠা নং ৩৩৭

হে ভাই, সময় এক অবস্থায় বসে থাকে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।'[২১৮]

মানুষের জীবনে কখনো আসে দারিদ্র্য, কখনো আসে সচ্ছলতা। কখনো আসে সম্মান আর কখানো আসে লাঞ্ছনা। কখনো বন্ধুরা তার সুখ দেখে আনন্দিত হয়; আবার কখনো শত্রুরা তার বিপদ দেখে উল্লাস করে। এভাবেই মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় একটি মূলনীতি তথা তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরে থাকে, সেই হচ্ছে ভাগ্যবান।[২১৯]

আবুল ফারজ ইবনুল জাওজি ﷺ মানুষের স্বভাবগত কিছু রোগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'আমি অধিকাংশ মানুষকেই দেখছি, তারা যখন কোনো রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন কখনো তারা অস্থিরতা ও অভিযোগ উত্থাপনের পথ গ্রহণ করে। কখনো জাগতিক উপায়ে তার সমাধান করতে গিয়ে আরও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এসবের পেছনে দৌড়ানোর ফলে তারা নেক লোকের পরামর্শ নেওয়া, নেক কাজ করা ও মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া থেকে গাফিল থাকে। ফলে অসুস্থ হওয়ার পরও অনেক পাপী গুনাহ থেকে তাওবা করে না। তার কাছে গচ্ছিত আমানত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয় না। ওয়াজিব জাকাত ও ঋণ আদায় করে না। কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় না। বরং দুনিয়া ছাড়তে হবে, এ চিন্তায় তারা পেরেশান হয়ে থাকে। কারণ, দুনিয়া ছাড়া যে আর কিছুই নেই তাদের। কঠিন রোগের সময় কিছুক্ষণের জন্য যদি জ্ঞান ফিরে আসে, তখনও অন্যায় অসিয়ত করে পাপের বোঝা আরও ভারী করে নেয়।'[২২০]

সচেতন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, ছুটে যাওয়া বিষয়ের ওপর আফসোস না করা এবং অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ সুস্থ থাকতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখা। কারণ, অনেক সময় সময়ের সংকীর্ণতার

---

২১৮. সুরা আলি ইমরান : ১৪০

২১৯. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ১৭০

২২০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৫

কারণে আমলের ঘাটতি পূরণ ও প্রয়োজনীয় অসিয়ত করা সম্ভব হয় না। যদি সুস্থ অবস্থায় অসিয়ত না করে থাকে, তবে অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা করে নেবে। তবে অসিয়ত করার ক্ষেত্রে জুলুম ও অবিচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কারণ, এটা হারাম। জুলুম হলো, প্রাপককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অনুপযুক্ত লোককে তা দিয়ে দেওয়া। এই সময়ে তাকে শয়তানের সাথে লড়াই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, তার জানমাল ও সন্তানাদির ওপর আপতিত এ বিপদ তার মালিক ও স্রষ্টার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিতেই এসেছে। সুতরাং মনিবের সন্তুষ্টিতে গোলামের সন্তুষ্টিও আবশ্যক। সে অধৈর্য হয়ে গেলে শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং তাকে বলা হবে, 'তুমি কি জানো না যে, তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করা আবশ্যক ছিল? তাহলে কেন ধৈর্যহীন হলে? এটি তো ক্ষণিকের জন্য ছিল, কেমন যেন তা ছিলই না। যে শেষ ফলাফলের দিকে খেয়াল রাখে, তার কাছে ওষুধের তিক্ততা তুচ্ছ মনে হয়।'

আবু মুহাম্মাদ আল-হারিরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি জুনাইদ ﷺ-এর ইনতিকালের দু'ঘণ্টা আগে তার কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি অবিরাম তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন আর নামাজ পড়ছিলেন। আমি বললাম, "হে আবুল কাসিম, আমি যতদূর জানি, আপনার ইবাদত তো পূর্ণতা লাভ করেছে (এই মুহূর্তেও এত বেশি ইবাদত করার কী প্রয়োজন?)। তিনি বললেন, "হে আবু মুহাম্মাদ, আমি এই মুহূর্তে ইবাদতের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।" তিনি এভাবেই ইবাদত করতে করতে অবশেষে দুনিয়াকে বিদায় জানালেন।'[২২১]

দুনিয়ার কোনো বিষয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে দুনিয়ার যে সময়টুকু আনুগত্যহীন ছুটে গেল, সে সময়ের জন্য আফসোস করা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা কাম্য। কারণ, দুনিয়ার প্রতি অস্থিরতা প্রকাশ করা দুনিয়ার প্রতি আমাদের ভালোবাসার গভীরতার পরিচয় বহন করে।

ইসমাইল বিন আমর ﷺ বলেন, 'আমরা ওয়ারাকা বিন উমর ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তার তখন অন্তিম মুহূর্ত চলছিল। তিনি "আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"... বলে আল্লাহর জিকির করছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট প্রবেশ করে সালাম দিচ্ছিল এবং তিনিও সালামের উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু

---

২২১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৫

যখন সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল, তিনি নিজ ছেলেকে বললেন, "বৎস, তুমি আমার পক্ষ থেকে লোকদের সালামের উত্তর দাও। কারণ, তারা আমাকে আমার রবের স্মরণ থেকে গাফিল করে দিচ্ছে।"'[২২২]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷬ বলেন, 'মৃত্যুযন্ত্রণা হালকা হোক, তা আমি চাই না। কারণ, এটি মুসলিমদের জন্য গুনাহ মোচনের সর্বশেষ মাধ্যম।'[২২৩]

ইবরাহিম বিন দাউদ ﷬ বলেন, 'জনৈক দার্শনিক বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কিছু বান্দা আছে, যারা বিপদকে হাসিমুখে স্বাগত জানায়।"'

তিনি বলেন, 'এরা হলেন তারাই, যাদের হৃদয় দুনিয়ার ভালোবাসা ও মোহ থেকে পরিচ্ছন্ন।'[২২৪]

বিপদগ্রস্ত লোকের (চাই বিপদ নিজের ওপর হোক, কিংবা সন্তান-সন্ততি বা অন্য কোনো প্রিয় ব্যক্তির ওপর হোক) উচিত, বিপদের সময় আল্লাহর জিকির, ইসতিগফার ও ইবাদতে মশগুল থাকা এবং আল্লাহর কাছেই বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করা। আমাদের সালাফও সৃষ্টির কাছে অভিযোগ করা পছন্দ করতেন না।

এক লোক আবু বকর বিন আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করল, 'নিয়ামতের পূর্ণতা কী?' তিনি বললেন, 'তোমার এক পা পুলসিরাতের ওপর থাকা আরেক পা জান্নাতে থাকা।'[২২৫]

হাসান ﷬ অসুস্থতা প্রসঙ্গে বলেন, 'যতই দিন যায়, মৃত্যু নিকটবর্তী হয়। একজন মুসলিমের জন্য সেই দিনগুলো মোটেও অকল্যাণকর নয়, যেগুলোতে সে তার ভুলে যাওয়া গন্তব্য আখিরাতের কথা স্মরণ করে এবং তার গুনাহ ক্ষমা করা হয়।'[২২৬]

---

২২২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৬
২২৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৭
২২৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৩
২২৫. আশ-শোকর, পৃষ্ঠা নং ৫৪
২২৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৯

আবু মাসউদ আল-বালখি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত হয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং খুব অস্থিরতা প্রকাশ করে, সে কেমন যেন তার রবের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে হাতে তুলে নেয়।'[২২৭]

প্রিয় ভাই, মানুষ প্রায় সময় দেখে ও শোনে, দুনিয়াতে ইমানদারদের ওপরই বিপদাপদ বেশি আসে। পক্ষান্তরে, কাফির ও পাপিষ্ঠ লোকেরা দুনিয়াতে রাজত্ব ও ধন-সম্পদ উপভোগ করে। ফলে অনেক সময় সে ধারণা করতে শুরু করে যে, দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান ও সাহায্য-সহযোগিতা কাফির ও পাপিষ্ঠদের মাঝেই স্থির থাকবে। তবে সে যখন কুরআনের এই আয়াত শ্রবণ করে :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

'সম্মান শুধু আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনদের জন্য।'[২২৮]

এই আয়াত শ্রবণে যদিও তার মাঝে প্রশান্তি আসে, কিন্তু এটি খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ। সুতরাং একমাত্র ধৈর্যই মুমিনের মনে পুরোপুরি প্রশান্তি দিতে পারে। এ ধৈর্যই মুমিনের শক্তি ও সম্মানের প্রতীক। ধৈর্য মুমিনের সামনে আল্লাহর ফয়সালার রহস্য উন্মোচন করে দেয়। ধৈর্যই শত্রুদের আনন্দ-উল্লাস ও বন্ধুদের করুণা প্রদর্শনকে প্রভাবহীন করে।

কবি বলেন :

لا تشكون إلى صديق حالة • تأتيك في السراء والضراء

فلرحمة المتوجعين مرارة • في القلب مثل شماتة الأعداء

'তোমার সুখ-দুঃখের কথা বন্ধুকে বোঝাতে যেয়ো না। কারণ তোমার কষ্ট দেখে তারা শুধু সহমর্মিতাই দেখাতে পারবে, যা তোমার অন্তরে শত্রুদের আনন্দ-উল্লাসের মতোই বিষাক্ত মনে হবে।'[২২৯]

---

২২৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৩৯
২২৮. সুরা আল-মুনাফিকুন : ৮
২২৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৬

আওন ﷺ বলেন, 'মানুষ অসুস্থ হলে অনুশোচনা করে, সুস্থ থাকলে নিশ্চিন্ত থাকে, সচ্ছল হলে ফিতনায় পড়ে এবং দরিদ্র হলে চিন্তাগ্রস্ত থাকে।'[২৩০]

আহনাফ বিন কাইস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সহিষ্ণুতা কী?' তিনি উত্তর দিলেন, অপছন্দনীয় বস্তুর ওপর কিছুক্ষণ সবর করা।'[২৩১]

আল্লাহর শপথ! তিনি সত্যই বলেছেন। বিপদ আসলেই কিছুক্ষণের জন্য থাকে। বিপদ গ্রীষ্মের মেঘের ন্যায়, যা কিছুক্ষণ পরেই উধাও হয়ে যায়। তুমি ইতিপূর্বে নিজের ওপর আপতিত বিপদাপদের ব্যাপারে খেয়াল করে দেখো তো, সেগুলো কেমন নেই হয়ে গেল! হ্যাঁ, তবে বিপদের সময় যদি সবর করে তার প্রতিদানের আশা করো, তবে তোমার সাওয়াব ও সবরের প্রতিদান রয়ে যাবে। আর যদি বিপদের সময় সবর না করো এবং প্রতিদানের আশা না করো, তবে বিপদ কেটে যাওয়ার পর নির্বোধ প্রাণীদের মতো স্বস্তি অনুভব করা ছাড়া আর কিছুই নেই তোমার জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'আর শেষ কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।'[২৩২]

এ ধরনের আয়াতগুলো এবং যুগে যুগে মুসলিমদের বিজয় ও মর্যাদা অর্জনের ঘটনাগুলো অন্তরে এই আয়াতটির সত্যতা বদ্ধমূল করে দেয়—

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'যাবতীয় সম্মান আল্লাহরই জন্য। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।'[২৩৩]

এমন না যে, পৃথিবীতে শুধু মুসলিমরাই বিপদের সম্মুখীন হয়; বরং পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের ন্যায় কাফিররাও বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয়। তদুপরি,

---

২৩০. আজ-জুহদ লি আবি আসিম, পৃষ্ঠা নং ৩৭
২৩১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫
২৩২. সুরা আল-আরাফ : ১২৮
২৩৩. সুরা ইউনুস : ৬৫

তাদের শেষ পরিণাম ভালো হয় না। অথচ শেষ পরিণাম ভালো হওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ায় মানুষের মূল সফলতা। এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য দুনিয়াতে রেখেছেন সফলতা এবং আখিরাতে রেখেছেন মুক্তি।

ওয়াহাব ﷺ বলেন, 'জনৈক আবিদ পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদত করল। আল্লাহ তাকে বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" সে বলল, "হে আমার রব, আমার কী ক্ষমা করেছেন আপনি? আমি তো গুনাহই করিনি!" আল্লাহ তাআলা তার ঘাড়ের একটি শিরাকে আদেশ দিলেন, ফলে তার রক্তচাপ বেড়ে যায়। এখন সে না পারে ঘুমোতে, না পারে সালাত আদায় করতে। তারপর সে শান্ত হলো এবং ঘুমিয়ে পড়ল। একজন ফেরেশতা এসে তাকে বললেন, "কী ব্যাপার, আজ আপনার সালাত পড়া হলো না যে?" সে বলল, "আমার রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল।" ফেরেশতা বললেন, "আপনার রব বললেন যে, "আপনার পঞ্চাশ বছরের ইবাদত এই রক্তচাপের ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার বিনিময়ের সমান।"'[২৩৪]

আবু মামার আল-আজদি ﷺ বলেন, 'আমরা যখন ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে অপছন্দনীয় কিছু শুনতাম, তাঁর ব্যাখ্যা করার আগ পর্যন্ত চুপ করে থাকতাম। একদা তিনি আমাদের বললেন, "শোনো! রোগ-ব্যাধির ফলে কোনো প্রতিদান লেখা হয় না।" এই বিষয়টি আমাদের পীড়া দিল এবং আমাদের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হলো। অতঃপর তিনি বললেন, "কিন্তু তার মাধ্যমে গুনাহ মোচন করা হয়।" কথাটি শুনে আমরা খুব আনন্দিত হলাম।'[২৩৫]

এটি ইবনে মাসউদ ﷺ-এর ইলম ও ফিকহের পূর্ণতার দলিল। কারণ প্রতিদান মিলবে ঐচ্ছিক আমল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতে। ইবাদত মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, আর বালা-মুসিবত পাপরাশি মোচন করে। আর তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

---

২৩৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
২৩৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৪

'আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন।'[২৩৬]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।'[২৩৭]

অতএব বোঝা গেল, ইবাদত মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে; আর মুসিবত মানুষের গুনাহ হ্রাস করে।[২৩৮]

সালাম বিন আবু মুতি ﵀ বলেন, 'একবার আমি এক রোগীকে দেখতে গেলাম। দুঃখ সইতে না পেরে লোকটি কাঁদছিল। আমি বললাম, "ছিন্নমূল মানুষগুলোর কথা একটু ভেবে দেখো, যারা পড়ে থাকে রাস্তায়, যাদের মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই নেই, নেই সেবা করারও কেউ।" কিছুদিন পর তাকে আমি পুনরায় দেখতে যাই, খানিক দূর থেকে আমি শুনতে পাই, সে বিড়বিড় করে বলছে, "ছিন্নমূল মানুষগুলোর কথা একটু ভেবে দেখো, যারা পড়ে থাকে রাস্তায়, যাদের মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই নেই, নেই সেবা করারও কেউ।"'[২৩৯]

কবি বলেন :

صبراً جميلاً ما أسرع الفرجا * من صدق الله في الأمور نجا

من خشى الله لم ينله أذى * ومن رجا الله كان حيث رجا

'বিপদে ধৈর্য ধরো, অচিরেই কেটে যাবে বিপদ। আল্লাহর ফয়সালাকে যে সত্যমনে মেনে নেয়, সেই মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে, সে কোনো কষ্ট অনুভব করে না। আর যে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশা করে, তার প্রত্যাশা পূরণ করা হয়।'[২৪০]

---

২৩৬. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪৫

২৩৭. সহিহুল বুখারি : ৭১, সহিহু মুসলিম : ১০৩৭

২৩৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১১৫

২৩৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭৪

২৪০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১২/৫৮৯

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'সবরের সাথে কাটানো জীবনই আমাদের কাছে সর্বোত্তম মনে হয়েছে। সবর যদি মানবজাতির কেউ হতো, তবে বড় মহৎ ব্যক্তি হতো।'[২৪১]

সুলাইমান বিন কাসিম ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক আমলের সাওয়াব জানা যায়, তবে সবরের প্রতিদান অজ্ঞাত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।"'[২৪২]

তিনি বলেন, আকাশ ভেঙে নামা বৃষ্টির পানির মতো অপরিমিত।[২৪৩]

প্রিয় ভাই, যদি তুমি সবরের স্তরে উন্নীত হয়ে থাকো, তবে তুমি বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতের বদলা পেয়ে গেছ। কারণ সবর এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টির প্রতিদান দেওয়া হবে তোমাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

'আর সবর করুন, আপনার সবর শুধু আল্লাহরই জন্য।'[২৪৪]

মুসলিম বিন ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সালাফের কেউ যখন সুস্থ হয়ে উঠতেন, তখন বলা হতো, "তুমি গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করেছ।"'[২৪৫]

তুমি বলতে পারো যে, এই সূত্রগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায়, দুনিয়াতে সুখ-শান্তির তুলনায় বিপদাপদ উত্তম। এখন আমরা কি আল্লাহর কাছে বিপদাপদ কামনা করব? আমি বলব, এ রকম করার কোনো কারণ নেই। কারণ, রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের বালা-মুসিবত থেকে

---

২৪১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
২৪২. সুরা আজ-জুমার : ১০
২৪৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪
২৪৪. সুরা আন-নাহল : ১২৭
২৪৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৯৪

আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনিসহ অন্যান্য নবি ﷺ প্রার্থনা করতেন—

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের পালনকর্তা, দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[২৪৬_২৪৭]

হে আখিরাতের যাত্রী, হে আল্লাহর পথের মুসাফির, উত্তোলিত হয়েছে তোমার মুক্তির নিশান। সুতরাং এখনই সময়, মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার। তোমার অন্তরের ব্যাধি, আমলের ঘাটতি ও আচরণের ত্রুটিগুলো আজই খুঁজে বের করো। নিজেকে আশার আলোয় ভাসিয়ে দাও এবং তাওবা ও নেক আমলের দরজায় প্রবেশ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যধিক ক্ষমাকারী ও বিনিময় দানকারী। আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। মনে রেখো, যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। অনেক সময় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়, আবার অনেক সময় তার ও তাওবার মাঝে পর্দা পড়ে যায়। সুতরাং মুসিবতের সময় নিজেকে বোঝাতে হবে, এই তো কয়েকটি দিন সবর করতে হবে। এই বলে কষ্ট সহ্য করে নেবে। ভেতরের শত্রু প্রবৃত্তিকে অস্থিরতা প্রকাশ ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অভিযোগ করা থেকে নিবৃত্ত রাখবে, তাহলে অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে।[২৪৮]

---

২৪৬. সুরা আল-বাকারা : ২০১

২৪৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৪০

২৪৮. তাসলিয়াতু আহিলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৭

সবরের প্রতিদান

ওহে প্রিয়,

শাকিক আল-বলখি ﵀ বলেন, 'কেউ যদি বিপদাপদের প্রতিদান দেখতে পেত, তবে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করত না।'

হে আল্লাহ, আপনার যে পরিমাণ প্রশংসা করলে আপনি খুশি হন, সে পরিমাণ আপনার প্রশংসা করছি। কারণ, আপনি আমাদের উত্তম প্রতিদান দান করেছেন এবং আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা করেছেন। আপনি ছাড়া আমাদের আশা ব্যক্ত করা ও আশ্রয় চাওয়ার আর কোনো পাত্র নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।'[২৪৯]

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

"মুমিন নর-নারীর জীবনে, তাদের সন্তান-সন্ততিতে, ধন-সম্পদে একের পর এক বালা-মুসিবত আসতে থাকে; (আর তার সাথে পাপরাশি ক্ষমা হতে থাকে) এমনকি একপর্যায়ে সে গুনাহবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়।"'[২৫০]

---

২৪৯. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫
২৫০. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৯

রাসুল ﷺ অন্য হাদিসে বলেন :

لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ، إِذَا أُصِبْتَ بِهَا، أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا، لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ

'হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়া এবং নির্বিচারে সম্পদ ব্যয় করার নাম জুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা নয়; বরং দুনিয়াবিমুখতা হলো, আল্লাহর হাতে যা আছে, তার চেয়ে তোমার হাতে যা আছে তার ওপর অধিক নির্ভরশীল না হওয়া এবং তুমি কোনো বিপদে পড়লে তার বিনিময়ে সাওয়াব লাভের আশার তুলনায় বিপদ কেটে যাওয়াটা তোমার নিকট অধিকতর কাঙ্ক্ষিত না হওয়া।'[২৫১]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'আর তোমরা সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।'[২৫২]

ইবনে জারিহ ؓ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সালাত ও সবর আল্লাহ তাআলার রহমত আসতে সাহায্য করে।'[২৫৩]

ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাঁর এক ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানানো হলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে বললেন, 'আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয়কে গোপন করেছেন, রিজিকের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছেন এবং প্রতিদানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেছেন।' অতঃপর তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করে বললেন, 'আমি তাই করেছি, যা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন—

---

২৫১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০০
২৫২. সুরা আল-বাকারা : ৪৫
২৫৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৮৯

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"আর তোমরা সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।"'

সবরকারীদের প্রতিদান

আমরা যতদিন পৃথিবীর বুকে বসবাস করব, ততদিন বিপদাপদ আমাদের সাথেই থাকবে। কখনো আমাদের সাথে, কখনো আমাদের ধন-সম্পদের সাথে এবং কখনো আমাদের সন্তানাদির সাথে।

আল্লাহর নবি ইয়াকুব ؑ ও ইউসুফ ؑ-এর ব্যাপারেও তা-ই হয়েছিল। ইউসুফ ؑ-এর বিরহ ব্যথায় ইয়াকুব ؑ-এর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।'[২৫৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুমাম ؒ কাতাদা ؒ থেকে বর্ণনা করেন, 'ইয়াকুব ؑ তাঁর কঠিন পেরেশানিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ফলে তিনি কেবল উত্তম কথাই বলেছেন।'[২৫৫]

শামার ؒ থেকে বর্ণিত, তিনি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলতেন, 'তোমার রব তোমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন, তার ওপর সবর করো।'[২৫৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

---

২৫৪. সুরা ইউসুফ : ৮৪

২৫৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৭

২৫৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫

'আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।'[২৫৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﷺ বলেন, 'তাঁরা যখন সব কাজের সর্দার তথা সবর অর্জন করল, আমিও (আল্লাহ) তাঁদের মানুষের সর্দার বানিয়ে দিলাম।'[২৫৮]

আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য তিনটি বিষয় একত্র করেছেন, যেগুলো অন্যদের জন্য একত্র করেননি। বিষয়গুলো হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও হিদায়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'আপনি সুসংবাদ দিন সবরকারীদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[২৫৯]

সালাফের কেউ বিপদে আক্রান্ত হলে এই বলে সান্ত্বনা লাভ করতেন যে, 'আমার কী হলো যে, আমি সবর করছি না? অথচ আমার রব সবরের ক্ষেত্রে এরূপ তিনটি নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটি দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।'[২৬০]

---

২৫৭. সুরা আস-সাজদা : ২৪
২৫৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫
২৫৯. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭
২৬০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৯

মুহাম্মাদ বিন খালাফ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবরাহিম আল-হারবি ﷺ-এর এগারো বছরের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি কুরআন হিফজ করল এবং তাঁর কাছ থেকে ফিকহের অনেক বিষয় শিখে নিল। অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। তখন আমি ইবরাহিম ﷺ-এর নিকট সন্তানের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতে এলাম। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেটির মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।' আমি বললাম, 'হে আবু ইসহাক, আপনি বিশ্বের এত বড় একজন আলিম হয়ে একটি শিশুর ব্যাপারে এমন কথা বলছেন!? অথচ শিশুটি ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের এবং আপনি তাকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা দিয়েছেন!?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমি স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তখন কিছু শিশু হাতে পানির পাত্র নিয়ে মানুষের দিকে এগিয়ে আসছে এবং তাদের পানি পান করাচ্ছে। সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম ও উত্তপ্ত। আমি তাদের একজনকে বললাম, "আমাকে পান করাও।" কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো আমার পিতা নও।" আমি বললাম, "তবে তোমরা কারা?" সে বলল, "আমরা ওই সকল শিশু, যারা দুনিয়াতে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছিলাম এবং নিজেদের পিতা-মাতাকে পেছনে রেখে চলে এসেছিলাম। আমরা তাদেরই পানি পান করাতে যাচ্ছি...।" এ জন্যই আমি তার মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতাম।'[২৬১]

প্রিয় ভাই, মানুষ পীড়াদায়ক কষ্ট থেকে নিস্তার পাবে না এবং কেউ বিপদের কষ্ট থেকে রেহাই পাবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, মানুষকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আর পরীক্ষাটা সুখের মাধ্যমেও হতে পারে, দুঃখের মাধ্যমেও হতে পারে। পরীক্ষাটা এমন বিষয়ের মাধ্যমে হতে পারে, যা তাকে আনন্দিত করে। তখন শোকর করার মাধ্যমে এ পরীক্ষায় সফলকাম হতে হবে। আর কখনো এমন বিষয়ের মাধ্যমে হবে, যা তাকে ব্যথিত করে, তখন সবরের মাধ্যমে পরীক্ষায় কামিয়াব হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

---

২৬১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৩

'নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার অলংকাররূপে স্থাপন করেছি, যেন আমি তাদের যাচাই করতে পারি, তাদের কারা কাজে সর্বোত্তম।'[২৬২]

অন্য আয়াতে বলেন :

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

'সুতরাং সবর করো সর্বোত্তম সবর।'

কাইস বিন হাজ্জাজ ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'বিপদগ্রস্ত লোক মানুষের মাঝে এমনভাবে থাকবে, যেন কেউ তাকে বিপদগ্রস্ত বলে চিনতে না পারে।'[২৬৩]

বসরার একজন বিচারপতির ছেলে মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলিম ও ফকিহগণ তার দরবারে একত্রিত হলেন। একজন মানুষের ধৈর্যশীলতা ও ধৈর্যহীনতা কীভাবে বোঝা যাবে, এ প্রসঙ্গে সেখানে আলোচনা হলো। সবাই এ কথার ওপর একমত হলেন যে, বিপদে পড়ার পর যে ব্যক্তি পূর্বের স্বাভাবিক কোনো কাজ ছেড়ে দেয়, সে ধৈর্যহীন।[২৬৪]

এক ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে জনৈক বুজুর্গ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাযথভাবে সবর করে, আল্লাহ তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অতএব, যে বিপদ তোমার ওপর আপতিত হয়েছে, শোক-বিলাপ করে তার সঙ্গে নতুন মুসিবত যুক্ত কোরো না। কেননা, এটিই (বিপদে অস্থির হয়ে যাওয়া) তোমার জন্য বড় বিপদ।'[২৬৫]

কবি বলেন :

أما والذي لا خُلد إلا لوجهه * ومن ليس في العز المنيع له كفو

لئن كان بدء الصبر مراً مذاقه * لقد يُجنى من غبته الثمر الحلو

---

২৬২. সুরা আল-কাহফ : ৭
২৬৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৮
২৬৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৩২৬
২৬৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৮

‘শপথ সেই চিরন্তন সত্তার, যার মর্যাদা ও মহিমার কোনো তুলনা হয় না। জেনে রেখো, যদিও সবরের শিকড় তিক্ত, কিন্ত এর ফল সুমিষ্ট।’

প্রিয় ভাই,

যার ওপর বিপদ আপতিত হয়েছে, সে যদি তার কষ্ট দূর করতে চায়, তাহলে সে যেন এই বিপদের চেয়ে কঠিন বিপদের কল্পনা করে। বিপদের কারণে যে প্রতিদান পাওয়া যায়, তার আশা রাখে এবং মনে মনে ভাবে, এর চেয়েও বড় বিপদ তার ওপর আসতে পারত, তখন কষ্ট আরও বেশি হতো। তখন এ বিপদটি তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে।

এ ছাড়াও ভাববে, বিপদ না থাকলে বিপদহীন সময়ের সুখ অনুভব করা যেত না, তখন বিপদকে এক প্রকার কল্যাণকরই মনে হবে। তার ওপর বিপদ খুব দ্রুতই চলে যায়। কেননা, বিপদ অতিথির মতো। কিছুদিন অবস্থান করার পর চলে যায়। সুতরাং অতিথি যতদিন থাকে, ততদিন যেমন তার দেখাশোনা করা হয় এবং বিভিন্ন মজলিসে তার প্রশংসা ও অনুগ্রহের আলোচনা করা হয়, তেমনই বিপদ যতদিন থাকে, ততদিন তার সাথে অতিথির মতো আচরণ করা মুমিনের জন্য জরুরি। সুতরাং বিপদের সময় সে সার্বক্ষণিক নিজের প্রতি লক্ষ রাখবে। নফসের প্রতি লক্ষ রাখবে, সে যেন কোনোরূপ অস্থিরতা প্রকাশ না করে। জিহ্বার প্রতি লক্ষ রাখবে, সে যেন কোনো অসংগত কথা বের করে না দেয়। এভাবে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, যেন তারা আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে যায়—এমন কোনো কিছু না করে বসে।

তখন বিপদের ঘোর অমানিশার মাঝেও সে সুখের আলো দেখতে পাবে। প্রতিদান তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এরপর যখন বিপদ কেটে যাবে, তখন সে নিজের মাঝে বিপদ ও সবরের প্রতিদান অনুভব করতে পারবে। এ জন্যই যারা আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারা বিপদের সময় আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নেয় এবং কিছুদিন সবর করে।[২৬৬]

---

২৬৬. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ১০৪

যখন আব্দুল মালিক বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ ইনতিকাল করলেন, তখন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ তার দাফনকার্য সমাপ্ত করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লোকজন তাঁর চারপাশে দাঁড়াল। তখন তিনি বললেন, 'হে বৎস, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তুমি ছিলে পিতামাতার প্রতি সদাচারী। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যখন থেকে তোমাকে দান করেছেন, আমি তোমাকে নিয়ে আনন্দে ছিলাম। তবে আল্লাহর শপথ! আল্লাহর হুকুমে তোমাকে এই কবরে রাখার পর তোমার ব্যাপারে আমার যে পরিমাণ আনন্দ হচ্ছে এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পরিমাণ সাওয়াব পাওয়ার আশা হচ্ছে, তা ইতিপূর্বে কোনো দিন হয়নি।'[২৬৭]

আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর ইনতিকালের পর আলি বিন আবু তালিব ﵁ বললেন, 'আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং আমাদের সকল বিষয় তাঁরই সমীপে পেশ করছি, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'[২৬৮]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﵀-এর ছেলে মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। তিনি হাসিমুখে তাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, 'আমি আল্লাহর দেওয়া মুসিবতে মন খারাপ করতে লজ্জা পাই।'[২৬৯]

কবি বলেন :

صبرت فكان الصبر خير مغبة * وهل جزع يجدي علي فأجزع

ملكت دموع العين حتى رددتها * إلى ناظري فالعين في القلب تدمع

'আমি ধৈর্যধারণ করেছি; কেননা, ধৈর্যই বয়ে আনে সমূহ কল্যাণ। অস্থিরতা কিছুই দিতে পারে না। আমি হাতে তুলে নিয়েছি দুচোখের নিয়ন্ত্রণ, থামিয়ে দিয়েছি অশ্রুপ্রবাহ। তবে অশ্রু অবশ্যই ঝরে—হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে।'[২৭০]

---

২৬৭. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২০১
২৬৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২১৩
২৬৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৯
২৭০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৮

প্রিয় ভাই,

বান্দা যেন মুসিবতের সময় এমন কথা বলা থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে, যা তার প্রতিদান বিনষ্ট করে দেয় এবং রবকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। এটি অনেকটা জুলুমের সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ; জুলুম করেন না। এবং এমন সর্বজ্ঞানী, যিনি না পথ হারান আর না ভুলে যান। তাঁর প্রতিটি কর্মই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও কল্যাণকর। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন, তবে তাঁর প্রতিটি কর্মেই হিকমত রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। সৃষ্টি করা ও নিয়তি নির্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর। সুতরাং বান্দা শুধু এমন কথাই বলবে, যার মাধ্যমে তার রব সন্তুষ্ট হন এবং বৃদ্ধি পায় তার প্রতিদান। এমন কথার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন।[২৭১]

সিলাহ বিন আশয়াম ﵀ একদা তাঁর ছেলেকে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, 'বৎস, এগিয়ে যাও এবং যুদ্ধ করো, যাতে আমি তোমার মাধ্যমে প্রতিদানের আশা করতে পারি। ফলে ছেলেটি কাফিরদের ওপর আক্রমণ করল এবং একপর্যায়ে নিহত হয়ে গেল। অতঃপর পিতাও অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে গেলেন। তাঁর বাড়িতে মহিলারা একত্রিত হলে তাঁর স্ত্রী হাতজোড় করে বললেন, 'যদি তোমরা আমাকে সংবর্ধনা জানাতে এসে থাকো, তবে তোমাদের স্বাগতম। আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ সান্ত্বনা ইত্যাদি দিতে) এসে থাকো, তবে তোমরা ফিরে যাও।'[২৭২]

ইয়াজিদ বিন আবু হাবিব বর্ণনা করেন, 'ইয়াজ বিন উকবা ﵀-এর এক ছেলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলো। কিন্তু ইয়াজ ﵀ তখন অনুপস্থিত ছিলেন। ছেলেটির মা বললেন, "যদি আবু ওয়াহাব উপস্থিত থাকত, তবে এই দৃশ্য তার চক্ষু শীতল করত।" তারপর যখন ইয়াজ বিন উকবা ﵀-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তার ভাই আবু উবাইদকে বললেন, "সফলতার সুসংবাদ নাও। আমি আশা করছি, আমার মৃত্যুর কারণে তোমার ওপর যে বিপদ আসবে, তাতে সবর করে তুমি সাওয়াবের অধিকারী হবে।"'[২৭৩]

---

২৭১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৫৮
২৭২. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৯
২৭৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৪

যখন আব্দুল্লাহ বিন মুতাররিফ মারা গেলেন, তখন মুতাররিফ ﵀ গায়ে তেল মেখে এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করে মানুষের সামনে বের হলেন। মানুষজন এতে রেগে গিয়ে বলল, 'আব্দুল্লাহ মরে গেল, অথচ আপনি গায়ে তেল মেখে এবং নতুন নতুন কাপড় পরে বেড়াচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আমি ধৈর্যহারা হবো, অথচ আল্লাহ তাআলা আমাকে তিনটি নিয়ামতের ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন, যার প্রতিটি আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা আছে তার চেয়ে উত্তম!? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"'[২৭৪]

চিন্তা করো, ভালো ও কল্যাণকর আমলের প্রতি তাদের কেমন প্রতিযোগিতা ছিল? কেমন ছিল আল্লাহর কাছে থাকা বিনিময়ের প্রতি তাদের আগ্রহ? আল্লাহর ফয়সালার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি কেমন নিরঙ্কুশ ছিল?

সুহাইল বিন হানজালিয়া আল-আনসারি ﵁—যিনি নিঃসন্তান ছিলেন—তিনি বলেন, 'আমার কোনো সন্তান হয়ে মরে যাওয়া—যার বিনিময়ে সাওয়াবের আশা করা যায়—পুরো দুনিয়ার রাজত্ব থেকেও আমার কাছে উত্তম।' ইবনুল হানজালিয়া ﵁ সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা বৃক্ষের নিচে রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত হয়েছিলেন।[২৭৫]

প্রিয় ভাই, দুনিয়াকে বিপদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সচেতন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, নিজেকে সবরের ওপর অভ্যস্ত করে নেওয়া। তাকে এ কথা জেনে নিতে হবে যে, তার যেসব কামনা-বাসনা পূর্ণ

---

২৭৪. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭
২৭৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৪

হয়েছে, তা ছিল তার প্রতি অনুগ্রহ। আর যা পূর্ণ হয়নি, তা তার সৃষ্টি ও দুনিয়ার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারেই হয়েছে।

এখানেই এসে প্রকৃত ইমান ও দুর্বল ইমানের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং মুমিন যেন এই দুর্বল ইমানের রোগ থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে মালিকের সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর বিধানমতো জীবনযাপন পরিচালনা করে।[২৭৬]

কবি বলেন :

ستمضي مع الأيام كل مصيبة * وتحدث أحداث تنسي المصائب

'দিনের সাথে সাথে মুসিবতও চলে যায় এবং নতুন নতুন এমন সব ঘটনা তৈরি হয়, যা পেছনের মুসিবতকে ভুলিয়ে দেয়।'[২৭৭]

পূর্ববর্তীদের জীবনীর মাঝে এমন আরও দৃশ্য দেখা যায়, যা আমাদের জানিয়ে দেয়, বিপদের সময় তাদের সবর কেমন ছিল এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি কেমন ছিল।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ তাঁর (মৃত্যুপথযাত্রী) ছেলেকে বললেন, 'কেমন বোধ করছ?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি।' উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বললেন, 'আমি এখন যে অবস্থানে তার চেয়ে তুমি যে অবস্থানে আছ, সেখানে থাকা আমার কাছে প্রিয়। তখন ছেলে বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার যা প্রিয়, আমার কাছে তা নিজের পছন্দের চেয়ে বেশি প্রিয়।'[২৭৮]

জনৈক নেককার লোককে যখন বলা হলো, 'আপনার ছেলে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়ে গেছে।' তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। বলা হলো, 'আপনার ছেলে শহিদ হয়ে গেছে, আর আপনি কাঁদছেন?' তিনি বললেন, 'আমি বরং এ ভেবে কাঁদছি যে, তলোয়ার যখন তাকে আঘাত করল, তখন আল্লাহর প্রতি তার সন্তুষ্টি কেমন ছিল?'[২৭৯]

---

২৭৬. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৫০৭

২৭৭. তারিখু বাগদাদ : ৬/২৫৯

২৭৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২১৩

২৭৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২১০

হায়, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ﵀ সুফইয়ান ﵀-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, 'আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি, "আমার কাছে দুনিয়াতে সাইদের চেয়ে প্রিয় কেউ নেই এবং তার মৃত্যুর চেয়েও অধিক প্রিয় কিছু নেই।" অতঃপর সাইদ মারা গেলে আমি তাকে ক্রন্দন করতে দেখলাম। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "আমি তার মৃত্যুর আশা করেছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে "আহ! আমার পাঁজর গেল" বলে যে চিৎকার দিয়েছে, তার জন্য কাঁদছি (কারণ, এ বাক্যে বিপদের সময় তার অস্থিরতা প্রকাশ করেছে)।"'[২৮০]

আব্দুর রহমান বিন মাহদি ﵀-এর এক ছেলে মারা গেলে তিনি অনেক পেরেশানি ও অস্থিরতায় পড়ে যান। তখন ইমাম শাফিয়ি ﵀ তাকে লক্ষ্য করে বলে পাঠান যে, 'হে ভাই, তুমি অন্যের ব্যাপারে যে শোক প্রকাশ করছ, তা নিজের জন্য করো এবং যে কর্ম অন্যের জন্য অপছন্দ করছ, তা নিজের জন্য অপছন্দ করো। আর জেনে রেখো, বিপদ চলে যাওয়া মানে আনন্দ হারিয়ে ফেলা এবং প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হওয়া। সুতরাং পাপের বোঝার সাথে এই দুটি একত্রিত হলে কেমন হবে? হে ভাই, যখন তোমার চাওয়া ব্যতীতই তোমার অংশ তোমার কাছে চলে আসে, তুমি তা গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ তাআলা যেন বিপদের সময় তোমাকে ধৈর্যশক্তি দান করেন এবং আমাদেরকেও ধৈর্যধারণের প্রতিদান দেন।'[২৮১]

ألا إنما الدينا غُضَارَةُ أيكةٍ * إِذَا اخْضَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ جَفَّ جَانِبُ

وَمَا الدَّهْرُ وَالْآمَالُ إِلَّا فَجَائِعٌ * عَلَيْهَا وَمَا اللَّذَّاتُ إِلَّا مَصَائِبُ

فَلَا تَكْتَحِلْ عَيْنَاكَ مِنْهَا بعبرةٍ * عَلَى ذَاهِبٍ مِنْهَا فَإِنَّكَ ذَاهِبُ

'দুনিয়া হচ্ছে তৃণভূমির মতো, যার এক অংশ সবুজ হলে অন্য অংশ শুকিয়ে যায়। সময়ের গতিবিধি ও আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-দুর্দশা বৈ কিছু নয়। স্বাদ-উপভোগের মাঝে লুকিয়ে থাকে বিপদ-

---

২৮০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৬

২৮১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭৫

মুসিবত। সুতরাং দুনিয়া থেকে কেউ বিদায় নিলে অশ্রু ঝরিয়ো না। কারণ, তুমিও একদিন এভাবেই চলে যাবে।'[২৮২]

সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি তাঁর সৃষ্টির ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে সম্মান ও লাঞ্ছনা দান করেন এবং এ পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটিকে ভেজাল থেকে বের করে আনেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া নামক মহাসমুদ্রের প্রবাহ ও তার উত্তাল ঢেউ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, আর জানে সময়ের বিভিন্ন রূপে কীভাবে সবর করতে হয়, সে ব্যক্তি বিপদের আগমনে ভয় পায় না এবং সচ্ছলতা আসায় আনন্দিতও হবে না।[২৮৩]

উরওয়া বিন জুবাইর ﵀-এর পাশে তাঁর কয়েকজন ছেলে একত্রিত হলো। তাদের মাঝে তাঁর ছেলে মুহাম্মাদও ছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। তিনি ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করলে ঘোড়া তাকে পিষ্ট করে এবং তিনি মারা যান। লোকজন উরওয়া ﵀-কে সান্ত্বনা দিতে আসলে তিনি বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমার ছেলে ছিল সাতটি। আল্লাহ তাআলা একজনকেই নিয়ে গেছেন। ছয়জন এখনো আছে। আসলে আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো বিপদে ফেললেও অধিকাংশ সময় নিয়ামতই দান করেন। আর কোনো কোনো সময় কিছু নিয়ে গেলেও অধিকাংশ সময় তিনি দানই করেন।'[২৮৪]

সবরের মর্যাদা

সবরের মর্যাদা অনেক উঁচু। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কোনো নিয়ামত দিয়ে তা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সবরের মর্যাদা দান করেন, তবে তা ছিনিয়ে নেওয়া জিনিসের চেয়ে উত্তম।'

যখন জুনাইদ ﵀-কে সবরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি উত্তর দিলেন, 'সবর হলো ভ্রুকুটি করা ব্যতীত বিপদের তিক্ততা সহ্য করে নেওয়া।'[২৮৫]

---

২৮২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১১/৩২০
২৮৩. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ২৩৬
২৮৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৯/১১৫
২৮৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৩

প্রিয় ভাই, বিপদ আমাদের আশপাশেই আপতিত হচ্ছে এবং আমাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখন দেখার বিষয় হলো, আমাদের হৃদয়ের অবস্থা কেমন? আমাদের মাঝে কি সবর আছে? আমাদের অন্তরে কি তাকওয়া ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি আছে? এখন যা হচ্ছে, এগুলো তো ছোট বিপদ, এগুলোতে আমাদের সবর করতে হবে। তখনই সবচেয়ে বড় বিপদের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হবে। আর সেটি হচ্ছে মৃত্যু।

সালিহ আল-মুররি ﷺ এক লোককে তার সন্তান মারা যাওয়ার কারণে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, 'যদি তোমার এ মুসিবতটি নিজের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান হয়, তবে কতই না উত্তম এ মুসিবত! আর যদি তোমার জন্য এতে কোনো উপদেশ না থাকে, তবে তোমার নফসের বিপদ ছেলের (মৃত্যুর) বিপদের চেয়েও ভয়ংকর।'[২৮৬]

---

২৮৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১২৮

আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মুসলিম প্রতিটি মুসিবতে প্রতিদান পায়। এমনকি সামান্য কষ্ট ও জুতোর ফিতা ছেঁড়ার মতো সামান্য মুসিবতেও। নিজের আস্তিনের ভেতর রাখা সামান্য জিনিস, যা সে খুঁজে অস্থির হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে পায়, তাতেও তার জন্য প্রতিদান রয়েছে।'[২৮৭]

উকবা ﷺ-এর এক ছেলে মারা গেল। তার নাম ছিল ইয়াহইয়া। তাকে কবরে রাখার পর এক লোক বলল, 'যদি সে কোনো বাহিনীর কমান্ডার হতো, তাহলে তার ব্যাপারে সাওয়াবের আশা করা যেত।' তখন তার পিতা (উকবা ﷺ) বললেন, 'তার মৃত্যুতে আমার সাওয়াব পাওয়া সুনিশ্চিত। সে দুনিয়াতে আমার পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ছিল, এখন মৃত্যুর পর স্থায়ী সৎকর্মসমূহের একটি হয়ে গেল (অর্থাৎ তার মৃত্যুতে সবর করার কারণে আমি সাওয়াব পেতে থাকব)।'[২৮৮]

সম্মানিত ভাই, বিপদাপন্ন ব্যক্তি যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল ﷺ-এর সুন্নাতের প্রতি লক্ষ করে। তাহলে সে দেখবে যে, আল্লাহ তাআলা সবরকারী এবং সন্তুষ্ট বান্দার জন্য হারানো জিনিসের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বরাদ্দ করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা চাইলে এগুলোকে আরও বাড়াতে পারেন। অন্যান্য বিপদাপন্ন লোকের প্রতি তাকিয়ে নিজের বিপদের আগুন নির্বাপিত করা একটি উপকারী বিষয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি শহর বা গ্রাম, প্রতিটি পরিবার ও গৃহই বিপদাক্রান্ত। তাদের কেউ একবার আক্রান্ত হয়েছে, কেউ একাধিকবার। এভাবে বিপদ প্রত্যেককেই গ্রাস করেছে। এমনকি একটি পরিবারের প্রত্যক সদস্যই তাতে আক্রান্ত হতে পারে এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আরও বিপদের সম্মুখীন হওয়াও স্বাভাবিক। পূর্ববর্তীদের মাঝে এ ধরনের বিপদগ্রস্ত লোকের অনেক নজির আছে। তাদের কেউ কেউ এমন বিপদগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ডানে-বামে শুধু বিপদ আর দুর্দশাই ছিল। এদের দেখে সান্ত্বনা লাভ করা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জরুরি।[২৮৯]

---

২৮৭. তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা নং ৯৬
২৮৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪২
২৮৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২০

পুরো জগৎ খুঁজেও মুসিবতহীন একজন লোকও পাওয়া যাবে না। জগতের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো বিপদে আক্রান্ত; কেউ প্রিয় কিছু হারিয়ে বিপদগ্রস্ত; কারও কাছে অপ্রিয় কিছু এসে যাওয়ায় বিপদগ্রস্ত। সুতরাং দুনিয়ার আনন্দ ক্ষণিকের স্বপ্ন অথবা ক্ষণস্থায়ী ছায়ার মতো। যেখানে স্বল্প হাসলে বেশি কাঁদতে হয় এবং একদিন আনন্দ করলে এক যুগ বেদনায় কাটাতে হয়। এখানে একদিনের সুখ দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা। সুখে ভরা প্রতিটি গৃহই দুঃখের দৃষ্টান্ত। যার কাছে আনন্দ এসেছে, তার কাছে দুঃখও এসেছে।[২৯০]

আহওয়াস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা ইবনে মাসউদ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তাঁর কাছে তাঁর স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় ফুটফুটে তিনটি বাচ্চা বসা ছিল। আমরা তাদের সৌন্দর্যে বিমোহিত হলাম। তিনি বললেন, "এদের দেখে তোমরা আমার প্রতি ঈর্ষাবোধ করছ বুঝি?" আমরা বললাম, "আল্লাহর শপথ! এমন সন্তানরা তো যে কাউকেই ঈর্ষান্বিত করে তুলবে।" তখন ইবনে মাসউদ ﷺ ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন। সেখানে দোয়েল পাখি বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এ পাখির বাসাটি পড়ে তার ডিম ভেঙে যাওয়ার চেয়ে আমার কাছে এ সন্তানদের কবরে মাটি দেওয়া বেশি প্রিয়।" অতঃপর বললেন, "আমি যখন সুখের অবস্থায় সকালে উপনীত হই, তখন ইচ্ছা হয়, যদি এর বিপরীত অবস্থায় আমার সকাল হতো!"' (অর্থাৎ তিনি অন্যের বিপদে পড়ার চেয়ে নিজে বিপদে পড়াকে পছন্দ করতেন এবং বিপদমুক্ত থাকার চেয়ে বিপদগ্রস্ত থাকাকে কোনো অংশে কম পছন্দ করতেন না।)[২৯১]

উমর বিন মাইমুন বিন মিহরান ﷺ বলেন, 'আমি একবার আমার পিতার সাথে কাবার পাশে তাওয়াফ করছিলাম। তখন আমার পিতা এক বৃদ্ধের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন। বৃদ্ধের সাথে আমার সমবয়সী একটি যুবকও ছিল। আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটি কে?" তিনি বললেন, "আমার ছেলে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার ব্যাপারে আপনার সন্তুষ্টি কেমন?" তিনি বললেন, "হে আবু আইয়ুব, কল্যাণের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই

---

২৯০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২১
২৯১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৫

আমি তার মাঝে দেখেছি, তবে একটি ছাড়া।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সেটি কী?" বৃদ্ধ বললেন, "আমি চেয়েছিলাম সে ইনতিকাল করবে এবং আমি তার প্রতিদান পাব।"'

উমর বিন মাইমুন ﷺ বলেন, 'যখন লোকটি চলে গেল আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই বৃদ্ধ লোকটি কে?" তিনি বললেন, "তিনি মাকহুল ﷺ।"'[২৯২]

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তোমার কী হলো যে, ছুটে যাওয়া বিষয়ে তুমি আফসোস করছ, অথচ তোমার আফসোস তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না? আর কেনই-বা তুমি হাতে থাকা জিনিস নিয়ে আনন্দ করছ, যখন মৃত্যু তা তোমার হাতে থাকতে দেবে না?'[২৯৩]

কোনো এক সালাফের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাকে এক লোক বলল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার থেকে আদম ﷺ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখো, তাদের কোনো চোখ কি তাকাতে পারে?' তিনি বললেন, 'এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট।' (অর্থাৎ সবাই এখন গত হয়ে গেছে। তোমাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হবে।)[২৯৪]

কবি বলেন :

كتب الموت على الخلق فكم * فل من جيش وأفنى من دول

'সৃষ্টির ওপর মৃত্যুকে অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে; ফলে কত সেনাবাহিনী নিঃশেষ হয়েছে এবং কত রাজত্বই না ধ্বংস হয়েছে।'

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেন, আমরা দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সবর করেছি, কিন্তু সুখের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সবর করিনি। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

---

২৯২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪৬
২৯৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪০
২৯৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪০

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে না রাখে।'[২৯৫]

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'আর জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।'[২৯৬]

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

'নিশ্চয়ই তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হও।'[২৯৭]

জুজাজ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ওই সকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে ফিতনায় নিপতিত হয়। আর এটা সকল সন্তানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষ সন্তানের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। কারণ, অনেক সময়ই মানুষ সন্তানের কারণে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়, সন্তানের জন্য হারাম উপার্জন করে এবং কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। তবে আল্লাহ তাআলা যাকে রক্ষা করে, সে ব্যতীত।'[২৯৮]

ইয়ালা বিন ওয়ালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবু দারদার সাথে দেখা করে বললাম, "আপনি প্রিয়তমের জন্য কী ভালোবাসেন?" তিনি বললেন, "মৃত্যু।" আমি বললাম, "যদি না মরে?" তিনি বললেন, "তার সন্তান ও সম্পদের মৃত্যু।"'[২৯৯]

বান্দাকে প্রবোধদানকারী জ্ঞানীদের একটি বাণী হলো, প্রত্যেক নবি ইনতিকাল করেছেন এবং ইনিতকাল করেছেন তাঁদের অনুসারীগণ, ইনতিকাল করেছেন প্রত্যেক জ্ঞানী, ফকিহ ও আলিম। সুতরাং তুমি ধৈর্যহীন হোয়ো না এবং প্রত্যেক সৃষ্টিই যে পথে গিয়েছে, সে পথকে অপরিচিত মনে কোরো না।[৩০০]

---

২৯৫. সুরা আল-মুনাফিকুন : ৯
২৯৬. সুরা আল-আনফাল : ২৮
২৯৭. মিনহাজুল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং ২৯৬
২৯৮. ইগাসাতুল লাহফান : ২/১৬০
২৯৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/৩৪৯
৩০০. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪০

প্রিয় ভাই, আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের শেষ অবধারিত গন্তব্য-পানে ছুটে চলেছি। মৃত্যু সব স্বাদের বিনাশকারী, কিন্তু তার ওপর অবশ্যই সবর করতে হবে। কবি বলেন :

اصبر لكل مصيبة وتجلد * واعلم بأن المرء غير مخلد

أو ما ترى أن المصائب جمة * وترى المنية للعباد بمرصد

من لم يصب ممن ترى بمصيبة * هذا سبيل لست عنه بأوحد

وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها * فاذكر مصابك بالنبي محمد

'প্রতিটি বিপদে ধৈর্য ধরো এবং মনোবল অটুট রাখো। জেনে রাখো, কোনো মানুষই এখানে চিরস্থায়ী থাকার জন্য আসেনি। অস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে চিরস্থায়ী আখিরাতে যাওয়ার একমাত্র পন্থা এ মৃত্যু। এটাকে বিপদ মনে করো না। তা ছাড়া এটা এমন নয় যে, তা শুধু তোমার নিকটই এসেছে। তবুও যদি এটাকে বিপদ মনে করো, তবে স্মরণ করো, এ বিপদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপরও এসেছে।'[৩০১]

আমাদের সবচেয়ে বড় মুসিবত, যার বিনিময় আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সাওয়াব কামনা করি তা হলো, রাসুল ﷺ-এর ইনতিকাল। আর বিপদগ্রস্তদের জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হলো, সে বিপদাক্রান্ত হওয়ার দীর্ঘদিন পর যখন সে কথা আবার স্মরণ হয়, তারপর সে পুনরায় নতুন ভাবে 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করে সবর করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়ার সময়ের প্রতিদান দেবেন। রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ قَدُمَ عَلَى عَهْدِهَا، فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَهُ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا

---

৩০১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৫

'যেকোনো মুসলিম নর-নারী বিপদগ্রস্ত হয়েছে এবং বহুদিন পর তার কথা স্মরণ করে "ইন্না লিল্লাহ" পাঠ করেছে, আল্লাহ তাআলা নতুনভাবে তার প্রতিদান দেবেন এবং বিপদাক্রান্ত দিবসের মতোই সাওয়াব দান করবেন।'[৩০২]

সালাফের কোনো একজনের ছেলে মারা গেলে সুফইয়ান বিন উয়াইনাসহ অন্যান্য আরও অনেকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তিনি অনেক অস্থিরতায় সময় কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ এসে বললেন, 'ওহে, যদি তুমি আর তোমার ছেলে জেলে বন্দী থাকতে এবং তোমার ছেলে তোমার আগেই মুক্তি পেয়ে যেত, তুমি কি আনন্দিত হতে না?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই।' ফুজাইল ﵀ বললেন, 'তাহলে মনে করো তোমার ছেলে তোমার আগেই দুনিয়ার বন্দিশালা থেকে বের হয়ে গেছেন।' এতে লোকটি খুশি হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আপনিই আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।'[৩০৩]

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﵀ তার 'উয়ুনুল হিকায়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল-আসমায়ি ﵀ বলেন, 'আমি ও আমার এক বন্ধু গ্রামের দিকে বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তখন রাস্তার ডান পাশে একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে সেদিকে গেলাম। তখন এক মহিলা আমাদের সালাম দিয়ে বলল, "তোমরা কারা?" আমরা বললাম, "আমরা পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। আপনারা যে এখানে আছেন, তা আমাদের জানা ছিল না।" সে বলল, "তোমাদের চেহারাগুলো অন্য দিকে ফিরিয়ে নাও, যাতে আমি তোমাদের যথাযথ হক আদায় করতে পারি।" ফলে আমরা তাই করলাম এবং চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম। সে আমাদেরকে একটি মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলল, "আমার ছেলে আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে বসো।" অতঃপর সে তাঁবুর এক পাশের পর্দা সরিয়ে ছেলের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর কাউকে আসতে দেখে বলল, "হে আল্লাহ, আগন্তুকের ব্যাপারে কল্যাণ চাই। তার বাহনটি আমার ছেলের, কিন্তু আরোহী অন্য কেউ!" অতঃপর আরোহী এসে তার কাছে থেমে বলল, "হে উম্মে আকিল, আকিলের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে বিশাল প্রতিদান দিয়েছেন।" মহিলা বলল, "ধ্বংস

---

৩০২. আল-মুজামুল আওসাত : ২৭৬৮

৩০৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১২০

হও! আমার ছেলে কি মারা গেছে?" লোকটি বলল, "হ্যাঁ।" মহিলা বলল, "তার মৃত্যুর কারণ কী?" সে বলল, "উটের ভিড় জমে গিয়েছিল এবং সে ধাক্কা খেয়ে কূপে পড়ে মারা গেল।" মহিলা বলল, "তুমি নেমে এসো এবং মেহমানদের হক আদায় করো।" মহিলাটি তাকে একটি ভেড়া দিলে সে তা জবাই করে আমাদের নিকট খানা পাঠিয়ে দিল। আমরা খেতে শুরু করলাম। মহিলার সবর দেখে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা। খানা শেষ হওয়ার পর মহিলাটি আমাদের নিকট এগিয়ে আসলো, কিন্তু সন্তানের বিয়োগব্যথায় তাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। সে বলল, "তোমাদের মাঝে কেউ কি ভালোভাবে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে পারে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" সে বলল, "তুমি আমাকে এমন একটি আয়াত পাঠ করে শোনাও, যার মাধ্যমে আমি সান্ত্বনা লাভ করব।" আমি তিলাওয়াত করলাম—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"আর আপনি সবরকারীদের সুসংবাদ দিন, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৩০৪]

সে বলল, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কিতাবে কি এমন আয়াত আছে?" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কিতাবে এমনই আছে।" অতঃপর সে আমাদের সালাম দিয়ে উঠে গেল এবং পা পরিষ্কার করে কয়েক রাকআত সালাত আদায় করল। তারপর বলল, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি আল্লাহর কাছে আকিলের বিনিময় কামনা করছি।" অতঃপর তিন বার বলল, "হে আল্লাহ, তুমি যা আদেশ করেছ, আমি তা পালন করেছি। সুতরাং তুমি যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূর্ণ করো।"'[৩০৫]

---

৩০৪. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭

৩০৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৯৪

মুসলিম বিন ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বাহরাইনে আসলাম। সেখানে এমন একজন মহিলা আমাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করলেন, যার অনেক সন্তান, ক্রীতদাস, ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু আমি তাকে চিন্তিত দেখলাম। যখন আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন তাকে বললাম, "আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি আবার কোনো সময় আমাদের শহরে আসলে আমার বাড়িতেই উঠবেন।" এরপর থেকে কয়েক বছর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। অতঃপর একদিন তার বাড়িতে গেলাম। দরজায় দাঁড়ানো লোকটি পরিচিত ছিল না, তাই তাকে ভেতরে পাঠিয়ে মহিলাটির অনুমতি নিলাম। ভেতরে গিয়ে দেখলাম, তার মুখে হাসি ও আনন্দের ঝিলিক। জিজ্ঞেস করলাম, "তো কেমন চলছে সবকিছু?" তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি যাওয়ার পর থেকে একের পর এক বিপদ আসতে লাগল। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাগরপথে যত মাল পাঠিয়েছি, সব ডুবে গেছে। স্থলপথে যা-ই পাঠিয়েছি, তা-ই ধ্বংস হয়ে গেছে। গোলামরা সব চলে গেছে। ছেলেরাও মরে গেছে...।" আমি তাকে বললাম, "আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। গতবার যখন এসেছিলাম, তখন আপনাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, কিন্তু এবার তো দেখি, তার উল্টো! ব্যাপার কী?" তিনি বললেন, "তখন আমার সচ্ছলতা তুঙ্গে ছিল, তাই আমার ভয় ছিল, বোধ হয় আল্লাহ তাআলা আমার নেক আমলসমূহের বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে দিচ্ছেন। এটা নিয়ে বিষণ্ন ছিলাম। কিন্তু যখন আমার মাল-সম্পদ ও সন্তানাদি চলে গেল, তখন আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমার নেক আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার নিকট জমা আছে। এটা ভেবে এখন আমি খুব আনন্দ অনুভব করি।"'[৩০৬]

প্রিয় ভাই, জেনে রেখো, সবর করার চেয়ে মানুষের জন্য রিজা বা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বেশি কঠিন। আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা নিয়ে আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন যে, এটি ওয়াজিব নাকি মুসতাহাব। উভয়টির ব্যাপারেই বিভিন্ন কথা আছে। সবর হলো মধ্যমপন্থীদের কাজ; আর রিজা হলো আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের কাজ। এই বিষয়টি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ আলোচনা করেছেন। সুতরাং বান্দা কখনো মুসিবতে সবর

---

৩০৬. তাম্বিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা নং ১৩৪

করলেও মুসিবতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। সন্তুষ্ট থাকা হলো, সবরের চেয়েও উঁচু কর্ম। কিন্তু সবর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত পোষণ করেছেন, কিন্তু রিজা বা সন্তুষ্টি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। শোকর হলো রিজার ওপরের স্তর। কারণ, এখানে মুসিবতকে নিয়ামত মনে করা হয় এবং বিপদগ্রস্ত লোক বিপদকে নিয়ামত মনে করে শোকর আদায় করে। আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀ বলেন, 'রিজা হলো, আল্লাহ তাআলার মহান একটি ফটক, দুনিয়ার জান্নাত এবং আবিদদের প্রদ্বীপ।"[৩০৭]

সুতরাং হে ভাই, তোমার জন্য তাকদির ও ফয়সালার ব্যাপারে শোকর আদায় করা আবশ্যক এবং সংঘটিত বিষয়ে পরিতুষ্ট থাকাও আবশ্যক। যা হচ্ছে তাতে সবর করতে হবে। কারণ, বিপদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তার সীমা নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাপারে চিন্তা করো—

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর হতে পারে কোনো বিষয় পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত, আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জান না।'[৩০৮]

এই আয়াতে বান্দার জন্য অনেক হিকমত, রহস্য এবং উপকারিতা রয়েছে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারবে যে, কখনো অপছন্দনীয় জিনিস পছন্দনীয় জিনিসকে নিয়ে আসে এবং পছন্দনীয় জিনিস অপছন্দনীয় জিনিস নিয়ে আসে, তাহলে হঠাৎ আনন্দের বিষয় থেকে বেদনার বিষয় চলে না আসার ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত থাকবে না। এবং বেদনার দিক থেকে আনন্দ না আসায় সে হতাশ হবে না। কারণ, সে শেষ পরিণাম সম্পর্কে জানে না। এবং বান্দা

৩০৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২০৮
৩০৮. সুরা আল-বাকারা : ২১৬

যা জানে না, আল্লাহ তাআলা তা জানেন। আর এ কারণেই বান্দার জন্য কিছু বিষয় আবশ্যক—

এক. আল্লাহর আদেশ পালনের চেয়ে উপকারী কোনো কিছু নেই; যদিও শুরুতে তা পালন করা কঠিন মনে হয়। কারণ, আদেশ পালনের শেষ পরিণাম পুরোটাই কল্যাণকর, আনন্দদায়ক, সুস্বাদু ও প্রশান্তিদায়ক। যদিও নফস তা অপছন্দ করে, তবুও এটিই তার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। এই আয়াতের আরেকটি গোপন রহস্য হলো, বান্দার পক্ষ থেকে এমন সত্তার প্রতি আত্মসমর্পণ কামনা করা হচ্ছে, যিনি সকল বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত এবং সেই সত্তা তার জন্য যা পছন্দ করেন এবং ফয়সালা করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ, বান্দা শেষ শুভ পরিণামের আশা করে।

দুই. আল্লাহর বিপক্ষে গিয়ে নিজে কিছু উদ্ভাবন করবে না এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপক্ষে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। নিজের জ্ঞান নেই—এমন বিষয় কামনা করবে না। কারণ, এতে বান্দার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি রয়েছে, কিন্তু সে তা জানে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বিপক্ষে ইচ্ছা ব্যক্ত করবে না। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে সুন্দর ও পছন্দনীয় বিষয় কামনা করবে এবং পছন্দনীয় বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করবে। সুতরাং বান্দার জন্য এর চেয়ে ফায়দাজনক কিছু নেই।

তিন. যখন বান্দা নিজের রবের কাছে সব সঁপে দেবে এবং তাঁর পছন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা নিজের পছন্দনীয় বিষয়ে তাকে শক্তি, সবর ও দৃঢ়তার মাধ্যমে সাহায্য করবেন এবং ওই সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন, যা বান্দার পছন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি তাকে নিজের পছন্দের উত্তম পরিণামের কিছু ঝলক দেখাবেন, যার কিঞ্চিৎ পরিমাণও বান্দা নিজের পছন্দের মাঝে পেত না।

চার. তাকে বিভিন্ন পছন্দের ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি দেবেন এবং হৃদয়কে এমন সব কল্পনা-জল্পনা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করবেন, যার একটির মাধ্যমে মানুষ ওপরে উঠলে অন্যটির মাধ্যমে নিচে নেমে যায়। আর এতসব করা সত্ত্বেও তাকদিরের নির্ধারিত বিষয় থেকে বের হতে পারে

না। কিন্তু যদি সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে যদিও নির্ধারিত জিনিসটিই পাবে, কিন্তু সে হবে নন্দিত, দয়া ও করুণার পাত্র। অন্যথায় নির্ধারিত জিনিস পেয়েও হবে নিন্দিত এবং দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু যদি তার সমর্পণ ও সন্তুষ্টি বিশুদ্ধ হয়, তবে তাকদিরের বিষয়ের সাথে অতিরিক্ত দয়া ও করুণা একত্রিত হয়, যা তাকে ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা করে এবং তাকদিরের বিষয়কে সহজ করে দেয়।[৩০৯]

প্রিয় ভাই,

হাদিস শরিফে নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ

'যেকোনো বান্দা বিপদ বা পেরেশানিতে আক্রান্ত হয়ে বলে, "হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দা ও বান্দীর ছেলে, আমার কেশগুচ্ছ তোমারই হাতে, আমার মাঝে তোমারই হুকুম চলে এবং তোমার ফয়সালাই বাস্তবায়ন হয়। তুমি যত নামে নিজেকে নামকরণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ, অথবা নিজের অদৃশ্য জ্ঞানে যা সংরক্ষিত রেখেছ—সবগুলোর অসিলা দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা

---

৩০৯. আল-ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম, পৃষ্ঠা নং ১৭৯

করছি, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের মধ্যমণি, হৃদয়ের আলো, পেরেশানির অবসান, দুঃখ-বেদনা এবং দুশ্চিন্তার প্রস্থানের কারণ বানিয়ে দাও।" তো আল্লাহ তাআলা তার দুঃখ ও পেরেশানিকে দূর করে দিয়ে তার জায়গায় আনন্দে ভরিয়ে দেন। কেউ বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি মানুষদের তা শিখিয়ে দেবো না?" তিনি বললেন, "অবশ্যই, যে-ই এসব শুনেছে, তারই শিখে নেওয়া উচিত।"'[৩১০]

---

৩১০. মুসনাদু আহমাদ : ৪৩১৮

বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত

মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন ﷺ-কে বিপদ অবতীর্ণ হলে রাগান্বিত হয়—এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মুসিবতের সময় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয় :

প্রথম ভাগ : রাগান্বিত হওয়া। এটা আবার কয়েক প্রকার :

প্রথম প্রকার : হৃদয়ের অবস্থা এমন হবে যে, রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিষয়ে রেগে যাবে। আর তা হারাম। কখনো কখনো তা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

'আর লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর উপাসনা করে কিনারায় রয়ে; ফলে যদি তার প্রতি ভালো কিছু ঘটে, সে তাতে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রতি যদি বিপর্যয় ঘটে, সে তার মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যায়। সে ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরকালেও।'[৩১১]

দ্বিতীয় প্রকার : কখনো রাগটা জিহ্বার মাধ্যমে হয়। যেমন : ধ্বংস ও পতন ডাকা এবং এ সম্পর্কিত কোনো বাক্য বলা। এটা হারাম।

তৃতীয় প্রকার : রাগটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যেমন : মুখ চাপড়ানো, জামা ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম এবং ফরজ সবরের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় ভাগ : সবর। যেমনটা কবি বলেন :

والصبرُ مثل اسمه مر مذاقته * لكن عواقبه أحلى من العسل

'সবর তার নামের মতোই, যার স্বাদ তিক্ত; কিন্তু শেষ পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্ট।'

---

৩১১. সুরা আল-হাজ : ১১

ফলে দেখা যায় যে, সবর অনেক কঠিন একটি কাজ, কিন্তু তা সহ্য করা যায়। বান্দা বিপদে পড়া অপছন্দ করে, কিন্তু যে বান্দা বিপদে পড়ে সবর করে, সে সবর তাকে ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ থেকে সংবরণ করে। তখন বিপদে পড়া ও না পড়া তার কাছে সমান হয়ে যায়। এই সবর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবরের ব্যাপারে আদেশ করেছেন—

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর তোমরা সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।'[৩১২]

তৃতীয় ভাগ : মানুষ মুসিবতের ব্যাপারে এমনভাবে সন্তুষ্ট থাকবে যে, বিপদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি সমান হবে এবং তার কাছে বিপদ কঠিন হবে না, আর না তা সহ্য করা কঠিন হবে। সঠিক কথা অনুযায়ী এই অবস্থানটা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এই তৃতীয়ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, এই ভাগে মুসিবত থাকা না থাকা সমান, আর আগের ভাগে মুসিবত কঠিন মনে হয়, কিন্তু সবর করে।

চতুর্থ ভাগ : শোকর। এটি সর্বোচ্চ স্তর। শোকর হলো, বান্দা তার ওপর আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ, বিপদ তার গুনাহ মুছে দেয় এবং নেকি বৃদ্ধি করে। রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

'মুসলিম যেকোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার কারণে গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাতেও।'[৩১৩]

---

৩১২. সুরা আল-আনফাল : ৪৬
৩১৩. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪০

পরিশিষ্ট

প্রিয় ভাই, যদি দুনিয়া তার তিরগুলো নিক্ষেপ করে এবং তরবারিগুলো শাণিত করে, তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব এবং তার ফয়সালায় শোকর করব এবং আনুগত্যে সবর করব। আর তিনি হলেন, অনুগ্রহকারী এবং পর্যাপ্ত দানকারী।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'[৩১৪]

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে শোকরকারী, সন্তুষ্ট, সবরকারী এবং প্রতিদান প্রত্যাশীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে ও আপনাকে সেই জান্নাতে একত্র করুন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। যাতে রয়েছে সফলতা। যেখানে নেই ব্যর্থতা। যাতে রয়েছে অমর জীবন ও চিরস্থায়ী বিলাসিতা।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে সবরকারী হিসেবে কবুল করুন, যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[৩১৫]

---

৩১৪. সুরা আজ-জুমার : ১০

৩১৫. সুরা আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একরকম অতিবাহিত হয় না। কখনো হাসি-আনন্দ, কখনো দুঃখ-বেদনা—এটাই জীবনের বাস্তবতা। তবে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্তই কল্যাণকর, যদি সে সবর ও শোকরের গুণে গুণান্বিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। তার সব বিষয়ই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত কারও জন্য এমনটা হয় না। যদি সে সুখে থাকে, তবে শোকর করে। ফলে এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি দুঃখে থাকে, তখন সবর করে। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।' *-সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯*

www.facebook.com/ruhamapublicationBD